সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
পি-এইচ.ডি. (রিয়াদ), এম.এ. (রিয়াদ), এম.এম. (ঢাকা)
অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ।

বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী ‘আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা’ দ,

আমার স্নেহাস্পদ জামাতা ড. খোন্দকার আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর হাদীসের সনদ বিচার পদ্ধতি এবং এ পদ্ধতিতে সালাতুল ঈদের তাকবীর বিষয়ক হাদীসগুলোর সনদ বিচার বিষয়ে এ বইটি লিখেছে। আশা করি বইটি আমাদের দেশে হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে নতুন ধারার সূচনা করবে। সাথে সাথে সালাতুল ঈদের তাকবীর বিষয়ে আমাদের সমাজে প্রচলিত বিতর্ক, দলাদলি ও বিভক্তি দূর করতে সাহায্য করবে। মুসলিম উম্মাহর জন্য এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো খুটিনাটি ফিকহী বা ব্যবহারিক মতভেদগুলোকে দলাদলি ও বিভক্তির মাধ্যম না বানিয়ে পরস্পরের মধ্যে ঈমানী ভালবাসা, যৌহার্দ, ও সম্প্রীতির প্রসার ঘটানো এবং যক্যবদ্ধভাবে শত্র “দের ষড়যন্ত্রের মুকাবিলা করা।

মহান আল্লাহ এ পুস্তকটি কবুল করে নিন এবং একে লেখক ও আমাদের সকলের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন।

আহকারুল এবাদ,

আবুল আনসার সিদ্দিকী

(পীর সাহেব, ফুরফুরা)

২য় সংস্করণের ভূমিকা

প্রশংসা মহান আল্লাহর নিমিত্ত। সালাত ও সালাম তাঁর মহান রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর এবং তাঁর পরিজন, সহচর ও অনুসারীদের উপর।

সহীহ হাদীস নির্ভর সুন্নাহ কেন্দ্রিক জীবনের দাওয়াত দিতে যেয়ে লক্ষ্য করা যায় যে, সহীহ হাদীসের কথা বললেই কয়েকটি "গতানুগতিক" মানসিকতার সম্মুখিন হতে হয়। কেউ ভাবেন: লোকটি যেহেতু সহীহ হাদীসের বা সহীহ সুন্নাতের কথা বলছে যহেতু য মাযহাব বা বুজুর্গগণকে মানে না। অর্থাৎ আমরা সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে মাযহাব বা বুজুর্গগণকে সহীহ হাদীসের ব্যতিক্রম বা বিরুদ্ধে বলে ঘোষণা করছি। আবার কেউ কেউ মনে করেন সহীহ হাদীস অর্থ নির্দিষ্ট কিছু ফিকহী মতামত, এর বাইরে কোনো হাদীসই সহীহ নয়। অনেকেই ঈমান, তাওহীদ, ফরয, হারাম, বান্দার হক্ক ইত্যাদির চেয়েও "নফল" পর্যায়ের ফিকহী আমলকে বেশি গুরুত্ব দেন। এ জাতীয় একটি বিষয় "ঈদের তাকবীর" বিষয়টির সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হাদীস-তাত্বিক বিশ্লেষণের মানসে ২০০৩ সালে এ পুস্তিকাটি লিখেছিলাম। মহান আল্লাহর রহমত ও তাওফীকে পুস্তিকাটি অনেক এলাকায় যালমাল-হানাহানি বন্ধ করেছে এবং অনেক মুমিনের চেতনাকে সংহত করেছে। প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্ত।

বইটির মুদ্রিত কপি কয়েকমাস আগেই শেষ হয়ে যায়। এজন্য পুনর্মুদ্রণ করা হলো। সামান্য কিছু পরিমার্জন ছাড়া প্রথম সংস্করণের কিছুই পরিবর্তন করা হয় নি। আল্লাহ দয়া করে এ নগন্য প্রচেষ্টা কবুল করে নিন। আমীন!

-আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتَّقُوا اللَّهَ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

কুরআনুর কারীম ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসই মুসলিম জীবনের পাথেয়। সকল মতের সকল মুসলিমই কুরআন ও হাদীসের উপর নির্ভর করতে চান এবং নিজেদের মতের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের প্রমাণাদি পেশ করতে চেষ্টা করেন। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে বিভিন্ন ফিকহী মাসআলাহ বা মতামতের কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক প্রমাণাদি জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমার জ্ঞানের পরিধি খুবই সীমিত। কিন্তু পেশাগত কারণে আমি যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ে "হাদীস" বিভাগে শিক্ষকতা করি এবং সমাজের অনেকে আমাকে "আলিম" বলে মনে করেন, যহেতু আমার ছাত্ররা এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের দ্বীনদার মুসলিম বিভিন্ন সময়ে সালাতুল ঈদের তাকবীরের বিষয়ে আমাকে বারংবার প্রশ্ন করেছেন। কেউ প্রশ্ন করেছেন: আপনারা সালাতুল ঈদের ৬ তাকবীর কোথায় পেয়েছেন? কেউ প্রশ্ন করেছেন: আমরা যে ৬ তাকবীর বলি এর পক্ষে কোনো সহীহ হাদীস কি আছে? কেউ প্রশ্ন করেছেন: সালাতুল ঈদের ১২ তাকবীরের হাদীস নাকি সহীহ? এবিষয়ে আপনার মত কি? ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন।

যেহেতু এ সকল প্রশ্ন মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর হাদীস বা সুন্নাত কেন্দ্রিক যহেতু জ্ঞানের অভাব থাকলেও কিছু লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জ্ঞানের অনেক কল্যাণময় শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তবে আমার মত একজন "তালিব ইলম" বা শিক্ষার্থীর জন্য বেশি কিছু শেখা বা লেখা সম্ভব নয়। এজন্য ইচ্ছা পোষণ করি ও মহান প্রভুর দরবারে দোয়া করি যে, যে কয়দিন বেঁচে থাকি আমার পড়া, আমার চিন্তা ও আমার লেখা েেস তাঁর মহান রাসূল (সা.)-কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। এ আবেগের ফলেই এ বিষয়ে কিছু লিখলাম।

হাদীসের আলোকে কোনো বিষয় আলোচনার পূর্বে "হাদীসের সনদ বিচার" বা হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপনে মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতি ও মাপকাঠি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। এজন্য প্রথম পর্বে হাদীসের সনদ বিচার বিষয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় হাদীসের সহীহ-যয়ীফ বিচার বিষয়ক কোনো তাত্বিক আলোচনা পড়ার সুযোগ আমার হয়নি। ফলে এ বিষয়ক অগণিত আরবী পরিভাষার বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কারো সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারিনি। এ সকল ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করতে আমাকে বারবার হোচট খেতে হয়েছে। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি যে, শুধুমাত্র আলিমগণই নন, সাধারণ শিক্ষিত পাঠকগণও যাতে বইটি পড়ে মোটামুটি বুঝে উপকৃত হতে পারেন।

আমার জানা মতে, বাংলা ভাষায় “ফিকহুস সুন্নাহ” বা হাদীস ভিত্তিক ফিকহ ও “আল-ফিকহুল মুকারান” বা “তুলনামূলক ফিকহ” বিষয়ক গ্রন্থাদি নেই বললেই চলে। এছাড়া “আল-জারহু ওয়াত তা’ দীল” বা হাদীস বর্ণনাকারীগণের বিধান ও “দিরাসাতুল আসানীদ” বা ‘হাদীসের সনদ বিচার’ বিষয়ক গ্রন্থাদিও বাংলা ভাষায় দু¯প্রাপ্য বা অনুপস্থিত। আশা করি এ পুস্তিকাটি দ্বারা সাধারণ পাঠক ছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে “ইসলামী শিক্ষা” বিষয়ক বিভাগগুলোতে ¯œাতক ও ¯œাতোকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থিগণ উপকৃত হবেন।

বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসরণ করেছি। আরবী শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব মূল উচ্চারণের কাছাকাছি বর্ণ, ই-কার, উ-কার, ঈ-কার, ঊ-কার ইত্যাদি ব্যবহার করেছি।

হাদীসের সনদ বিচার শাস্ত্রকে বাংলায় সংক্ষেপে উপস্থাপনায় এবং সালাতুল ঈদের তাকবীর বিষয়ক হাদীসগুলোর সনদ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে কতটকু সফল হয়েছি তা পাঠকগণ বিচার করবেন। তবে সফলতা বা ব্যর্থতার উর্ধ্বে এতটুকুই আমার সান্তনা যে বইটি লিখতে যেয়ে আমি কিছু হাদীস পাঠের সুযোগ পেয়েছি। জাগতিক লোভ, ভয়, স্বার্থচিন্তা ইত্যাদিতে সর্বদা লিপ্ত আমার হৃদয় অন্তত কিছু সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের বিষয়ে চিন্তা করে কাটিয়েছে। আর তাঁদের বিষয়েই কয়েকটি কথা লিখে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি।

মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি েেস দয়া করে আমার এ ক্ষুদ্র কর্মটি কবুল করে নেন। একে আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী-পরিজন ও সকল পাঠকের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দেন। আমীন!

صلى الله تعالى على نبيه المصطفى محمد وآله وصحبه أجمعين.

- আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব : হাদীসের সনদ বিচার /৯-২৬
প্রথম: হাদীস পরিচিতি /৯
ক. হাদীসের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব /৯
খ. হাদীসের 'সনদ' ও 'মতন' /১০
গ. সনদের ইতিহাস ও গুরুত্ব /১০
দ্বিতীয়: হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা /১২
ক. হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই পদ্ধতি /১২
খ. হাদীসের নির্ভরযোগ্যতার পর্যায় /১৮
গ. হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ে মতভেদ /২২
ঘ. হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ /২৩
দ্বিতীয় পর্ব : সালাতুল ঈদের তাকবীর বিষয়ক হাদীস /২৭-৮৪
প্রথম : ১৩ তাকবীরের হাদীসসমূহ /২৯
ক. মারফূ' হাদীস /২৯
খ. মাউকূফ হাদীস /৩০
দ্বিতীয় : ১২ তাকবীরের হাদীসসমূহ /৩২
ক. মারফূ' হাদীস /৩২
১. ইবনু আব্বাসের (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীস /৩২
২. সা' দ ইবনু আইয আল-কুরযের (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস /৩৪
৩. আমর ইবনু আউফ আল মুযানীর (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস /৩৮
৪. আব্দুল্লাহ ইবনু উমরের (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস /৪০
৫. আমর ইবনু শু 'আইব তাঁর পিতা থেকে তাঁর দাদা থেকে /৪২
৬. ইবনু লাহী 'য়াহর বর্ণনা সমূহ /৪৭
ক. ইবনু লাহী 'য়া বর্ণিত আয়েশার (রা) হাদীস /৪৮
খ. ইবনু লাহী 'য়া বর্ণিত আবূ হুরাইরার (রা) হাদীস /৪৯
গ. ইবনু লাহী 'য়া বর্ণিত আবূ ওয়াকিদ লাইসীর (রা) হাদীস /৪৯
খ. মাউকূফ হাদীস /৫৭
১. আবু হুরাইরার (রা) কর্ম /৫৮
২. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের (রা) কর্ম /৫৮
ক. প্রথম হাদীস /৫৯
খ. দ্বিতীয় হাদীস /৫৯
গ. তৃতীয় হাদীস /৬০
তৃতীয়ত : ৯, ৮ ও ৪ তাকবীরের হাদীসসমূহ /৬১
ক. মারফূ' হাদীস /৬২
১. প্রথম হাদীস /৬২
২. দ্বিতীয় হাদীস /৬৬
৩. উপরের হাদীসদ্বয়ের পর্যালোচনা /৭০
খ. মাউকূফ হাদীস /৭২
১. ইবনু মাসঊদ, হুযাইফা, আবু মূসা ও আবু মাসঊদের (রা) মত ও কর্ম /৭২
ক. প্রথম হাদীস /৭২
খ. দ্বিতীয় হাদীস /৭৫

গ. তৃতীয় হাদীস /৭৭
ঘ. চতুর্থ হাদীস /৭৮
ঙ. পঞ্চম হাদীস /৭৯
চ. ষষ্ঠ হাদীস /৮০
২. ইবনু আব্বাস ও মুগীরাহ ইবনু শু ‘বার (রা) মত ও কর্ম /৮০
ক. প্রথম হাদীস /৮০
খ. দ্বিতীয় হাদীস /৮২
৩. আনাস ইবনু মালিকের (রা) কর্ম /৮৩
৪. আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের (রা) কর্ম /৮৪
তৃতীয় পর্ব : পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত /৮৫-৯২
১. কোনো মারফূ হাদীসই পরিপূর্ণ সহীহ নয় /৮৫
২. দুটি মারফূ হাদীস মোটামুটি গ্রহণযোগ্য /৮৬
৩. ১২, ১১, ১০ ও ৬ তাকবীর সাহাবীগণ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত /৮৭
৪. সাহাবীগণের কর্মের বৈপরীত্যের কারণ /৮৭
৫. ফকীহগণের মতভেদ স্বাভাবিক /৮৮
৬. ইমাম আবু হানীফার (রাহ) মত /৮৮
৭. বিভক্তি, দলাদলি ও বিদ্বেষ /৮৯
গ্রন্থপঞ্জী /৯৩-৯৬

প্রথম পর্ব

হাদীসের সনদ বিচার

প্রথম: হাদীস পরিচিতি

ক. হাদীসের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

হাদীস বলতে সাধারণত রাসূলুল্লাহ –এর কথা, কর্ম বা অনুমোদন বুঝানো হয়। এছাড়া সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণের কথা, কর্ম ও অনুমোদনকেও হাদীস বলা হয়। রাসূলুল্লাহ –এর কর্ম, কথা বা অনুমোদন হিসাবে বর্ণিত হাদীসকে “মারফূ’ হাদীস” বলা হয়। সাহাবীগণের কর্ম, কথা বা অনুমোদন হিসাবে বর্ণিত হাদীসকে “মাউকূফ হাদীস” বলা হয়। আর তাবেয়ীগণের কর্ম, কথা বা অনুমোদন হিসাবে বর্ণিত হাদীসে “মাকতূ’ হাদীস” বলা হয়। আমরা এ আলোচনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম বা নির্দেশ হিসাবে বর্ণিত হাদীস অর্থাৎ মারফূ’ হাদীস এবং সাহাবীগণের কর্ম বা মাওকূফ হাদীস আলোচনা করব।

কুরআন কারীমের পরে হাদীস শরীফ ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। বস্তুত ইসলামী শরীয়তের খুটিনাটি বিধান জানার ক্ষেত্রে কুরআনের চেয়ে হাদীসের উপরেই আমরা অধিক পরিমাণে নির্ভর করি। কুরআন কারীমের সাধারণত মূলনীতি বা মূল নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বিশদ বিবরণ ও বিস্তারিত বিধানাবলী জানার জন্য হাদীসের উপর নির্ভর করা ছাড়া কোনো গতি নেই। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কথাই ধরুন। কুরআন কারীমে সালাতুল ঈদের সুস্পষ্ট কোনো উল্লেখ নেই, বিস্তারিত বিধান বা তাকবীরের নিয়মাবলী তো দূরের কথা। কুরআনে সাধারণভাবে দৈনন্দিন সালাত প্রতিষ্ঠার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং জুম ‘আর সালাতের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। রাতের সালাত বা তাহাজ্জুদের সালাতের কথা ছাড়া কোনো প্রকার নফল–সুন্নাত বা ওয়াজিব সালাত বিষয়ে কোনো কিছুই বলা হয়নি। আবার সালাত আদায়ের নিয়মাবলী সম্পর্কেও কিছু বলা হয়নি। এজন্য ঈদের সালাত বা ঈদের সালাতের তাকবীরের বিষয়ে শুধুমাত্র হাদীসের উপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই।

খ. হাদীসের ‘সনদ’ ও ‘মতন’

মুহাদ্দিসগণে পরিভাষায় হাদীস বলতে দু’ টি অংশের সমন্বিত রূপকে বুঝায়। প্রথম অংশ : হাদীসের সূত্র বা সনদ ও দ্বিতীয় অংশ : হাদীসের মূল বক্তব্য বা ‘মতন’ হাদীস সংকলনের নিয়ম হলো সংকলনকারী নিজের উস্তাদ থেকে শুরু করে রাসূলুল্লাহ পর্যন্ত তাঁর সূত্র উল্লেখ করতেন। যেমন ইমাম মালিক ইবনু আনাস (১৭৯ হি) দ্বিতীয় হিজরী শতকের একজন সুপ্রসিদ্ধ হাদীস সংকলক। তিনি তাঁর মুআত্তা গ্রন্থে হাদীস সংকলন করতে তাঁর ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে ৩/৪ জন “রাবী” বা বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেছেন।

একটি উদাহরণ দেখুন :

مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.

“মালিক, ইবনু শিহাব থেকে, তিনি আবু সালামাহ ইবনু আব্দুর রাহমান থেকে তিনি আবু হুরাইরাহ থেকে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি (ইমামের সাথে) সালাতের রুকু পেল য সালাত (উক্ত রাক ‘আত) পেল।”

উপরের হাদীসের প্রথম অংশ "মালিক ইবনু শিহাব থেকে…. আবু হুরাইরা থেকে" হাদীসের সনদ বা সূত্র। শেষে উল্লেখিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীটুকু হাদীসের "মতন" বা বক্তব্য। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীস বলতে শুধু শেষের বক্তব্যটুকুই নয় বরং সনদ ও মতনের সম্মিলিত রূপকেই হাদীস বলা হয়। একই বক্তব্য দু' টি পৃথক সনদে বর্ণিত হলে তাকে দু' টি হাদীস বলে গণ্য করা হয়। অনেক সময় শুধু সনদকেই হাদীস বলা হয়।

গ. সনদের ইতিহাস ও গুরুত্ব

উপরের হাদীস ও পরবর্তী পর্বে উল্লেখিত হাদীস সমূহ থেকে কেউ ধারণা করতে পারেন যে, সাহাবী, তাবেয়ী বা তাবে-তাবেয়ীগণ সম্ভবত হাদীস লিপিবদ্ধ বা সংকলিত করে রাখতেন না, শুধুমাত্র মুখস্থ ও মৌখিক বর্ণনা করতেন। এজন্য বোধহয় মুহাদ্দিসগণ এভাবে সনদ উল্লেখ করে হাদীস সংকলিত করেছেন। বিষয়টি কখনোই তা নয়। প্রকৃত বিষয় হলো সাহাবীগণ সাধারণত হাদীস মুখস্থ করতেন ও কখনো কখনো লিখেও রাখতেন। তবে তাবেয়ীগণ বা সাহাবীগণের ছাত্রগণ ও পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ হাদীস শুনতেন, শিখতেন, লিখতেন ও মুখস্থ করতেন। হাদীস বর্ণনা করার সময় বা শিক্ষাদানের সময় তাঁরা কখনোই মৌখিক বর্ণনা ছাড়া শুধুমাত্র লিখিত পাণ্ডুলিপি কাউকে দিতেন না। পাণ্ডুলিপি সামনে রেখে বা পাণ্ডুলিপি থেকে মুখস্থ করে তা তাঁদের ছাত্রদেরকে শোনাতেন। তাঁদের ছাত্ররা শোনার সাথে সাথে তা তাদের নিজেদের পাণ্ডুলিপিতে লিখে নিতেন এবং শিক্ষকের পাণ্ডুলিপির সাথে মেলাতেন। তাবেয়ীগণের যুগ, অর্থাৎ প্রথম হিজরী শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পরবর্তী সকল যুগে মুহাদ্দিসগণ সাধারণত লিখিত পাণ্ডুলিপির সংরক্ষণ ও মৌখিক শ্রবণ উভয়ের সমন্বয় ছাড়া হাদীস গ্রহণ করতেন না। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পাব যে, যে সকল হাদীস বর্ণনাকারী বা 'রাবী ' শুধুমাত্র পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করে বা শুধুমাত্র মুখস্থশক্তির উপর নির্ভর করে হাদীস বর্ণনা করতেন তাঁদের হাদীস মুহাদ্দিসগণ দুর্বল বা অনির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। কারণ তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমের তাদের বর্ণনায় ভুল ও বিক্ষিপ্ততা ধরা পড়ে। এ বিষয়ে তাঁদের কড়াকড়ির একটি নমুনা দেখুন। তৃতীয় শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস ও হাদীস বিচারক ইমাম আল্লামা ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (২৩৩হি) বলেন : যদি কোনো 'রাবী' বা হাদীস বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস তিনি সঠিকভাবে মুখস্থ ও বর্ণনা করতে পেরেছেন কিনা য বিষয়ে সন্দেহ হয় তাহলে তার কাছে তার পুরাতন পাণ্ডুলিপি চাইতে হবে। তিনি যদি পুরাতন পাণ্ডুলিপি দেখাতে পারেন তাহলে তাকে ইচ্ছাকৃত ভুলকারী বলে গণ্য করা যাবে না। আর যদি তিনি বলেন যে, আমার মূল প্রাচীন পাণ্ডুলিপি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, আমার কাছে তার একটি অনুলিপি আছে তাহলে তার কথা গ্রহণ করা যাবে না। অথবা যদি বলেন যে, আমার পাণ্ডুলিপিটি আমি পাচ্ছি না তাহলেও তাঁর কথা গ্রহণ করা যাবে না। বরং তাকে মিথ্যাবাদী বলে বুঝতে হবে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, প্রথম হিজরী শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই হাদীস লিখে মুখস্থ করা হতো। তবে হাদীস শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গ্রন্থের বা পাণ্ডুলিপির রেফারেন্স প্রদানের নিয়ম ছিল না। বরং বর্ণনাকারী শিক্ষকের নাম উল্লেখ করার নিয়ম ছিল। শিক্ষকদের নামের তালিকাই হলো "সনদ" বা সূত্র। যেহেতু সাহাবীগণ ব্যক্তির নাম বলে "সনদ" বলার রীতি প্রচলন করেন এজন্য পরবর্তী যুগগুলোতে সর্বদা সনদ-সহ হাদীস বর্ণনা ও সংকলিত করা হতো।

হাদীসের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা বিচারে সনদ প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য। সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর উস্তাদ থেকে সরাসরি হাদীস শুনেছেন কিনা, তাঁরা প্রত্যেকে ব্যক্তিজীবনে সৎ ও ধার্মিক কিনা এবং প্রত্যেকে শেখা হাদীস হুবহু মুখস্থ করতে ও শেখাতে পারতেন কিনা এ তিনটি বিষয় নিশ্চিত হওয়ার উপরেই হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে।

দ্বিতীয়: হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা

আমাদের দেশে হাদীসের সনদ আলোচনার বিষয়টি একেবারেই অপরিচিত। এজন্য প্রথমে হাদীসের সনদ ও সহীহ-যয়ীফ নির্ধারণের কতিপয় মূলনীতি উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করছি। মহান আল্লাহর তাওফীক প্রার্থনা করছি।

ক. হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই পদ্ধতি

অনেকেই প্রশ্ন তোলেন: হাদীস তো রাসূলুল্লাহ -এর কথা, হাদীস কিভাবে বানোয়াট বা মিথ্যা হয়? কেউ বলেন: দুর্বল বা বানোয়াট হলে কি হবে নবীর ( ) কথা তো, কাজেই মানতে হবে। এ সকল প্রশ্ন বা সন্দেহের কারণ হলো অজ্ঞতা। হাদীস সম্পর্কে না জানার ফলেই ভুলের মধ্যে নিপতিত হই।

আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ -এর কথা কখনো দুর্বল বা মিথ্যা হতে পারে না। তবে রাসূলুল্লাহ -এর ইন্তেকালের পরে অনেক দুর্ভাগা মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তাঁর পবিত্র নামে অনেক বানোয়াট ও মিথ্যা কথা বলেছে। এগুলোকে বানোয়াট হাদীস বলা হয়। এছাড়া অনেকে স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা, লিপিবদ্ধ হাদীস নষ্ট হয়ে যাওয়া, অসুস্থতা, অবহেলা ইত্যাদি কারণে হাদীস বর্ণনায় ভুল করতেন। অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক বিচার ও নিরীক্ষা পদ্ধতিতে সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করেছেন। হাদীসের নির্ভরতা ও বিশুদ্ধতা বিচার প্রক্রিয়া মূলত সাহাবীগণের যুগ থেকেই শুরু হয়। আমরা প্রথমে এ বিষয়ে সাহাবীগণের পদ্ধতিসমূহ উল্লেখ করব এবং এরপর সামগ্রিক প্রক্রিয় ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করব।

১. হাদীস গ্রহণ ও যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ একদিকে যেমন উম্মাতকে তাঁর "হাদীস" বা বাণী ও শিক্ষা হুবহু মুখস্থ করতে নির্দেশ ও উৎসাহ প্রদান করেছেন, অপরদিকে তিনি তাদেরকে তাঁর নামে মিথ্যা বা অতিরিক্ত কথা বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন:

لا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ [يَكْذِبْ] عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ.

"তোমরা আমার নামে মিথ্যা বলবে না; কারণ যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।"

যুবাইর ইবনুল আউয়াম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

"যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম।"

সালামাহ ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ বলেছেন :

مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

"আমি যা বলিনি তা যে আমার নামে বলবে তার আবাসস্থল জাহান্নাম।"

এভাবে 'আশারায়ে মুবাশশারাহ' -সহ প্রায় ১০০ জন সাহাবী এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাবধান বাণী বর্ণনা করেছেন। আর কোনো হাদীস এত অধিক সংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়নি।

শুধু তাই নয়, তাঁর নামে বর্ণিত কোনো সন্দেহযুক্ত বর্ণনা গ্রহণ করতে ও বর্ণনা করতেও নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন:

مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ حَدِيْثًا وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ.

"যে ব্যক্তি আমার নামে কোনো হাদীস বলবে এবং তার মনে সন্দেহ হবে যে, হাদীসটি মিথ্যা, যও একজন মিথ্যাবাদী।"

অন্য হাদীসে তিনি বলেন :

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

"একজন মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, য যা শুনবে তাই বর্ণনা করবে বা বলবে।"

রাসূলুল্লাহ -এর এ সকল নির্দেশ মোতাবেক খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণ সহীহ হাদীস বেছে নেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন ও শুধুমাত্র সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করতেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুল করার দু' টি পর্যায় থাকতে পারে : ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত। উভয় ধরনের ভুল ও দুর্বলতার বিরুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

তাঁদের যুগে কোনো সাহাবী মিথ্যা বলতেন না, হাদীস বলতে ভুল করতেন না, তবুও তাঁরা সাহাবীর কোনো ভুল হতে পারে সন্দেহ হলেই তাঁকে বলতেন আরো সাক্ষী আনতে যারা এ হাদীস রাসূলুল্লাহ -এর মুখ থেকে শুনেছেন।

আবু বকরের কাছে মুগীরা ইবনে শু' বা একটি হাদীস বলেন। তিনি তাঁকে সাক্ষী আনতে নির্দেশ দেন। উমরের কাছে আবু মূসা আশআরী একটি হাদীস বলেন। উমর তাঁকে বলেন: আপনি যদি এ হাদীসের সত্যতার উপর সাক্ষী আনতে না পারেন তাহলে আমি শাস্তি প্রদান করব। এভাবে অন্য কেউ তাঁদের কাছে হাদীস বর্ণনা করলে তাঁরা বর্ণনাকারীর কোনো ভুল হয়নি য বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনে তাঁরা সাক্ষী চাইতেন।

আলীর কাছে কেউ হাদীস বললে তিনি তাকে শপথ করাতেন যে, তিনি ঠিকমত শুনেছেন এবং ঠিকমত মুখস্থ রেখে হুবহু বলতে পেরেছেন কি-না। প্রয়োজনে একবার হাদীস শোনার পরে অনেকদিন পরে পুনরায় আবার তাঁকে য হাদীস বা হাদীসগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন, পরীক্ষা করে দেখতেন তিনি হাদীসটি সঠিকভাবে মনে রাখতে পেরেছেন কি-না, বা দু' বারের বর্ণনার মধ্যে কোনো হেরফের হয়েছে কি-না। এভাবেই তাঁরা সাহাবীগণের ক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনায় অনিচ্ছাকৃত ভুল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এতদূর সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কোনো হাদীস বর্ণনায় সামান্যতম ভুল ধরা পড়লে তৎক্ষণাৎ তা বলে দিতেন। সামান্য সন্দেহ হলে তাঁরা য হাদীস গ্রহণ করতেন না।

অপরদিকে তাবেয়ী পর্যায়ের অনেকের মধ্যে যখন ইচ্ছাকৃত মিথ্যার প্রবণতা দেখা দিল তখন তাঁরা আরো অধিক সতর্কতা অবলম্বন করেন। বর্ণনাকারীর সততায় সন্দেহ হলে তার হাদীস তাঁরা শুনতেন না। কারো মিথ্যা ধরা পড়লে তার সম্পর্কে সবাইকে বলতেন, েেস কেউ তাঁর কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ না করে। তাঁরা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে 'সনদ' বা সূত্র উল্লেখ করার রীতি প্রচলন করেন এবং কড়াকড়ি ও সতর্কতা অবলম্বন করতে থাকেন।

২. হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণের মূলনীতি

উপরের বর্ণনা থেকে আমরা দেখছি যে, সাহাবীগণ হাদীস গ্রহণ ও বিশুদ্ধতা বিচারে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতেন একে এককথায় "তুলনামূলক নিরীক্ষা" বলা যায়। পরবর্তীকালে মুহাদ্দিসগণ মূলত সাহাবীগণের পদাঙ্কই অনুসরণ করে চলেছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা কোর্টের বিচারক, উকিল ও জুরিগণের পদ্ধতিকে (ঈৎড়ংং ঊীধসরহব) বা তুলনামূলক নিরীক্ষা করতেন। তাঁরা হাদীস বর্ণনাকারীর ব্যক্তিগত পরিচয়, তাঁর বর্ণিত সকল হাদীস, তাঁর উস্তাদের পরিচয়, উস্তাদের অন্যান্য ছাত্রগণের পরিচয়, তাঁদের বর্ণিত সকল হাদীস ইত্যাদি সব কিছু সংগ্রহ করে সবকিছুর তুলনামূলক পরীক্ষা-নিরিক্ষার মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসটির সত্যাসত্য ও বিশুদ্ধতা নির্ণয় করেছেন। তাঁরা দু' টি বিষয়ের উপর নির্ভর করেছেন:

প্রথম: বর্ণনাকারীর ব্যক্তিগত জীবনের সততা, নিষ্ঠা ও ধার্মিকতা।

দ্বিতীয়: হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তার বিশুদ্ধ ও নিভুল বর্ণনার ক্ষমতা।

প্রথম বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য তাঁরা হাদীস বর্ণনাকারীর ব্যক্তিগত জীবন, ধার্মিকতা, সততা ইত্যাদি বিষয়ে নিজেরা লক্ষ্য করতেন বা তাঁর এলাকার আলেম ও মুহাদ্দিসগণকে প্রশ্ন করতেন। দ্বিতীয় বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য তাঁর উক্ত বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসগুলোকে অন্যান্য বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসের সাথে মিলিয়ে দেখতেন। এভাবেই সার্বিক নিরীক্ষা বা (ঈৎড়ংং ঊীধসরহব) এর মাধ্যমে তাঁর বর্ণনার বিশুদ্ধতা নির্ধারণ করতেন। উভয় বিষয় নিশ্চিত হলেই তাঁরা উক্ত ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করতেন। এ বিষয়ে তাঁদের মূলনীতি "শুধু সৎ ও পূর্ণ ধার্মিক ব্যক্তির বিশুদ্ধ বর্ণনাই গ্রহণ করা হবে।" সৎ ব্যক্তির ভুল বর্ণনা বা অসৎ ব্যক্তির শুদ্ধ বর্ণনা কোনোটিই গ্রহণযোগ্য নয়।

১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ হিজরী শতকের মুহাদ্দিস ইমামগণ জীবনপাত করেছেন হাদীসের হেফাজতের জন্য। তাঁরা জীবনের বড় অংশ ব্যয় করে তৎকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যের সকল শহর ও গ্রামগঞ্জ ভ্রমণ করে সকল আলেমের ও হাদীস বর্ণনাকারীর হাদীস সংগ্রহ ও সংকলিত করেছেন। এরপর সেগুলোকে একত্রিত করে তুলনামূলক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সত্যাসত্য নির্ণয় করেছেন। পাশাপাশি সকল হাদীস বর্ণনা কারীর জীবনী, কর্ম, ধর্মজীবন, শিক্ষকগণ, ছাত্রগণ ইত্যাদি সকল বিবরণ সংগ্রহ করেছেন।

এরপর তাঁরা তাদের সংকলিত এ সকল তথ্য দুই প্রকার গ্রন্থে সংকলিত করেছেন। এক প্রকার গ্রন্থে সকল প্রকার বর্ণিত হাদীস তাঁরা সংকলিত ও লিপিবদ্ধ করেছেন। অন্য প্রকার গ্রন্থে তাঁরা এসকল তুলনামূলক পরীক্ষার ফলাফল, হাদীসের "রাবী" বা বর্ণনাকারীগণের পরিচয়, তাদের গ্রহণযোগ্যতা, তাদের মধ্যে কারা মিথ্যা বলতেন ইত্যাদি তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন।

মনে করুন, আবু হুরাইরা (রা) একজন সাহাবী। অগণিত তাবেয়ী তাঁর কাছে থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু তাবেয়ী আজীবন বা দীর্ঘদিন তাঁর সাথে থেকেছেন এবং অনেকে অল্পদিন থেকেছেন। এসকল মুহাদ্দিস ইমামগণ আবু হুরাইরার (রা) সকল ছাত্রের বর্ণিত সকল হাদীস একত্রিত করেছেন। সাধারণত: আবু হুরাইরার (রা) বর্ণিত সকল হাদীসই তারা শুনেছেন। একই হাদীস তাঁরা সকলেই বর্ণনা করেছেন। যদি দেখা যায় যে, ৩০ জন তাবেয়ী একটি হাদীস আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনা করছেন, তন্মধ্যে ২০/২৫ জনের হাদীসের শব্দ একই প্রকার কিন্তু বাকী ৫/১০ জনের বাক্য অন্য রকম। তাহলে বুঝা যাবে যে, প্রথম ২০/২৫ জন হাদীসটি আবু হুরাইরা যে শব্দে হাদীসটি বলেছেন হুবহু সে শব্দে মুখস্ত ও লিপিবদ্ধ করেছেন। আর বাকী কয়জন হাদীসটি ভালভাবে মুখস্ত রাখতে পারেন নি। এতে তাদের মুখস্ত ও ধারণ শক্তির দুর্বলতা প্রমাণিত হলো।

যদি আবু হুরাইরার কোনো ছাত্র তাঁর কাছে থেকে ১০০ টি হাদীস শিক্ষা করে বর্ণনা করেন এবং তন্মধ্যে সবগুলো বা অধিকাংশ হাদীসই তিনি এভাবে হুবহু মুখস্ত রেখে বিশুদ্ধ ভাবে বর্ণনা করতে পারেন তাহলে তা তার গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ। অপরদিকে যদি এরূপ কোনো তাবেয়ী ১০০ টি হাদীসের মধ্যে অধিকাংশ হাদীসই এমন ভাবে বর্ণনা করেন যে, তার বর্ণনা অন্যান্য তাবেয়ীর বর্ণনার সাথে মিলে না তাহলে বুঝা যাবে যে তিনি হাদীস ঠিকমত লিখতেন না ও মুখস্ত রাখতে পারতেন না। তিনি হাদীস শিক্ষায়, শোনায়, লেখায় ও মুখস্ত করায় অবহেলা করতেন এবং ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তিনি ভুল করতেন। এ বর্ণনাকারী তাঁর গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন। তিনি "যয়ীফ" বা দুর্বল রাবী বা বর্ণনাকারী হিসাবে চিহ্নিত হন। ভুলের পরিমাণ ও প্রকারের উপর নির্ভর করে তার দুর্বলতার মাত্রা বুঝা যায়। যদি তার কর্মজীবন ও তাঁর বর্ণিত এ সকল উল্টো পাল্টা হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হতো যে তিনি ইচ্ছা পূর্বক রাসূলুল্লাহ থেকে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে বেশি কম করেছেন অথবা ইচ্ছাপূর্বক রাসূলুল্লাহ -এর নামে বানোয়াট কথা বলেছেন তাহলে তাকে "মিথ্যাবাদী" রাবী (বর্ণনাকারী) বলে চিহ্নিত করা হতো। যে হাদীস শুধুমাত্র এ ধরণের "মিথ্যাবাদী" বর্ণনাকারী একাই বর্ণনা করেছেন সে হাদীসকে কোন অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ -এর কথা হিসাবে গ্রহণ করা হতো না, বরং তাকে "মিথ্যা" , বানোয়াট বা "মাউদূ" হাদীস হিসাবে চিহ্নিত করা হতো।

অপর দিকে যদি দেখা যায় যে, আবু হুরাইরার (রা) কোন ছাত্র এমন একটি বা একাধিক হাদীস বলছেন যা অন্য কোন ছাত্র বলছেন না, যক্ষেত্রে উপরের নিয়মে পরীক্ষা করেছেন তাঁরা। যদি দেখা যায় যে, উক্ত তাবেয়ী ছাত্র আবু হুরাইরার সাহচর্যে অন্যদের চেয়ে বেশি ছিলেন, তাঁর বর্ণিত অধিকাংশ হাদীস তিনি সঠিকভাবে হুবহু লিপিবদ্ধ ও মুখস্থ রাখতেন বলে তুলনামূলক নিরীক্ষা বা (ঈৎড়ংং ঊীধসরহব) এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, তাঁর সততা ও ধার্মিকতা সবাই স্বীকার করেছেন, সে ক্ষেত্রে তার বর্ণিত অতিরিক্ত হাদীসগুলোকে সহীহ (বিশুদ্ধ) বা হাসান (সুন্দর বা গ্রহণযোগ্য) হাদীস হিসাবে গ্রহণ করা হতো।

আর যদি উপরোক্ত নিরীক্ষায় প্রমাণিত হতো যে তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে অধিকাংশ হাদীস বা অনেক হাদীস বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিসগণের বর্ণনার সাথে কমবেশি অসামঞ্জস্যপূর্ণ তাহলে তার বর্ণিত এ অতিরিক্ত হাদীসটিও উপরের নিয়মে দুর্বল, অগ্রহণযোগ্য বা মিথ্যা হাদীস হিসাবে চিহ্নিত করা হতো।

সাধারণত একজন তাবেয়ী একজন সাহাবী থেকেই হাদীস শিখতেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যেক তাবেয়ী চেষ্টা করতেন যথা সম্ভব বেশি সাহাবীর কাছে থেকে হাদীস শিক্ষা করতে। এজন্য তাঁরা তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের যে শহরেই কোনো সাহাবী বাস করতেন যখানেই গমন করতেন । মুহাদ্দিসগণ উপরের নিয়মে সকল সাহাবীর হাদীস, তাঁদের থেকে সকল তাবেয়ীর হাদীস, তাঁদের থেকে বর্ণিত তাবে-তাবেয়ীগণের হাদীস একত্রিত করে তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে ও বর্ণনাকারীগণের ব্যক্তিগত জীবন, সততা, ধার্মিকতা ইত্যাদির আলোকে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা নিরূপন করতেন।

পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এ ধারা অব্যহত থাকে। একদিকে মুহাদ্দিসগণ সনদসহ রাসূলুল্লাহ -এর নামে কথিত সকল হাদীস সংকলিত করেছেন। অপরদিকে বর্ণনাকারীগণের বর্ণনার তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তাদের বর্ণনার সত্যাসত্য নির্ধারণ করে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা পরবর্তী আলোচনায় ঈদের তাকবীর বিষয়ক হাদীসের সনদ আলোচনার সময় এ বিষয়ক অনেক উদাহরণ দেখতে পাব, ইনশা আল্লাহ।

খ. হাদীসের নির্ভরযোগ্যতার পর্যায়

হাদীসের নির্ভরতার পর্যায় নির্ণয় বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের নীতি ও পদ্ধতি আলোচনার জন্য বৃহদাকার গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন। বিষয়টি আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় নয়। তবে আলোচ্য বিষয় অনুধাবনের জন্য এ সম্পর্কে সামান্য ধারণা প্রদান প্রয়োজন। এক কথায় আমরা বলতে পারি যে, বিচারকগণের বিচারের পদ্ধতি বুঝতে পারলে আমরা সহজেই হাদীসের নির্ভরযোগ্যতার পর্যায় বুঝতে পারব।

মনে করুন একজন বিচারক একজন হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত সাক্ষ্য প্রমাণাদি নিরীক্ষা করে দেখছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো য পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ঠাণ্ডা মাথায় এক ব্যক্তিকে খুন করেছে। প্রদত্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে তিনি সাম্ভাব্য ৪ প্রকার রায় প্রদান করতে পারেন: ১. মৃত্যুদণ্ড, ২. যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ৩. কয়েক বছরের কারাদণ্ড বা ৪. বেকসুর খালাস। মোটামুটিভাবে হাদীসের নির্ভরতার ক্ষেত্রেও এ পর্যায়গুলো রয়েছে।

প্রথম : সহীহ বা বিশুদ্ধ হাদীস

যদি বিচারক লিখিত ও মৌখিক সাক্ষ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে পান যে, উভয় প্রকারে প্রদত্ত সকল সাক্ষ্য হুবহু মিলে যাচ্ছে এবং সাক্ষীগণের সততা ও নির্ভরতার বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হন তাহলে তিনি অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। আর যদি তিনি সকল সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে নিশ্চিত বুঝতে পারেন যে, সে লোকটি খুন করেছে তবে প্রমাণাদির সামান্য ব্যতিক্রমের ফলে তার পরিকল্পিত হত্যার বিষয়ে বিচারকের সন্দেহ হয় তাহলে তিনি তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করবেন।

প্রদত্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদির বিষয়ে যতটুকু নিশ্চয়তা অনুভব করলে একজন বিচারক মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতে পারেন, বর্ণিত হাদীস রাসূলুল্লাহ বলেছেন বলে অনুরূপভাবে নিশ্চিত হতে পারলে মুহাদ্দিসগণ একে "সহীহ" হাদীস বলে গণ্য করেন। মুহাদ্দিসগণ যখন বর্ণিত হাদীসের লিখিত ও মৌখিক বর্ণনা ও অন্য সকল মুহাদ্দিসের বর্ণনা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হন যে, সত্যই রাসূলুল্লাহ এ কথাটি এভাবেই বলেছেন বা এ কাজটি এভাবে করেছেন তখন য হাদীসকে "সহীহ" অর্থাৎ বিশুদ্ধ বা নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা হয়।

তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে যে সকল বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস এ মানের নির্ভুল বা সহীহ বলে গণ্য করা হয় তাদের নির্ভরতা বুঝাতে মুহাদ্দিসগণ আরবীতে (ثقة، ثبت، حجة): নির্ভরযোগ্য, প্রামাণ্য ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন।

যে সকল বর্ণনাকারী বা মুহাদ্দিসের বর্ণিত হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়েই নির্ভরযোগ্য বলে তাঁদের "সহীহ" গ্রন্থদ্বয়ে গ্রহণ করেছেন তাঁদের বর্ণনা প্রথম পর্যায়ের সহীহ রূপে গণ্য করা হয়। এজন্য কোনো হাদীসের এ পর্যায়ের বিশুদ্ধতা বুঝাতে বলা হয় "হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুসারে সহীহ" । এছাড়া হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ যে সকল বর্ণনাকারীকে 'নির্ভরযোগ্য' রূপে গ্রহণ করেছেন তাঁদের বর্ণনা প্রথম বা দ্বিতীয় পর্যায়ের সহীহ হাদীস বলে গণ্য।

দ্বিতীয় : 'হাসান' বা গ্রহণযোগ্য হাদীস

প্রদত্ত সাক্ষ্যসমূহ পরীক্ষা করে বিচারক যদি দেখেন যে, সেগুলোর মধ্যে কিছু বৈপরীত্য রয়েছে তাহলে তিনি বৈপরীত্যের মধ্য থেকে সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করবেন। যদি তিনি বুঝতে পারেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি ঠিকই হত্যার সাথে জড়িত ছিল, তবে সাক্ষীগণ সঠিকভাবে তার সম্পৃক্ততা বুঝাতে পারেনি। তাদের বর্ণনার মধ্যে কিছুটা অমিল রয়েছে, যাতে তার অপরাধ পরিপূর্ণ প্রমাণিত হয় না, তবে তার সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হয়। সাক্ষীগণ ভুলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে "সুপরিকল্পিতভাবে হত্যাকারী" বলে

দাবি করছেন। তবে তাদের সাক্ষ্যর বৈপরীত্য থেকে বুঝা যায় যে, য হত্যায় সম্পৃক্ত ছিল বটে, তবে হঠাৎকরে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে তিনি তাকে কয়েক বছরের জেল প্রদান করবেন। প্রমাণাদির মিল-অমিলের মাত্রার উপর নির্ভর করে তিনি প্রদত্ত শাস্তির বা মেয়াদের বেশিকম করবেন।

যে পর্যায়ের প্রমাণাদির ভিত্তিতে একজন বিচারক এভাবে মূল সম্পৃক্ততা সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত হন হাদীসের বিষয়ে সে পর্যায়ের নিশ্চয়তা অনুভব করার মত বর্ণনা "হাসান" অর্থাৎ "সুন্দর" বা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হাদীসরূপে গণ্য। কোনো হাদীসকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করার অর্থ হলো হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন বলেই মোটামুটি ধারণা হয়। তবে বর্ণনাকারী যেহেতু কিছুটা বেখেয়াল ও বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর ভুলভ্রান্তি ধরা পড়ে যহেতু বর্ণনার মধ্যে কিছু কমবেশি থাকতে পারে।

যে সকল বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস "হাসান" বা গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা বুঝাতে মুহাদ্দিসগণ আরবীতে (صدوق، لا بأس به، شيخ، صالح الحديث) সত্যপরায়ণ, অসুবিধা নেই, চলনসই ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন।

তৃতীয় : 'যয়ীফ' বা দুর্বল হাদীস

বিচারক যদি প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখতে পান যে, সেগুলো পরস্পর বিরোধী ও সাক্ষীগণ অনির্ভরযোগ্য এবং সেগুলো দিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ মোটেও প্রমাণিত হয় না তাহলে তিনি অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস প্রদান করেন। প্রদত্ত সাক্ষ্যপ্রমাণাদির অনির্ভরযোগ্যতার কারণ দুই প্রকার হতে পারে: ১. ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে অথবা ২. ভুল করে তাকে অপরাধে সম্পৃক্ত মনে করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অভিযুক্তকে অভিযোগমুক্ত বলে রায় দেন।

যে পর্যায়ের সাক্ষ্য-প্রমাণাদিকে একজন বিচারক অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন সে পর্যায়ের হাদীসকে "যয়ীফ" অর্থাৎ দুর্বল বা অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করা হয়। মুহাদ্দিসগণ যখন বর্ণিত হাদীস ও বর্ণনাকারীর বর্ণিত অন্য সকল হাদীস অন্যান্য "রাবী" বা "হাদীস বর্ণনাকারীর" বর্ণনার সাথে তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পারেন যে, বর্ণনাকারীর বর্ণিত এ হাদীসটি ভুল, তিনি ইচ্ছায় বা ভুলক্রমে রাসূলুল্লাহ -এর নামে এ কথাটি বলেছেন তখন তাঁরা হাদীসটিকে "যয়ীফ" বলে ঘোষণা দেন। কোনো হাদীসকে "যয়ীফ" বলে গণ্য করার অর্থ হলো এ কথাটি বা কাজটি রাসূলুল্লাহ বলেন নি বা করেন নি বলেই প্রমাণিত।

দুর্বল হাদীস বর্ণনাকারীগণের দুর্বলতা বুঝাতে মহাদ্দিসগণ বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন (ضعيف، ليس بشيء، لا يعرف، منكر الحديث، متروك الحديث، كذاب): দুর্বল, কিছুই নয়, মূল্যহীন, অজ্ঞাত পরিচয়, জঘন্য উলটোপাল্টা হাদীস বর্ণনাকারী, পরিত্যক্ত, মিথ্যাবাদি, ইত্যাদি।

উপরে আমরা দেখেছি যে, সহীহ ও হাসান হাদীসের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতার মাত্রার কমবেশি হতে পারে। অনুরূপভাবে "যয়ীফ" বা দুর্বল হাদীসের দুর্বলতার তিনটি সুনির্ধারিত পর্যায় রয়েছে :

১. দুর্বলতার প্রথম পর্যায় : কিছুটা দুর্বল

বর্ণনাকারী ভুল বলেছেন বলেই প্রতীয়মান হয়, কারণ তিনি যতগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশই ভুল। তবে তিনি ইচ্ছা করে ভুল বলতেন না বলেই প্রমাণিত। এরূপ "যয়ীফ" হাদীস যদি অন্য এক বা একাধিক এ পর্যায়ের "কিছুটা" যয়ীফ সূত্রে বর্ণিত হয় তাহলে তা "হাসান" বা গ্রহণযোগ্য হাদীস বলে গণ্য হয়।

২. দুর্বলতার দ্বিতীয় পর্যায় : অত্যন্ত দুর্বল

এরূপ হাদীসের বর্ণনাকারীর সকল হাদীস তুলনামূলক নিরীক্ষা করে যদি প্রমাণিত হয় যে, তাঁর বর্ণিত সকল বা প্রায় সকল হাদীসই অগণিত ভুলে ভরা, যে ধরনের ভুল সাধারণত অনিচ্ছাকৃতভাবে হয় এর চেয়েও মারাত্মক ভুল। তার ভুল ইচ্ছাকৃত অবহেলা ও ভুলের মাত্রা খুব বেশি, তাহলে তার বর্ণিত হাদীস "পরিত্যক্ত" , একেবারেই অগ্রহণযোগ্য বা অত্যন্ত দুবল বলে গণ্য করা হবে। এরূপ দুর্বল হাদীস অনুরূপ অন্য দুর্বল সুত্রে বর্ণিত হলেও তা গ্রহণযোগ্য হয় না।

৩. দুর্বলতার তৃতীয় পর্যায় : বানোয়াট হাদীস

যদি প্রমাণিত হয় যে এরূপ দুর্বল হাদীস বর্ণনাকারী ইচ্ছাকৃতভাবে বানোয়াট কথা রাসূলুল্লাহ -এর নামে সমাজে প্রচার করতেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদীসের সূত্র (সনদ) বা মূল বাক্যের মধ্যে কমবেশি করতেন, তাহলে তার বর্ণিত হাদীসকে "মাওদূ" বা বানোয়াট হাদীস বলে গণ্য করা হয়। বানোয়াট হাদীস জঘন্যতম দুর্বল হাদীস। এ সকল বিষয়ে উদাহরণ ও বিবরণ সহ বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমি আমার "মাউদূ" বা বানোয়াট হাদীস বিষয়ক গ্রন্থে। মহান আল্লাহর দরবারে বইটির দ্রুত প্রকাশের তাওফীক প্রার্থনা করছি।

গ. হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ে মতভেদ

হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই বিষয়ক আলোচনা শেষ করার আগে এবিষয়ক মতভেদের বিষয়ে সামান্য আলোকপাত প্রয়োজন, কারণ মূল আলোচনায় আমরা এ বিষয়ে কিছু মতভেদ দেখতে পাব। উপরে আমরা হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ে মুহাদ্দিসগণের যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আলোচনা করেছি। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এ পদ্ধতি এত সুক্ষ্ম হওয়া সত্বেও এ বিষয়ে মতভেদের কারণ কি? এ প্রশ্নের এক কথায় উত্তর হলো : এ বিষয়ক মতভেদ অনেকটা বিচারের রায়ে জুরি বা বিচারকগণের মতভেদের ন্যায়। বিষয়টি কিছুটা আলোচনা করা দরকার।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, মূলত হাদীস বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসগুলোর তুলনামূলক নিরীক্ষা হাদীসের বিশুদ্ধতা বিচারের মূল মাপকাঠি। আর এ কারণেই বর্ণনাকারীর বর্ণনা বিচারে কিছু মতভেদ হয়। এদিক থেকে আমরা হাদীস বর্ণনাকারীগণকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি।

প্রথম পর্যায় : পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারীগণ

যে সকল হাদীস বর্ণনাকারীর ব্যক্তি-জীবনের সততা ও ধার্মিকতা প্রমাণিত হয়েছে এবং তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁদের বর্ণিত সকল বা প্রায় সকল হাদীস সন্দেহাতীতভাবেই বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ সকল বর্ণনাকারী সর্বসম্মতভাবে "নির্ভরযোগ্য" বর্ণনাকারী এবং তাঁদের বর্ণিত হাদীস "সহীহ" বা বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস বলে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম সাধারণভাবে এ পর্যায়ের বর্ণনাকারীদের হাদীস গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয় পর্যায় : পূর্ণ অনির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারীগণ

অপর দিকে যে সকল হাদীস বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসগুলোর তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে মুহাদ্দিসগণ দেখতে পেয়েছেন যে, তাদের বর্ণিত অধিকাংশ হাদীস ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুলে ভরা তাদেরকে মুহাদ্দিসগণ সর্বসম্মতভাবে "দুর্বল" বা পরিত্যক্ত হাদীস বর্ণনাকারী বলে গণ্য করেছেন।

তৃতীয় পর্যায় : মতভেদীয় হাদীস বর্ণনাকারীগণ

যে সকল হাদীস বর্ণনাকারী অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে মুহাদ্দিসগণ দেখেছেন যে, তাদের বর্ণিত হাদীসের মধ্যে বেশকিছু উল্টাপাল্টা ও ভুল বর্ণনা রয়েছে আবার অনেক বিশুদ্ধ বর্ণনাও রয়েছে তাদের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ কখনো কখনো মতভেদ করেছেন। তাদের বর্ণিত হাদীসের মধ্যে শুদ্ধ ও ভুল বর্ণনার হার ও কারণ নির্ধারণের ভিত্তিতে তাঁরা তাদের গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়ে মতভেদ করেছেন। এছাড়া অনেক সময় কোনো কোনো মুহাদ্দিস আংশিক তথ্যের উপর নির্ভর করে রায় দিয়েছেন, যা অন্য কোনো মুহাদ্দিস সামগ্রিক তথ্যের উপর নির্ভর করে বাতিল করেছেন। যেমন একজন বর্ণনাকারীর কিছু হাদীস বিশুদ্ধ বা ভুল দেখে একজন মুহাদ্দিস তাকে গ্রহণযোগ্য বা অগ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেন। অন্য মুহাদ্দিস তাঁর বর্ণিত সকল হাদীস তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে অন্য বিধান প্রদান করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, এ সকল মতভেদ হাদীসের মান নির্ধারণে তেমন সমস্যা সৃষ্টি করেনি। প্রথম যুগের মুহাদ্দিসগণের মতামত পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ পর্যালোচনা করেছেন এবং মতামত প্রদানকারীগণের বিভিন্ন মতামতের ভারসাম্য, বিচক্ষণতা, গভীরতা ইত্যাদির ভিত্তিতে মতবিরোধের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিমালা নির্ণয় করেছেন।

ঘ. হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ

আমাদের এ গ্রন্থের আলোচনার মধ্যে হাদীস বর্ণনাকারীগণের নির্ভরযোগ্যতা বা অনির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে হাদীস শাস্ত্রের বিভিন্ন ইমাম ও আলেমের মতামত আলোচনা করতে হবে। এজন্য এ বিষয়ে কিছু ধারণা দেয়া প্রয়োজন।

রাসূলুল্লাহ সাহাবীগণকে তথা তাঁর উম্মতকে তাঁর হাদীস হুবহু মুখস্থ রাখতে ও অন্যদের কাছে প্রচার করতে ও শিক্ষা দিতে নির্দেশ ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ -এর জীবদ্দশাতেই সাহাবীগণ তাঁর মুখের বাণী লিখে সংকলিত করতে চাইতেন। তবে তিনি সাধারণত কুরআন কারীম লিখতে ও মুখস্থ করতে এবং তাঁর বাণী শুধু মুখস্থ করতে উৎসাহ প্রদান করতেন। তাঁর ইন্তেকালের পরে প্রায় ২০/২৫ বছর যাবৎ সাহাবীগণই মূলত হাদীস বলতেন। সাধারণত সাহাবীগণ পরস্পরে বা সাহাবীগণ তাঁদের ছাত্র "তাবেয়ীগণকে" হাদীস শুনাতেন।

তাবেয়ীগণ তা লিখে রাখতেন, মুখস্থ করতেন ও শিক্ষা দান করতেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ -এর ইন্তেকালের পর থেকে পরবর্তী প্রায় ৪০০ বছর মুসলিম উম্মাহর জ্ঞানচর্চার অন্যতম বিষয় ছিল "হাদীস" হাজার হাজার মুসলিম শিক্ষার্থি মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র হাদীস শিক্ষা গ্রহণ, শিক্ষা প্রদান ও সংকলন করেছেন। উপরের আলোচনায় আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত করেছি।

হাদীস শিক্ষার্থিগণ ছিলেন দুই প্রকারের। অধিকাংশ শিক্ষার্থি নিজ এলাকার বা অন্য কিছু এলাকার হাদীস বর্ণনাকারীগণ থেকে হাদীস শিক্ষা করতেন, লিখে নিতেন, মুখস্থ করতেন এবং সেগুলো অন্যদের শিক্ষা দিতেন। এরা সাধারণভাবে "রাবী" বা "হাদীস বর্ণনাকারী" বলে পরিচিত। আর দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থিগণ ছিলেন বিচারক পণ্ডিত। তাঁরা তাঁদের যুগে মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি গ্রাম ও শহর পরিভ্রমন করে সকল "রাবী" বা হাদীস বর্ণনাকারীর বর্ণিত সকল হাদীস শুনতেন, লিখতেন, একত্রিত করতেন এবং উপরের পদ্ধতিতে তুলনামূলন নিরীক্ষা (ঈৎড়ংং ঊীধসরহব) করে বর্ণনাকারীগণের নির্ভরযোগ্যতা ও বর্ণিত হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাই করতেন। এ সকল তথ্যাদি তাঁরা তৎকালীন শিক্ষার্থিগণকে শেখাতেন ও গ্রন্থাকারে সংকলিত করতেন। এ সকল বিচারক পণ্ডিত বা হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণের মতামতের উপরেই নির্ভর করতে হয় হাদীসের নির্ভরতা যাচাইয়ের জন্য।

প্রথম হিজরী শতকের প্রথমার্ধে, সাহাবীগণের জীবদ্দশায়, যখন অনেক তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করলেন, তখন থেকেই অনেক সাহাবী হাদীস বর্ণনাকারীগণের নির্ভরযোগ্যতা বিষয়ক কিছু মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। তবে দ্বিতীয় হিজরী শতকে যখন হাদীস শিক্ষার্থি ও বর্ণনাকারীর সংখ্যা ব্যপকভাবে বৃদ্ধি পায় তখন এ বিষয়ে বর্ণনাকারীগণের ভুলভ্রান্তি বা ইচ্ছাকৃত মিথ্যার পরিমাণও বাড়তে থাকে। সাথে সাথে বিচারক ইমামগণের প্রচেষ্টাও বৃদ্ধি পায়। এখানে আমি এ জাতীয় বিচারক ইমামগণের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি। তাঁদের নামের সাথে পরিচয় আমাদেরকে পরবর্তী আলোচনা বুঝতে সাহায্য করবে।

১. শা' বী: আবু আমর আমির ইবনু শারাহীল, কূফী (মৃ: ১০৩ হি)

২. ইবনু সীরীন: আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন, বসরী (১১০ হি)

৩. আবু হানীফা: নু' মান ইবনু সাবিত, কূফী (১৫০ হি)

৪. আউযা 'য়ী: আবু আমর আব্দুর রাহমান ইবনু আমর, শামী (১৫৭ হি)

৫. শু' বা: আবু বিসতাম শু' বা ইবনুল হাজ্জাজ, ওয়াসিতী, বাসরী (১৬০হি)

৬. লাইস ইবনু সা' দ, মিসরী (১৭৫ হি)

৭. সাওরী: সুফিয়ান ইবনু সাঈদ আস-সাওরী, কূফী (১৬১ হি)

৮. মালিক ইবনু আনাস, আবু আব্দুল্লাহ, মাদানী (১৭৯ হি)

৯. ইবনুল মুবারাক: আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, মারওয়াযী (১৮১ হি)

১০. কাত্তান: ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান, আবু সাঈদ, বাসরী (১৯৮ হি)

১১. ইবনু মাহদী: আবু সাঈদ আব্দুর রাহমান ইবনু মাহদী, বাসরী (১৯৮ হি)

১২. শাফি 'য়ী: আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস (২০৪ হি)

১৩. আবু মুসহির: আব্দুল আ' লা ইবনু মুসহির, গাসসানী, শামী (২১৮ হি)

১৪. মুহাম্মাদ ইবনু সা' দ, আবু আব্দুল্লাহ, বাসরী বাগদাদী (২৩০ হি)

১৫. ইবনু মাঈন: ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, আবু যাকারিয়া, বাগদাদী (২৩৩ হি)

১৬. ইবনুল মাদীনী: আলী ইবনু আব্দুল্লাহ মাদীনী, বাসরী (২৩৪ হি)

১৭. আহমদ ইবনু হাম্বাল, আবু আব্দুল্লাহ, বাগদাদী (২৪১ হি)

১৮. দুহাইম: আবু সাঈদ আব্দুর রাহমান ইবনু ইবরাহীম দিমাশকী (২৪৫ হি)

১৯. আহমাদ ইবনু সালিহ তাবারী, আবু জা' ফার, মিসরী (২৪৮ হি)

২০. ফাল্লাস: আমর ইবনু আলী ইবনু বাহর, আবু হাফস, বাসরী (২৪৯ হি)

২১. বুখারী: মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী, আবু আব্দুল্লাহ (২৫৬ হি)

২২. জূযজানী: আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনু ইয়াকূব, শামী (২৫৯ হি)

২৩. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ কুশাইরী নাইসাপূরী (২৬১ হি)

২৪. ইজলী: আহমাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ আল-ইজলী, কূফী (২৬১হি)

২৫. ইয়াকূব ইবনু শাইবা ইবনুস সালত, বাসরী বাগদাদী (২৬২ হি)

২৬. আবু যুর'আ রাযী: উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুল কারীম (২৬৪ হি)

২৭. আবু দাউদ: সুলাইমান ইবনুল আশ'আস সিজিসতানী (২৭৫ হি)

২৮. আবু হাতিম রাযী: মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস (২৭৭ হি)

২৯. ইয়াকূব ইবনু সুফিয়ান ইবনু জোয়ান, আবু ইউসূফ ফাসাবী (২৭৭ হি)

৩০. তিরমিযী: আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা (২৭৯ হি)

৩১. নাসাঈ: আবু আব্দুর রাহমান আহমাদ ইবনু শু'আইব (৩০৩ হি)

৩২. সাজী: যাকারিয়া ইবনু ইয়াহইয়া, বাসরী (৩০৭ হি)

৩৩. ইবনু খুযাইমা: আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু খুযাইমা (৩১১হি)

৩৪. তাবারী: আবু জা' ফার মুহাম্মাদ ইবনু জারীর (৩১১ হি)

৩৫. ইবনু আবী হাতিম: আব্দুর রাহমান ইবনু আবী হাতিম রাযী (৩২৭ হি)

৩৬. ইবনু ইউনূস: আব্দুর রাহমান ইবনু আহমদ ইবনু ইউনুস মিসরী (৩৪৭ হি)

৩৭. ইবনু হিব্বান: আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান আল-বুসতী (৩৫৪ হি)

৩৮. ইবনু আদী: আবু আহমাদ আব্দুল্লাহ ইবনু আদী জুরজানী (৩৬৫ হি)

৩৯. হাকিম কাবীর: আবু আহমাদ মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ নাইসাপূরী (৩৭৮ হি)

৪০. দারাকুতনী: আবুল হাসান আলী ইবনু উমর, বাগদাদী (৩৮৫ হি)

৪১. হাকিম নাইসাপূরী: আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪০৫ হি)

৪২. আব্দুল গনী ইবনু সাঈদ, আবু মুহাম্মাদ, মিসরী (৪০৯ হি)

৪৩. ইবনু হাযম: আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনু আহমদ (৪৫৬ হি)

৪৪. বাইহাকী, আবু বাকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮ হি)

৪৫. ইবনু আব্দিল বার: আবু উমর ইউসূফ ইবনু আব্দুল্লাহ কুরতুবী (৪৬৩ হি)

৪৬. জূযকানী: আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন ইবনু ইবরাহীম (৫৪৩ হি)

৪৭. ইবনুল জাউযী: আবুল ফারাজ আব্দুল্লাহ ইবনু আলী (৫৯৭ হি)

৪৮. ইবনুল কাত্তান: আবুল হাসান আলী ইবনু মুহাম্মাদ মাগরিবী (৬২৮ হি)

৪৯. যাহাবী: আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ (৭৪৮ হি)

৫০. ইবনু হাজার আসকালানী: আবুল ফাদল আহমাদ ইবনু আলী (৮৫২হি)

হাদীস শাস্ত্রের এ সকল ইমাম ও অন্যান্য ইমাম সকল প্রচলিত হাদীস সনদ সহ সংকলিত করে, বর্ণনাকারী সকল "রাবী" -র জীবনী সংগ্রহ করে এবং তাঁদের বর্ণিত সকল হাদীসের তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বা দুর্বলতার বিষয়ে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। আমরা পরবর্তী আলোচনায় তাঁদের বিভিন্ন মতামত দেখতে পাব, ইনশা আল্লাহ।

আশা করি উপরের আলোচনা থেকে আমরা হাদীসের পরিচয়, প্রকারভেদ, গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি, গ্রহণযোগ্যতার পর্যায় ও এ বিষয়ক মতভেদ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা গ্রহণ করতে পেরেছি। এ ধারণা আমাদেরকে পরবর্তী আলোচনা বুঝতে সাহায্য করবে বলে আশা করা যায়। এখন আমরা সালাতুল ঈদের তাকবীর বিষয়ক হাদীস সমূহ উল্লেখ করব এবং উপরের মূলনীতি সমূহের আলোকে সেগুলোর সনদ ও নির্ভরযোগ্যতা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। মহান আল্লাহর কাছে সকাতরে তাওফীক ও কবুলিয়্যত প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয় পর্ব:

সালাতুল ঈদের তাকবীর বিষয়ক হাদীস

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে রমযান মাসের সিয়াম পালনের নির্দেশ দানের পরে ইরশাদ করেছেন:

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"আর যেন তোমরা (রামাদানের সিয়ামের) সংখ্যা পূর্ণ কর এবং আল্লাহর তাকবীর (শ্রেষ্ঠত্ব) ঘোষণা কর, এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে সাঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন এবং আশা করা যায় যে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।"

আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ঈদের দিনগুলোতে ও ঈদের সালাতে বিশেষভাবে তাকবীর বলতেন। মুসলিম উম্মাহ একমত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ঈদের সালাতের মধ্যে কিছু অতিরিক্ত তাকবীর বলতেন, যা তিনি অন্য কোনো সালাতে বলতেন না। তবে তিনি ঈদের সালাতে কতগুলো অতিরিক্ত তাকবীর প্রদান করতেন এবং কখন সে অতিরিক্ত তাকবীরগুলো বলতেন তা নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। এ মতভেদের কারণ হলো, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো বিভিন্ন প্রকারের এবং বাহ্যত পরস্পর বিরোধী। অনুরূপভাবে সাহাবীগণের কর্মও ছিল বিভিন্ন রকম। তাঁদের থেকে এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকারের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে তাবেয়ীগণের যুগ থেকেই মুসলিম উম্মাহর ইমাম ও ফকীহগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু আলী শাওকানী (১২৫০হি:) এ বিষয়ে ১০ টি মতামত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে তিনটি মত সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত :

প্রথম মত : ঈদের অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা ১২ টি। প্রথম রাক 'আতে সূরা ফাতিহা পাঠের পূর্বে ৭ টি অতিরিক্ত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক 'আতে সূরা ফাতিহা পাঠের পূর্বে ৫টি অতিরিক্ত তাকবীর বলতে হবে। এ মতটি ইমাম শাফিয়ী ও অন্য কতিপয় ফকীহ গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয় মত : ঈদের অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা ১১ টি। প্রথম রাক 'আতে সূরা ফাতিহা পাঠের পূর্বে ৬ টি অতিরিক্ত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক 'আতে সূরা ফাতিহা পাঠের পূর্বে ৫টি অতিরিক্ত তাকবীর বলতে হবে। এ মতটি ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল, ইমাম মালিক ও অন্য কতিপয় ফকীহ গ্রহণ করেছেন।

তৃতীয় মত : ঈদের অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা ৬ টি। প্রথম রাক 'আতে সূরা ফাতিহা পাঠের পূর্বে ৩ টি অতিরিক্ত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক 'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠের পরে রুকুতে গমনের পূর্বে ৩ টি অতিরিক্ত তাকবীর বলতে হবে। এ মতটি ইমাম আবু হানীফা ও অন্য কতিপয় ফকীহ গ্রহণ করেছেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় মতের অনুসারীগণ একই হাদীস দ্বারা নিজেদের মতের প্রমাণ প্রদান করেন। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কোনো কোনো সাহাবী ঈদের নামাযে ১২ তাকবীর প্রদান করেছেন। এ সকল হাদীস দ্বারা তাঁরা নিজেদের মত প্রমাণ করেন। তবে প্রথম মতের অনুসারীগণ উক্ত ১২ টি তাকবীরই অতিরিক্ত বলে মনে করেন। দ্বিতীয় মতের অনুসারীগণ বলেন যে, তাকবীরে তাহরীমা বা সালাতের প্রথম তাকবীর সহ ১২ তাকবীর বুঝানো হয়েছে। তাহলে অতিরিক্ত তাকবীর হবে ১১ টি।

৩য় মতের অনুসারীগণ তাঁদের মতের পক্ষে প্রমাণ হিসাবে কিছু হাদীস উল্লেখ করেন, যেগুলোতে ৪ তাকবীর, ৮ তাকবীর বা ৯ তাকবীরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা বলেন যে, ৪ তাঁকবীর বলতে প্রতি রাক ‘আতে তাকবীরে তাহরীমাসহ ৪ তাকবীর, ৮ তাকবীর বলতে প্রথম রাক ‘আতে তাকবীরে তাহরীমা ও অতিরিক্ত তিন তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক ‘আতে রুকুর তাকবীর ও অতিরিক্ত তিন তাকবীর বুঝানো হয়েছে। আর ৯ তাকবীর বলতে প্রথম রাক ‘আতের রুকুর তাকবীর সহ উক্ত আট তাকবীরকে বুঝানো হয়েছে।

বর্তমান যুগে আমাদের সমাজে ঈদের তাকবীর বিষয়ে বিভিন্ন বিতর্ক সংঘঠিত হচ্ছে। এমনিক অনেক ক্ষেত্রে এ বিষয়টি মুসলিম সমাজে বিভক্তি, দলাদলি ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। এজন্য আমি হাদীসের আলোকে বিষয়টি আলোচনা করার চেষ্টা করছি। এখানে কোনো বিশেষ মতের সমর্থন বা বিরোধিতা করা আমরা উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য হলো এ বিষয়ক হাদীসগুলোর সনদ ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে সহীহ, হাসান ও যয়ীফ বা নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য হাদীস নির্ধারণ করা।

প্রথম: ১৩ তাকবীরের হাদীসসমূহ

ক. মারফূ’ হাদীস

আমরা পূর্বের আলোচনায় দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ -এর কথা, কর্ম বা শিক্ষা হিসাবে বর্ণিত হাদীসকে “মারফূ” হাদীস বলা হয়। আর কোনো সাহাবীর কথা, কর্ম বা শিক্ষা হিসাবে বর্ণিত হাদীসকে মাউকূফ হাদীস বলা হয়। সালাতুল ঈদের তাকবীরের বিষয়ে উভয় প্রকারের হাদীসই আমরা আলোচনা করব।

১৩ তাকবীরের বিষয়ে একটি হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম হিসাবে বা “মারফূ” হাদীস হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে কোনো কোনো সাহাবীর কর্মের কথাও বলা হয়েছে। হাদীসটি তৃতীয় হিজরী শতকের অন্যমত মুহাদ্দিস আবু বকর আহমদ ইবনু আমর আল-বাযযার (২৯২ হি) তাঁর “মুসনাদ” গ্রন্থে সংকলিত করেছেন। তিনি বলেন :

حَدَّثَنَا زُرَيْقُ بْنُ السَّخْتِ، قَالَ: ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ الْبَجَلِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ تُخْرَجُ لَهُ الْعَنَزَةُ فِي الْعِيدَيْنِ حَتَّى يُصَلِّيَ إِلَيْهَا وَكَانَ يُكَبِّرُ ثَلاثَ عَشْرَةَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ[ﷺ أَبِيهِ [عبد الرحمن بن عوف تَكْبِيرَةً، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا وَرِضْوَانُهُ يَفْعَلانِ ذَلِكَ.

আমাদেরকে যুরাইক ইবনুস সাখত বলেন, আমাদেরকে শাবাবাহ ইবনু সিওয়ার বলেন, আমাদেরকে হাসান বাজালী বলেন, সা’ দ ইবনু ইবরাহীম বলেন, হুমাইদ ইবনু আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ বলেন, তাঁর পিতা আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ (রা) বলেন: “দুই ঈদের সালাতের জন্য রাসূলুল্লাহ -এর জন্য মাঝারী আকারের বল্লমাকৃতি লাঠি নিয়ে রাখা হতো। তিনি লাঠিটিকে সামনে (সুতরা বা আড়াল হিসাবে) রেখে সালাত আদায় করতেন। তিনি ১৩ টি তাকবীর প্রদান করতেন। আবু বকর (রা) ও উমরও (রা) অনুরূপ করতেন।”

বাযযার হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন:

وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَالْحَسَنُ الْبَجَلِيُّ هَذَا فَلَيِّنُ الْحَدِيثِ وَقَدْ سَكَتَ النَّاسُ عَنْ حَدِيثِهِ ، وَأَحْسَبُهُ الْحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ.

আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ থেকে এ হাদীসটি আমাদের জানা মতে শুধুমাত্র এ একটি সূত্র ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে বর্ণিত হয় নি। (এ সূত্রে হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী) হাসান বাজালীর হাদীস

মুহাদ্দিসগণ গ্রহণ করেন নি, প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ হাসান বাজালী আমার মতে হাসান ইবনু উমারাহ।

এভাবে তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে মুহাদ্দিসগণ দেখলেন যে, আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ, তাঁর পুত্র হুমাইদ এবং তাঁর ছাত্র সা' দ ইবনু ইবরাহীম প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর এ সকল মুহাদ্দিস ও হাদীস বর্ণনাকারীগণের অগণিত ছাত্রদের কেউই এ হাদীসটি তাঁদের থেকে বর্ণনা করেন নি। শুধুমাত্র "হাসান বাজালী" নামক বর্ণনাকারী দাবি করেছেন যে, তিনি এ হাদীসটি সা' দ ইবনু ইবরাহীমের কাছে থেকে শুনেছেন। হাসান ইবনু উমারাহ (মৃ: ১৫৩ হি) একজন ফকীহ ও কুফার কাযী ছিলেন। তবে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। মুহাদ্দিসগণ তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, তাঁর বর্ণিত প্রায় সকল হাদীসই ভুল ও উল্টোপাল্টা। তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে বিক্ষিপ্ততা ও ভুলের পরিমাণ ও মাত্রা এত বেশি যে, অধিকাংশ মুহাদ্দিস মনে করেন, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই মিথ্যা ও উল্টোপাল্টা হাদীস বর্ণনা করতেন। সর্ববস্থায় সকল মুহাদ্দিস একমত যে, যে হাদীস হাসান ইবনু উমারাহ ছাড়া অন্য কোনো মুহাদ্দিস বর্ণনা করেন নি সে হাদীস অত্যন্ত দুর্বল বা বানোয়াট বলে গণ্য হবে। এজন্য মুহাদ্দিসগণ ১৩ তাকবীরের এ হাদীসটিকে অত্যন্ত দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন।

খ. মাউকূফ হাদীস

আমরা বলেছি যে, কোনো সাহাবীর কর্ম হিসাবে বর্ণিত হাদীসকে "মাউকূফ হাদীস" বলা হয়। সাহাবীগণের কর্ম মুসলিম উম্মাহর অন্যতম পাথেয় ও ইসলামের বিধিবিধান বুঝার জন্য অন্যতম মাধ্যম ও প্রমাণ। বিশেষত যে সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম বিষয়ক সুস্পষ্ট বা নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না য বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ইমাম ও ফকীহগণ সর্বদা সাহাবীগণের কর্মের ও মতামতের উপর নির্ভর করেন। কারণ সাহাবীগণ সর্বদা রাসূলুল্লাহ –এর সাথে থেকেছেন, তাঁর কর্ম, কথা, আচরণ ও মতামতকে প্রত্যক্ষ করেছেন ও সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছেন। এজন্য কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা ও অস্পষ্টতা দূরীকরণে তাঁদের মতামতই একমাত্র অবলম্বন। এজন্য মুহাদ্দিসগণ সাহাবীগণের কর্ম ও কথাকে হাদীস হিসাবে গণ্য করেছেন এবং হাদীসের গ্রন্থসমূহে সেগুলো সংকলন করেছেন।

সালাতুল ঈদে ১৩ বার তাকবীর বলার বিষয়ে একটি মাউকূফ হাদীস এখানে উল্লেখ করছি। আরো কিছু বর্ণনা আমরা ১২ তাকবীর বিষয়ক মাউকূফ হাদীসগুলো আলোচনার সময় দেখতে পাব, ইনশা আল্লাহ। তৃতীয় হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস আবু বকর ইবনু আবী শাইবা (২৩৫ হি.) তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে বলেন:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حَجَّاجٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثَلاَثَ عَشْرَةَ؛ سَبْعًا فِي الأُولَى، وَسِتًّا فِي الآخِرَةِ.

আমাদেরকে হুশাইম ও আব্দুল মালেক বলেছেন, আতা থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস (রা) থেকে যে, তিনি (ইবনু আব্বাস) ১৩ টি তাকবীর প্রদান করতেন। ইবনু আবী শাইবা আরো বলেন: আমাদেরকে ওকী' বলেছেন, ইবনু জুরাইজ থেকে, তিনি আ' তা থেকে, যে ইবনু আব্বাস ঈদের সালাতে ১৩ তাকবীর প্রদান করতেন: প্রথম রাক 'আতে ৭ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক 'আতে ৬ তাকবীর।"

এ হাদীসটির (মূলত দু' টি হাদীস) সনদ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। অর্থাৎ এ হাদীসটি "মুত্তাফাক আলাইহি" হাদীসের মত সহীহ। কারণ এ হাদীসের বর্ণনাকারী সকল "রাবী" -র হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বা ইমাম মুসলিম গ্রহণ করেছেন।

আতা ইবনু আবী রাবাহ, আব্দুল মালিক ইবনু আব্দুল আযীয় ইবনু জুরাইজ, হুশাইম ইবনু বাশীর এ তিনজনই অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তাঁদের বর্ণিত হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়েই গ্রহণ করেছেন। আর আব্দুল মালিক ইবনু আবী সুলাইমান ও হাজ্জাজ ইবনু আরতাআ উভয়েই গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী। তাঁদের বর্ণনা ইমাম মুসলিম গ্রহণ করেছেন।

আমরা দেখছি, উপরের দু' টি হাদীস, প্রথমটি মারফূ' বা রাসূলুল্লাহ -এর কর্ম হিসাবে বর্ণিত এবং দ্বিতীয়টি মাওকূফ বা সাহাবীর কর্ম হিসাবে বর্ণিত। প্রথমটি দুর্বল ও দ্বিতীয়টি সহীহ। উভয় হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ হলো যে, ১৩ টি তাকবীরই অতিরিক্ত ছিল। তবে আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাব যে, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগে তাঁরা সালাতুল ঈদের তাকবীর বলতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাঁড়ানো অবস্থায় পঠিত বা উচ্চারিত সকল তাকবীর বুঝাতেন। এজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঈদের তাকবীর বলতে তাকবীরে তাহরীমা ও দুই রাক 'আতের রুকুর জন্য দুই তাকবীর সহ সংখ্যা গণনা করা হতো। অনেকে একত্রে পঠিত তাকবীরগুলো গণনা করে সংখ্যা বলতেন। এজন্য এ দু' টি হাদীসের ১৩ তাকবীর বলতে তাকবীরে তাহরীমা ও ১ম ও ২য় রাক 'আতের রুকুর তাকবীরসহ ১৩ তাকবীর হতে পারে। আবার তাকবীরে তাহরীমা সহ ১৩ তাকবীর হতে পারে। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত তাকবীর হবে ১২, ১১ বা ১০ টি। আমরা পরবর্তী আলোচনায় এ বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণ দেখতে পাব, ইনশা আল্লাহ।

দ্বিতীয়: ১২ তাকবীরের হাদীসসমূহ

সালাতুল ঈদের ১২ তাকবীর বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আমরা প্রথমে এ বিষয়ক মারফূ' বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম হিসাবে বর্ণিত হাদীসগুলো এবং এরপর মাউকূফ বা সাহাবীগণের কর্ম হিসাবে বর্ণিত হাদীসগুলো আলোচনা করতে চাই। মহান আল্লাহর তাওফীক প্রার্থনা করছি।

ক. মারফূ' হাদীস

রাসূলুল্লাহ ঈদের সালাতে ১২ তাকবীর প্রদান করেছেন এ মর্মে ৬টি সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ১. ইবনু আব্বাস, ২. আম্মার ইবনু সা' দ, ৩. আমর ইবনু আউফ, ৪. আব্দুল্লাহ ইবনু উমর ইবনুল খাত্তাব, ৫. আমর ইবনু শু 'আইব তাঁর পিতা থেকে তাঁর দাদা থেকে এবং ৬. ইবনু লাহী 'আহ নামক মিশরীয় মুহাদ্দিস বর্ণিত এ বিষয় হাদীস। আমরা পৃথকভাবে সকল হাদীসের সনদ আলোচনা করতে চাই। মহান আল্লাহর তাওফীকই আমাদের একমাত্র ভরসা।

১. ইবনু আব্বাসের (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবুল কাসিম সুলাইমান ইবনু আহমদ তাবারানী (৩৬০ হি) তাঁর আল-মু' জামুল কাবীর গ্রন্থে বলেন :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَرْمَطِيُّ ثَنَا عَمِّيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْعَدَوِيُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حُمَيْدٍ الدِّيْنَوَرِيُّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ كَانَ يُكَبِّرُ فِيْ الْعِيْدَيْنِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ فِيْ الأُوْلَى سَبْعاً وَفِيْ الثَّانِيَةِ خَمْساً وَكَانَ يَذْهَبُ فِيْ طَرِيْقٍ وَيَرْجِعُ مِنْ أُخْرَى.

আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ কারমাতী বলেন আমার চাচা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান আদাবী বলেন, আমাদেরকে উমর ইবনু হুমাইদ দিনাওয়ারী বলেন, আমাদেরকে সুলাইমান ইবনু আরকাম বলেছেন, তিনি ইবনু শিহাব যুহরী থেকে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ দুই ঈদে ১২ বার তাকবীর প্রদান করতেন। প্রথম রাক ‘আতে ৭ বার এবং দ্বিতীয় রাক ‘আতে ৫ বার। আর তিনি এক পথে গমন করতেন এবং অন্য পথে ফিরে আসতেন।

অষ্টম-নবম হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস আল্লামা নূরুদ্দীন আলী ইবনু আবী বাকর হাইসামী (৮০৭হি) হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন: “হাদীসের সনদে সুলাইমান ইবনু আরকাম নামক বর্ণনাকারী রয়েছেন, যিনি দুর্বল।”

সুলাইমান নামক এ ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনাকারী ছিলেন। মুহাদ্দিসগণ তার বর্ণিত সকল হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তাকে মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীগণের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন: মুহাদ্দিসগণ তাকে পরিত্যাগ করেছেন। ইমাম বুখারী শুধুমাত্র সে ব্যক্তিকেই “পরিত্যক্ত” বলে উল্লেখ করেন যাকে মুহাদ্দিসগণ মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী বলে প্রমাণ করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল বলেন: তার থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করবে না। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন বলেন: এ ব্যক্তি একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। ইমাম আবু দাউদ ও দারাকুতনী বলেন: পরিত্যক্ত। এভাবে অন্যান্য সকল মুহাদ্দিস একবাক্যে এ ব্যক্তিকে অত্যন্ত অনির্ভরযোগ্য ও পরিত্যক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। যে হাদীস শুধুমাত্র এরূপ কোনো পরিত্যক্ত বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন, সে হাদীস একেবারেই অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল বলে গণ্য করা হয়। এজন্য এ হাদীসটি আমাদের কোনোই কাজে লাগছে না।

২. সা’ দ ইবনু আইয আল-কুরযের (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ (২৭৫ হি.) বলেন:

حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. ورواه الدارمي فقال: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ اللَّهِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا وَفِي الأُخْرَى خَمْسًا

আমাদেরকে হিশাম ইবনু আম্মার বলেছেন, আমাদেরকে আব্দুর রাহমান ইবনু সা’ দ ইবনু আম্মার বলেছেন, আমার পিতা (সা’ দ) তাঁর পিতা (আম্মার) থেকে তাঁর দাদা রাসূলুল্লাহ -এর মুআযেিস সা’ দ (ইবনু আইয আল-কুরয) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ঈদে প্রথম রাক ‘আতে কিরাআতের (কুরআন পাঠের) পূর্বে ৭ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক ‘আতে কিরাআতের পূর্বে ৫ তাকবীর বলতেন।

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান দারিমী (২৫৫ হি.) এ হাদীসটি তার সুনান গ্রন্থে সংকলিত করেছেন। তিনি বলেন: আমাদেরকে আহমদ ইবনুল হাজ্জাজ বলেছেন, তিনি আব্দুর রাহমান ইবনু সা’ দ ইবনু আম্মার থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আম্মার থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ঈদে প্রথম রাক ‘আতে ৭ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক ‘আতে ৫ তাকবীর বলতেন। হাদীসটি ইমাম দারাকুতনী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এ সনদে সংকলিত করেছন।

৬ষ্ঠ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবু বকর আহমদ ইবনু হুসাইন আল-বাইহাকী (৪৫৮হি.) হাদীসটি সংকলন করেছেন। তিনি বলেন:

عَنْ إِبْرَاهِيمِ بْنِ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنُ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ وَعُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبَائِهِمْ عَنْ أَجْدَادِهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَبَّرَ فِى الْعِيدَيْنِ فِى الأُولَى سَبْعًا، وَفِى الآخِرَةِ خَمْسًا، وَكَانَ يُكَبِّرُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

ইবরাহীম ইবনুল মুনযির বলেন, আমাদেরকে আব্দুর রাহমান ইবনু সা' দ আল-মুআযযিন বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আম্মার ইবনু সা' দ এবং উমর ইবনু হাফস ইবনু উমর ইবনু সা' দ তাঁদের পিতাগণ থেকে তাঁদের পিতামহগণ থেকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ঈদে প্রথম রাক 'আতে ৭ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক 'আতে ৫ তাকবীর বলতেন। তিনি কিরাআতের পূর্বে তাকবীর বলতেন।

এ হাদীসটি দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় একে "মুদতারিব" অর্থাৎ "অসংলগ্ন" বা "বিক্ষিপ্ত" হাদীস বলা হয়। হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী আব্দুর রাহমান ইবনু সা' দ। তিনি একেকজনের কাছে একেকভাবে হাদীসটি বলেছেন। একবার তিনি বলছেন যে, তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছেন। আরেকবার তিনি বলছেন যে, তাঁর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আম্মার তাকে হাদীসটি বলেছেন। অন্য ব্যক্তির কাছে তিনি বলছেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ ও উমর থেকে তাঁদের পিতা-দাদাগণের মাধ্যমে হাদীসটি জেনেছেন। এথেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি হাদীসটি সঠিকভাবে মুখস্থ রাখতে পারেন নি।

অপরদিকে মুহাদ্দিসগণ নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, আব্দুর রাহমান ইবনু সা' দ দুর্বল বর্ণনাকারী। বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে মারাত্মক ভুল ও বিক্ষিপ্ততা রয়েছে।

প্রথম সূত্রে তিনি হাদীসটি তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা অজ্ঞাত পরিচয় বর্ণনাকারী। ইবনু কাত্তান বলেন: তাঁর ও তাঁর পিতার সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয় সূত্রে তিনি তাঁর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ থেকে তার পিতা থেকে ও উমর ইবনু হাফস থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এরা সকলেই মুহাদ্দিসগণের বিচারে দুর্বল। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেন: এরা সকলেই একেবারে অগ্রহণযোগ্য। তাদের পিতা পিতামহগণ তো অজ্ঞাত পরিচয়।

ইমাম ইবনু মাজাহর সুনানে সংকলিত হাদীস সমূহের আলোচনাকারী নবম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনু আবী বকর আল-বূসীরী (৮৪০ হি) বলেন: এ হাদীসের সনদ দুর্বল। আব্দুর রহমান ইবনু সা' দ দুর্বল। তাঁর পিতার অবস্থা জানা যায় না।

ইমাম বাইহাকী হাদীসটি অন্য একটি সনদে বর্ণনা করেছেন, যে সনদে আব্দুর রাহমান ইবনু সাদের উল্লেখ নেই। তিনি বলেন :

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ قَرَظٍ أَنَّ أَبَاهُ وَعُمُومَتَهُ أَخْبَرُوهُ عَنْ أَبِيهِمْ سَعْدِ بْنِ قَرَظٍ : أَنَّ السُّنَّةَ فِى صَلاَةِ الأَضْحَى وَالْفِطْرِ أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

আমাদেরকে আবুল হুসাইন ইবনুল ফাদল আল-কাত্তান বলেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনু জা' ফর বলেন, আমাদেরকে ইয়াকূব ইবনু সুফিয়ান বলেন, আমাকে হাইওয়াহ ইবনু শুরাইহ বলেন, আমাদেরকে বাকিয়্যাহ, যুবাইদী থেকে, তিনি যুহরী থেকে তিনি হাফস ইবনু উমর ইবনু সা' দ ইবনু কুরয থেকে, তিনি বলেছেন যে, তাঁর পিতা ও চাচারা তাকে বলেছেন, তাঁদের পিতা সা' দ ইবনু কুরয বলেছেন, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের সুন্নাত হলো ইমাম প্রথম রাক 'আতে কুরআন পাঠের পূর্বে ৭ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক 'আতে কুরআন পাঠের পূর্বে ৫ তাকবীর বলবেন।

এ সনদটিও একাধিক কারণে দুর্বল। প্রথম, এ সনদের বর্ণনাকারী বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালিদ। তিনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। তবে তিনি অত্যন্ত মারাত্মক ও আপত্তিজনকভাবে "তাদলিস" করতেন। অর্থাৎ তিনি যদি কোনো হাদীস কোনো দুর্বল বা মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারীর কাছে থেকে শুনতেন তাহলে সনদে তার নাম উল্লেখ না করে তার উস্তাদের নাম উল্লেখ করতেন। তিনি এক্ষেত্রে বলতেন না যে "আমাকে তিনি বলেছেন" বা "আমি তার থেকে শুনেছি" বরং তিনি বলতেন: অমুক থেকে। আবু মুসহির বলেন: বাকিয়্যাহর হাদীস অপবিত্র ও অগ্রহণযোগ্য। কাজেই তার হাদীস থেকে সাবধান! ইবনু হিব্বান বলেন: তার হাদীস নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ তিনি শু 'বা ইবনু হাজ্জাজ, মালিক ইবনু আনাস প্রমুখ প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস থেকে কিছু বিশুদ্ধ হাদীস শুনেন ও লিখেন। পরবর্তী সময়ে অনেক মিথ্যাবাদী ও অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তাঁকে এ সকল প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নামে আরো কিছু হাদীস বলেন। তিনি এ সকল মিথ্যাবাদী ব্যক্তিদের বর্ণনাকৃত হাদীস বর্ণনার সময় এদের নাম বলতেন না। বরং শু 'বা, মালিক প্রমুখ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের নামে "তাদলীস" করে চালিয়ে দিতেন। কাজেই তাঁর বর্ণিত কোনো হাদীসকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না।

ইবনু হাজার আসকালানী বাকিয়্যাহ সম্পর্কে বলেন: তিনি সত্যবাদী ছিলেন, তবে তিনি খুবই তাদলীস করতেন। অর্থাৎ তার উস্তাদ অনির্ভরযোগ্য বা দুর্বল বর্ণনাকারী হলে তার নাম না উল্লেখ করে তার উস্তাদের নাম বলে "তাদলীস" করতেন।

এ হাদীসটিও তাদলীসের অন্তভূুক্ত। এখানে তিনি বলেননি যে, আমাকে যুবাইদী বলেছেন। বরং তিনি বলেছেন: যুবাইদী থেকে। অর্থাৎ সুস্পষ্টত বুঝা যায় যে, যুবাইদী ও তাঁর মাঝে অন্য একব্যক্তি রয়েছেন, যিনি দুর্বল বলে তার নাম উল্লেখ করেন না। মুহাদ্দিসগণের বিচারে এরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়, হাদীসটির পরবর্তী বর্ণনাকারী হাফস ইবনু উমর ইবনু সা' দ আল-কুরয। তিনি তাঁর পিতা ও "চাচাগণ" থেকে হাদীসটি বলেছেন। "চাচাগণ" অজ্ঞাত। হাফস ও তাঁর পিতা অজ্ঞাত পরিচয়। এদেরকে কোনো মুহাদ্দিস "নির্ভরযোগ্য" বলে উল্লেখ করেন নি। শুধুমাত্র পরবর্তী যুগে ইবনু হিব্বান আল-বুসতি (৩৫৪ হি) অজ্ঞাত পরিচয়দের "নির্ভরযোগ্য" গণ্য করার নিয়মে এদেরকে উল্লেখ করেছেন।

৩. আমর ইবনু আউফ আল মুযানীর (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস

ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী (২৭৯হি) বলেন:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو عَمْرٍو الْحَذَّاءُ الْمَدِينِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

"আমাদেরকে মুসলিম ইবনু আমর আবু আমর আল-হাযযা মাদানী বলেছেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনু নাফি' আস-সাইগ বলেন, তিনি কাসীর ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে তাঁর পিতা থেকে তার দাদা (আমর ইবনু আউফ) থেকে বলেন, নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ঈদে প্রথম রাক 'আতে কুরআন পাঠের পূর্বে ৭ এবং দ্বিতীয় রাক 'আতে কুরআন পাঠের পূর্বে ৫ তাকবীর বলেছেন।" ইমাম ইবনু মাজাহও একই সনদে হাদীসটি সংকলন করেছেন।

হাদীসটি উল্লেখ করে ইমাম তিরমিযী বলেন :

سَأَلْتُ مُحَمَّداً يَعْنِيْ البُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ ... .حَدِيثُ جَدِّ كَثِيرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ النَّبِيِّ فَقَالَ لَيْسَ فِيْ هَذَا البَابِ شَيْءٌ أَصَحُّ مِنْ هَذَا، وَبِهِ أَقُوْلُ.

"কাসীরের দাদার হাদীসটি হাসান (গ্রহণযোগ্য) এ বিষয়ে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে এ হাদীসটি সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য। তিরমিযী আরো বলেন : আমি ইমাম বুখারীকে এ হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করি। তিনি বলেন: এ বিষয়ে (ঈদের সালাতের তাকবীরের সংখ্যা বর্ণনায়) এর চেয়ে সহীহ হাদীস আর নেই। আমারও এ মত।

এভাবে ইমাম তিরিমিযী এ হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর মতে এ বিষয়ে এটিই হলো সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হাদীস। ইমাম বুখারীর কথাতেও এ মত বুঝা যায়।

মুহাদ্দিসগণ ইমাম তিরমিযীর এ মতের প্রবল বিরোধিতা করেছেন। কারণ, মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসের বর্ণনাকারী কাসীর ইবনু আব্দুল্লাহকে অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনাকারী বলে গণ্য করেছেন। উপরন্তু অনেকেই তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী বলে চিহ্নিত করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল বলেন: য অত্যন্ত দুর্বল ও একেবারেই অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেন: য দুর্বল। ইমাম আবু দাউদ বলেন: লোকটি জঘন্য মিথ্যাবাদী ছিল। ইমাম শাফিয়ী বলেন: য সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদীদের একজন। ইমাম নাসাঈ ও দারাকুতনী বলেন: য পরিত্যক্ত, অর্থাৎ মিথ্যা হাদীস বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইবনু হিব্বান বলেন: য তার পিতা থেকে দাদা থেকে একটি মিথ্যা হাদীসের পুস্তিকা বর্ণনা করেছে। কোনো গ্রন্থে শুধুমাত্র সমালোচনার প্রয়োজন ছাড়া য সকল হাদীস উল্লেখ করাও জায়েয নয়। ইবনু আব্দিল র্বার বলেন: এ ব্যক্তি যে দুর্বল য বিষয়ে ইজমা বা যকমত্য হয়েছে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, যে হাদীস শুধুমাত্র এরূপ দুর্বল ও মিথ্যা হাদীস বলার অভিযোগে অভিযুক্ত এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, সে হাদীসটি মুহাদ্দিসগণের কাছে বানোয়াট ও বাতিল বলে গণ্য। একে গ্রহণযোগ্য বা হাসান বলা একেবারেই অবান্তর। ইমাম তিরমিযী হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে যে ঢিলেমি করেছেন এটি তার একটি উদাহরণ। আবুল খাত্তাব উমর ইবনু হাসান ইবনু দাহিয়া (৬৩৩ হি) বলেন:

"وَكَمْ حَسَّنَ التِّرْمَذِيُّ فِيْ كِتَابِهِ مِنْ أَحَادِيْثَ مَوْضُوْعَةٍ وَأَسَانِيْدَ وَاهِيَةٍ مِنْهَا هَذَا الْحَدِيْثُ"

"ইমাম তিরমিযী তাঁর গ্রন্থে কত যে মাউযূ বা বানোয়াট ও অন্যন্ত দুর্বল সনদকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন এর ইয়াত্তা নেই! এ হাদীসটিও সেগুলোর একটি।"

৪. আব্দুল্লাহ ইবনু উমরের (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস

৪র্থ হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস আলী ইবনু উমর দারাকুতনী (৩৮৫ হি) তাঁর সুনান গ্রন্থে এ হাদীসটি সংকলন করেছেন। তিনি বলেন:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: التَّكْبِيرُ فِى الْعِيدَيْنِ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ وَفِى الآخِرَةِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ.

আমাদেরকে উসমান ইবনু আহমদ দাক্কাক বলেছেন, আমাদেরকে আহমদ ইবনু আলী খাযযায বলেছেন, আমাদেরকে সা' দ ইবনু আব্দুল হামীদ বলেছেন, আমাদেরকে ফারাজ ইবনু ফুদালাহ বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ থেকে, তিনি নাফি' থেকে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমর থেকে, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: দুই ঈদের তাকবীর হলো প্রথম রাক 'আতে ৭ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক 'আতে ৫ তাকবীর।

এ হাদীসটি তৃতীয় হিজরী শতকের মুহাদ্দিস হারিস ইবনু আবী উসামা (২৮২ হি) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে নি¤œরূপে বর্ণনা করেছেন:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ الأَسْلَمِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ فِي الأُولَى وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ

আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনু আউন বলেছেন, আমাদেরকে ফারাজ ইবনু ফুদালাহ বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আমির আসলামী থেকে, তিনি নাফি' থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমর থেকে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ঈদের সালাতে প্রথম রাক 'আতে ৭ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক 'আতে ৫ তাকবীর বলতেন।

এ হাদীসটি অত্যন্ত যয়ীফ বা দুর্বল। এ হাদীসের বর্ণনাকারী ফারাজ ইবনু ফুদালাহ অত্যন্ত দুর্বল হাদীস বর্ণনাকারী। তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলো মুনকার ও খুবই দুর্বল পর্যায়ের। ইমাম আহমদ বলেন তার হাদীসগুলো মুনকার ও খুবই উল্টাপাল্টা, বিশেষত তিনি যখন ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ থেকে হাদীস বলেন তখন সবই ভুল বলেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম বলেন: য অত্যন্ত দুর্বল। এছাড়া সকল মুহাদ্দিস তাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৫ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও যতিহাসিক আহমদ ইবনু আলী আবু বকর খতীব বাগদাদী (৪৬৩ হি) তাঁর তারীখ বাগাদাদে এ হাদীসটি অন্য একটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যাতে ফারাজ ইবনু ফুদালাহর উল্লেখ নেই। তিনি বলেন:

أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ الْقَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَزِيْرُ أَبُوْ الْحَسَنِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَوَيْهِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ رَبَالٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَرْذَعِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدَكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيْمِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِيْ الْعِيْدَيْنِ سَبْعاً فِيْ الأُوْلَى وَخَمْساً فِيْ الآخِرَةِ سِوَى تَكْبِيْرَةِ الإِفْتِتَاحِ

আমাকে আবুল কাসিম আযহারী ও হাসান ইবনু আলী জাওহারী বলেছেন, আমাদেরকে উযির আবুল হাসান উবাইদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হামদাওয়াইহি বলেছেন, আমাদেরকে হাফস ইবনু উমর ইবনু রিয়াল বলেছেন, আমাকে সাঈদ ইবনু উমর বারযায়ী বলেছেন, আমাদেরকে ইয়াহইয়া ইবনু আবদাক বলেন, আমাদেরকে আব্দুল হাকীম ইবনু আব্দুল হাকীম মিসরী, তিনি মালিক থেকে, তিনি নাফি' থেকে তিনি ইবনু উমর থেকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ দুই ঈদে তাকবীর বলতেন প্রথম রাক 'আতে ৭ ও দ্বিতীয় রাক 'আতে পাঁচ, তাকবীরে তাহরীমা বাদে।

এ সনদের বর্ণনাকারীগণ গ্রহণযোগ্য, শুধুমাত্র আবুল হাসান উবাইদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হামদাওয়াইহি। তাঁর বিষয়ে কোনো মুহাদ্দিস কোনো প্রকার মন্তব্য করেন নি বা তাঁর হাদীস গ্রহণ করা যাবে বলে উল্লেখ করেন নি।

মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীসটি মূলত নাফি' বর্ণিত আবু হুরাইরার (রা) হাদীস, যা পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করব। কতিপয় দুর্বল, বেখেয়াল ও অসতর্ক হাদীস বর্ণনাকারী সনদটি ঠিকভাবে মুখস্ত রাখতে পারেন নি। তারা নাফি' র নাম শুনেই ইবনু উমরের নামে হাদীসটি বলেছেন। এর প্রমাণ হলো সকল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ নাফি' থেকে এবিষয়ে একটি হাদীসই বর্ণনা করেছেন, তা হলো আবু হুরাইরার (রা) হাদীস। অথচ ফারাজ ইবনু ফুদালাহ বা উবাইদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদের মত দুর্বল বর্ণনাকারীগণ একে ইবনু উমর থেকে রাসূলুল্লাহ ( )-এর কর্ম হিসাবে বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত সনদে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী এ মত পোষণ করতেন। ইমাম তিরমিযী বলেন:

سَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذاَ الْحَدِيْثِ فَقَالَ: الْفَرَجُ بْنُ فُضَالَةَ ذَاهِبُ الْحَدِيْثِ وَالصَّحِيْحُ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فِعْلَهُ.

আমি ইমাম বুখারীকে এ হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেন: ফারাজ ইবনু ফুদালাহ বর্ণিত হাদীস একেবারেই অনির্ভরযোগ্য। সহীহ হলো যা ইমাম মালিক ও অন্যান্য ইমাম ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন, নাফি' থেকে আবু হুরাইরা থেকে তাঁর কর্ম হিসাবে।

৫. আমর ইবনু শু 'আইব তাঁর পিতা থেকে তাঁর দাদা থেকে

আমর ইবনু শু 'আইব ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আমর আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর পৌ-পৌত্র। আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদের পুত্র শু 'আইব এবং শুআইবের পুত্র আমর। তিনি মক্কায় বসবাস করতেন এবং ১১৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

আমর ইবনু শু 'আইবের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে মুহাদ্দিসগনের মতভেদ রয়েছে। ফলে একটি অদ্ভুত বিষয় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। অনেক সময় দেখা যায়, যদি আমর ইবনু শু 'আইব বর্ণিত কোনো হাদীস কোনো ফকীহ বা আলেমের মতের বিরুদ্ধে যায় তাহলে তিনি হাদীসটিকে দুর্বল বলে অভিমত প্রকাশ করেন এবং এ বিষয়ে মুহাদ্দিসদের মতামত উল্লেখ করেন। অপরদিকে যদি তার বর্ণিত কোনো হাদীস তার পক্ষে যায় তাহলে তিনি তা গ্রহণ করে নেন। অগণিত উদাহরণের একটি দেখুন। ঈদের সালাতের ১২ তাকবীরের বিষয়ে তাঁর বর্ণিত হাদীস ইমাম তিরমিযী সহ অনেক ইমাম ও ফকীহ "সহীহ" বা "হাসান" হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আবার ব্যবহৃত অলঙ্কারের যাকাত প্রদান বিষয়ক তাঁর বর্ণিত হাদীসটিকে তাঁরা দুর্বল বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং ব্যবহৃত অলঙ্কারের যাকাত প্রদান জরুরী নয় বলে তাঁরা মত ব্যক্ত করেছেন। পরবর্তী হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনু লাহী 'য়ার অবস্থাও অবিকল একইরূপ। এ বিষয়টি অনেক পুরাতন এবং নিঃসন্দেহে আপত্তিজনক। আমরা বিষয়টি পরিহার করতে চাই এবং মহান আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করি।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আমর-এর গ্রহণযোগ্যতা আলোচনার পূর্বে প্রথমেই যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয় তা হলো তাঁর বর্ণিত হাদীসে তিন স্থানে পরস্পর বিরোধী তথ্য রয়েছে। প্রথম, তাকবীরের সংখ্যা কখনো ১১ ও কখনো ১২ বলা হয়েছে। দ্বিতীয়, কেউ কেউ একে রাসূলুল্লাহ ( )-এর কর্ম এবং কেউ কেউ একে তাঁর নির্দেশ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তৃতীয়, কোনো কোনো বর্ণনায় দুই ঈদের কথা ও কোনো কোনো বর্ণনায় শুধুমাত্র ঈদুল ফিতরের কথা বলা হয়েছে। মুহাদ্দিসগণের কাছে এরূপ বৈপরীত্য অত্যন্ত আপত্তিকর। আর এ বিপরীতমুখী বর্ণনা একই সূত্র থেকে: আমর ইবনু শু 'আইব বা তার ছাত্র আব্দুল্লাহ তায়েফী।

১২ তাকবীরের বর্ণনাটি ইবনু মাজাহ সংকলন করেছেন। তিনি বলেন:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي صَلاةِ الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا

আমাদেরকে আবু কুরাইব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা' বলেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান ইবনু ইয়ালা আত-তায়েফী থেকে, তিনি আমর ইবনু শু 'আইব থেকে, তাঁর পিতা থেকে, তাঁর দাদা থেকে বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ঈদের সালাতে ৭ বার ও ৫ বার তাকবীর বলতেন।"

এ বর্ণনায় আমরা হাদীসটিকে রাসূলুল্লাহ -এর কর্ম হিসাবে দেখতে পাচ্ছি। ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবনু আশ 'আস (২৭৫ হি) তাঁর সুনান গ্রন্থে হাদীসটি আব্দুল্লাহ তায়েফীর মাধ্যমে আমর

থেকেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যখানে হাদীসটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আবু দাউদ বলেন:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الأُولَى وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا

আমাদেরকে মুসাদ্দাদ বলেছেন, আমাদেরকে মু' তামির বলেছেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান ইবনু ইয়ালা আত-তায়েফীকে বলতে শুনেছি, ইবনু শু 'আইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আস থেকে, তিনি বলেছেন: নবীউল্লাহ বলেছেন: ঈদুল ফিতরের তাকবীর প্রথম রাক 'আতে ৭ এবং দ্বিতীয়র রাক 'আতে ৫। দুই রাক 'আতেই কুরআন পাঠ তাকবীরের পরে।"

১১ তাকবীরের হাদীসটিও আবু দাউদ সংকলিত করেছেন। তিনি বলেন:

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ حَيَّانَ عَنْ أَبِي يَعْلَى الطَّائِفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ الْأُولَى سَبْعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ

আমাদেরকে আবু তাওবা রাবী' ইবনু নাফি' বলেছেন, আমাদেরকে সুলাইমান ইবনু হাইয়ান বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান ইবনু ইয়ালা আত-তায়েফী থেকে, তিনি আমর ইবনু শু 'আইব থেকে, তাঁর পিতা থেকে, তাঁর দাদা থেকে বলেছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতরে প্রথম রাক 'আতে ৭ তাকবীর বলতেন। এরপর কুরআন পাঠ করতেন। এরপর তাকবীর বলতেন। এরপর উঠে ৪ তাকবীর বলতেন। এরপর কুরআন পাঠ করতেন। এরপর রুকু করতেন।"

আমর ইবনু শু 'আইব বর্ণিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে তিনিটি ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ মতভেদ করেছেন। ১. হাদীস বর্ণনায় তাঁর গ্রহণযোগ্যতা, ২. তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা ও ৩. "তাঁর দাদা" বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে।

ক. হাদীস বর্ণনায় আমর ইবনু শু 'আইবের গ্রহণযোগ্যতা

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা বিচারে মুহাদ্দিসগণ তুলনামূলক নিরীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করেন। যদি কোনো বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ভুল বা উল্টোপাল্টা বর্ণনার আধিক্য দেখা যায় তাহলে তাঁরা উক্ত বর্ণনাকারীকে দুর্বল বর্ণনাকারী হিসাবে গণ্য করেন।

আমর ইবনু শু 'আইব বর্ণিত হাদীস সমূহের মধ্যে অনেক হাদীস অন্যান্য নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসগণের বর্ণনার বিপরীত। এজন্য অনেক মুহাদ্দিস তাকে ঢালাওভাবে দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। অনেকে তাঁকে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেছেন, কারণ তুলনার মাধ্যমে দেখা যায় যে, তিনি অধিকাংশ হাদীস সঠিকভাবেই বর্ণনা করেছেন, শুধুমাত্র তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে ভুলের আধিক্য দেখা যায়। এ দ্বিতীয় মতটিই অধিকাংশ মুহাদ্দিস গ্রহণ করেছেন।

খ. তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা

কোনো কোনো মুহাদ্দিস পিতার সূত্রে বর্ণিত আমরের হাদীসও গ্রহণ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, আমর ইবনু শু 'আইব মূলত গ্রহণযোগ্য হলেও তিনি তাঁর পিতার সূত্রে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মুহাদ্দিসগণ দেখেছেন যে, আমর ইবনু শু 'আইব তাঁর পিতার সূত্রে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এগুলোর অধিকাংশই অন্যান্য নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসের বর্ণনার বিপরীত বা তাদের বর্ণনার বাইরে। এরূপ ভুলের আধিক্যের কারণ

হলো তিনি সেগুলো সব পিতার কাছে থেকে নিজে শোনেন নি। তিনি তাঁর পিতার ভাণ্ডারে একটি পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলেন। এ পাণ্ডুলিপি থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তৎকালীন লিখন পদ্ধতি ছিল কিছুটা অস্পষ্ট। লিখন ও শ্রবণের সমন্বয় না হলে মুহাদ্দিসগণ কখনো হাদীস গ্রহণ করতেন না। পাণ্ডুলিপির সাথে মৌখিক বর্ণনা ও স্বকর্ণে শ্রবণ একত্রিত না করার ফলে অগণিত ভুলে পরিপূর্ণ হয়েছে আমর ইবনু শু 'আইবের বর্ণনা।

ইমাম আবু দাউদকে প্রশ্ন করা হয়: আমর ইবনু শু 'আইব তার পিতা থেকে তার দাদা থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা কি নির্ভরযোগ্য? তিনি বলেন: না, এমনকি অর্ধেক নির্ভরযোগ্যও নয়। ইমাম আহমদ বলেন: আমর ইবনু শু 'আইবের বর্ণনা মারাত্মক ভুলে ভরা। আমরা তার হাদীস লিখি দেখার জন্য, গ্রহণ বা নির্ভর করার জন্য নয়। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেন: তিনি তার পিতার হাদীস পাণ্ডুলিপি দেখে বর্ণনা করেছেন। এজন্য এক্ষেত্রে তিনি দুর্বল। অন্যান্য সূত্রের হাদীস বর্ণনায় তিনি নির্ভরযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন: আমর যদি তাউস, ইবনুল মুসাইয়িব বা অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের মাধ্যমে তাঁর পিতার হাদীস বর্ণনা করেন তাহলে তা নির্ভরযোগ্য। আর যখন তিনি সরাসরি তাঁর পিতার সূত্রে দাদার হাদীস বর্ণনা করেন তখন সেগুলো মারাত্মক ভুলে পরিপূর্ণ থাকে। এজন্য তাঁর পিতার সূত্রে দাদা থেকে বর্ণিত হাদীস নির্ভরযোগ্য নয়।

গ. "তার দাদা" বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে

মুহাদ্দিসগণের সর্বশেষ প্রশ্ন হলো, "তার দাদা" বলতে কি আমরের দাদা না শু 'আইবের দাদাকে বুঝানো হচ্ছে? আমরা দেখেছি যে, আমর-এর দাদা হচ্ছেন তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আমর। আর শু 'আইবের দাদা হচ্ছেন সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস। যদি তাঁর দাদা বলতে আমরের দাদা, অর্থাৎ শু 'আইবের পিতা মুহাম্মাদকে বুঝানো হয় তাহলে এ সকল হাদীস সবই মুরসাল বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ একজন তাবেয়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো কিছু বর্ণনা করছেন, অথচ যার কাছে থেকে তিনি বিষয়টি শুনেছেন সে সাহাবী বা তাবেয়ীর নাম বলছেন না। যেহেতু এ না বলা সূত্রটি কোনো অনির্ভরযোগ্য তাবেয়ীও হতে পারে এজন্য এ ধরণের হাদীস মুহাদ্দিসগণের কাছে দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য।

আর যদি "তার দাদা" বলতে শু 'আইবের দাদা আব্দুল্লাহ ইবনু আমরকে বুঝানো হয় তাহলে প্রশ্ন হলো শু 'আইব তাঁর দাদা সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনুল আস থেকে কোনো হাদীস শুনেছেন কিনা? অনেকের মতে শু 'আইব তাঁর দাদা থেকে কোনো হাদীস শুনেন নি। এজন্য এ সূত্রে বর্ণিত সকল হাদীস মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন সনদের হাদীস। এ প্রকারের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। অন্য অনেক মুহাদ্দিস বলেছেন যে, শু 'আইব তাঁর দাদার কাছে থেকে কিছু হাদীস শুনেছেন, বাকি হাদীস তিনি তাদলীস বা মাধ্যম উহ্য রেখে বা পাণ্ডুলিপি থেকে বর্ণনা করেছেন। সর্বাবস্থায় অধিকাংশ মুহাদ্দিস আমর ইবনু শু 'আইব কতৃক তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত সকল হাদীসকে যয়ীফ বা দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। ইমাম তিরমিযী এ সূত্রের হাদীসকে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযীর মতামতের দুর্বলতা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি।

৮ম হিজরী শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ যাহাবী (৭৪৮ হি) আমর ইবনু শু 'আইব বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করার বিষয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর হাদীসের ইমামগণের মতামত পর্যালোচনা ও তার বর্ণিত হাদীসের তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে মত প্রকাশ করেছেন যে, আমর ইবনু শু 'আইব পিতা ও দাদার সূত্রে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন তা সর্বোচ্চ পর্যায়ের সহীহ বা নির্ভরযোগ্য না হলেও একেবারে দুর্বল নয়। সেগুলো মোটামুটি হাসান বা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের। আমার মতে ইমাম যাহাবীর এ মতটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। যদি সনদের মধ্যে

অন্য কোনো দুর্বলতা না থাকে তাহলে আমরা আমর ইবনু শু ‘আইবের পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত হাদীসকে হাসান বলে গণ্য করতে পারি।

তবে আমাদের আলোচ্য হাদীসটির ক্ষেত্রে আরো দু’ টি দুর্বলতা রয়েছে। প্রথম দুর্বলতা হলো আমর ইবনু শু ‘আইব থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন শুধুমাত্র আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান তায়েফী। আমর ইবনু শু ‘আইবের অন্য কোনো ছাত্র তাঁর থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। এ আব্দুল্লাহ তায়েফী দুর্বল বর্ণনাকারী। তাঁর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে বেশ বিক্ষিপ্ততা ও ভুল পাওয়া যায়। এজন্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বললেও অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাকে দুর্বল বলে গণ্য করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন একবার বলেন: তায়েফী দুর্বল। আরেকবার বলেন: কোনোরকম চলনসই। আবু হাতিম বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তার বর্ণিত হাদীস খুবই দুর্বল। নাসাঈ বলেন: কিছুটা দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন: তায়েফী গ্রহণযোগ্য নন, তার বিষয়ে অত্যন্ত আপত্তি রয়েছে। দারাকুতনী বলেন: তায়েফীর হাদীস দুর্বলতা সত্ত্বেও গ্রহণ করা যায়। ইজলী বলেন: তায়েফী নির্ভরযোগ্য। উপরের সকল মতামত ও নিরীক্ষার আলোকে ইবনু হাজার আসকালানী বলেন: তায়েফী মিথ্যা বলেন না, তবে তার অভ্যাস ভুল করা ও আন্দাজে বলা।

এ হাদীসের দ্বিতীয় দুর্বলতা তা “মুদতারিব” অর্থাৎ “অসংলগ্ন” বা পরস্পর বিরোধী তথ্য সম্বলিত। বিষয়টি আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি।

৬. ইবনু লাহী ‘য়ার বর্ণনা সমূহ

২য় হিজরী শতকের মিশরের একজন প্রসিদ্ধ আলেম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন আবু আব্দুর রাহমান আব্দুল্লাহ ইবনু লাহী ‘য়া আল-হাদরামী আল-গাফিকী (১৭৪ হি)। তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করার বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের মতামত আলোচনার পূর্বে আমরা ঈদের তাকবীরের বিষয়ে তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলো উল্লেখ করব। এখানে সর্বপ্রথম লক্ষণীয় যে ইবনু লাহী ‘য়ার বর্ণনা পরস্পর বিরোধিতা ও বিক্ষিপ্ততায় ভরা। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় যাকে ইদতিরাব ও মুদতারিব হাদীস বলা হয়। ইবনু লাহী ‘য়া নিজের উস্তাদের নাম ও সাহাবীর নাম একেক সময়ে একেক রকম বলেছেন। কখনো তিনি আয়েশা, কখনো আবু ওয়াকিদ লাইসী এবং কখনো আবু হুরাইরার ( ) নাম বলেছেন। এছাড়া তিনি হাদীসের ভাষা ও তথ্যের মধ্যে একেক সময় একেক কথা বলেছেন।

ক. ইবনু লাহী ‘য়া বর্ণিত আয়েশার (রা) হাদীস

এ হাদীসটি ইবনু লাহী ‘য়া থেকে কুতাইবা ইবনু সাঈদ, আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব ও ইসহাক ইবনু ঈসা: তিনজন মুহাদ্দিস তিনভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম ছাত্রের হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ সংকলিত করেছেন। তিনি বলেন :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى فِي الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا

আমাদেরকে কুতাইবা বলেছেন, আমাদেরকে ইবনু লাহী ‘য়া বলেছেন, আকীল থেকে, ইবনু শিহাব থেকে, উরওয়া থেকে, আয়েশা থেকে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় প্রথম রাক ‘আতে ৭ ও দ্বিতীয় রাক ‘আতে ৫ তাকবীর বলতেন।

দ্বিতীয় ছাত্রের হাদীসও আবু দাউদ সংকলন করেছেন। তিনি বলেন :

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ سِوَى تَكْبِيرَتَيْ الرُّكُوعِ

আর আমাদেরকে ইবনুস সারহ বলেছেন, আমাদেরকে ইবনু ওয়াহাব বলেছেন, আমাকে ইবনু লাহী ‘য়া, খালিদ ইবনু ইয়াযিদ থেকে, ইবনু শিহাব থেকে, উপরের সূত্রে। এখানে তিনি অতিরিক্ত বলেন: প্রথম রাক ‘আতে ৭ ও দ্বিতীয় রাক ‘আতে ৫ তাকবীর রুকুর দু’ টি তাকবীর বাদে। এ দ্বিতীয় সূত্রে হাদীসটি ইবনু মাজাহ সংকলিত করেছেন।

চতুর্থ শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস সুলাইমান ইবনু আহমদ তাবারানী (৩৬০ হি), আলী ইবনু উমর দারাকুতনী (৩৮৫ হি) ও ৫ম শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ হাকিম নাইসাপুরী (৪০৫ হি) এ হাদীসটি ইবনু লাহী ‘য়ার তৃতীয় ছাত্রের মাধ্যমে সংকলিত করেছেন। তাঁরা বলেন:

.عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عِيْسَى عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ... وَفِيْهِ: "اثْنَيْ عَشَرَ تَكْبِيْرَةً سِوَى تَكْبِيْرَةِ الإِسْتِفْتَاحِ ...

“··· ইসহাক ইবনু ঈসা, ইবনু লাহী ‘য়া থেকে, খালিদ ইবনু ইয়াযিদ থেকে, উপরের সূত্রে। এ বর্ণনায় ইবনু লাহী ‘য়া বলেন: “তিনি তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অতিরিক্ত ১২ তাকবীর বলতেন।”

খ. ইবনু লাহী ‘য়া বর্ণিত আবু হুরাইরার (রা) হাদীস

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি) বলেন:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا الأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَخَمْسًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ

আমাদেরকে ইয়াহইয়া ইবনু ইসহাক বলেছেন, আমাদেরকে ইবনু লাহী ‘য়া বলেছেন, আমাদেরকে আ ‘রাজ বলেছেন, আবু হুরাইরা (রা) থেকে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন: দুই ঈদের তাকবীর: কুরআন পাঠের পূর্বে ৭ তাকবীর ও কুরআন পাঠের পরে ৫ তাকবীর।

গ. ইবনু লাহী ‘য়া বর্ণিত আবু ওয়াকিদ লাইসীর (রা) হাদীস

ইবনু লাহী ‘য়ার এ বর্ণনাটি চতুর্থ হিজরী শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম আবু জা’ ফর আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ তাহাবী (৩২১ হি), ইমাম সুলাইমান ইবনু আহমদ তাবারানী (৩৬০ হি) প্রমুখ মুহাদ্দিস সংকলিত করেছেন। তাঁদের সনদ অনুসারে হাদীসটি ইবনু লাহী ‘য়া থেকে বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইবনু ‘উফাইর (২২৬হি)। তিনি বলেন :

صَلَّى بِالنَّاسِ يَوْمَ الْفِطْرِ ؟ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ وَعَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ وَالأَضْحَى فَكَبَّرَ فِيْ الرَّكْعَةِ الأُوْلَى سَبْعاً وَقَرَأَ: (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ) وَفِيْ الثَّانِيَةِ خَمْساً وَقَرَأَ: (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ). وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ: "وَفِيْهِ ابْنُ لَهِيْعَةَ، وَفِيْهِ كَلاَمٌ"

আমাদেরকে ইবনু লাহী ‘য়া আসওয়াদ থেকে, উরওয়া ইবনু যুবাইর থেকে আবু ওয়াকিদ লাইসী ও আয়েশা থেকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতর ও আযহায় প্রথম রাক ‘আতে ৭ বার তাকবীর বলেন এবং সূরা ক্বাফ পাঠ করেন। আর দ্বিতীয় রাক ‘আতে ৫ বার তাকবীর বলেন এবং সূরা কামার পাঠ করেন।

হাদীসটি উল্লেখ করে ইমাম নূরুদ্দীন হাইসামী বলেন : হাদীসটির সনদে ইবনু লাহী ‘য়া রয়েছেন, যার বিষয়ে অনেক কথা রয়েছে।”

ইবনু লাহী ‘য়ার বিষয়ে দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ অনেক কথা বলেছেন। তাঁরা সকলেই একমত যে, ইবনু লাহী ‘য়া অনেক বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বর্ণনায় ভুলের পারিমাণও বেশি। তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে মুহাদ্দিসগণ দেখেছেন যে, তিনি বিভিন্ন মুহাদ্দিস থেকে এমন সব হাদীস বর্ণনা করেন যা য সকল মুহাদ্দিসের অন্যান্য প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য

ছাত্রগণ বর্ণনা করেন না। এভাবে তার বর্ণিত হাদীসে বিক্ষিপ্ততা ও মারাত্মক ভুলের পরিমাণ অনেক। এ সকল বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ মোটামুটি একমত। তবে তার বর্ণিত সকল হাদীসের মধ্যে ভুলের পরিমাপ ও ব্যাখ্যায় তাঁরা মতভেদ করেছেন। ইবনু লাহী 'য়ার বিষয়ে তাঁদের মতামতকে চারভাবে ভাগ করা যায়।

প্রথম মত : তার বর্ণনাকে বাছাই করে গ্রহণ করা।

দু একজন মুহাদ্দিস বলেছেন, তাঁর ভুল অনেক হলেও ভুলের তুলনায় সঠিকভাবে বর্ণিত হাদীসের পরিমান বেশি। কাজেই তাকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা যায়। তাদের মধ্যে রয়েছেন আহমদ ইবনু সালিহ। তিনি বলেন: ইবনু লাহী 'য়া নির্ভরযোগ্য, তবে তিনি বিক্ষিপ্ত, উল্টোপাল্টা ও ভুল হাদীস যা বর্ণনা করেছেন তা বাতিল করতে হবে।

দ্বিতীয় মত : তার প্রথম জীবনে বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করা।

কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেছেন যে, তাঁর ভুলভ্রান্তিগুলো শেষ জীবনের। তাঁর মৃত্যুর ৪/৫ বছর পূর্বে তার পাণ্ডুলিপিগুলো পুড়ে যায়। ফলে তিনি শেষ জীবনে মুখস্ত হাদীস বলতেন। এতে তার ভুল হতো। তদুপরি বার্ধক্যজনিত কারণে তার স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। এজন্য তার শেষজীবনের বর্ণিত হাদীস একেবারেই অনির্ভরযোগ্য। প্রথম জীবনে তাঁর থেকে যারা হাদীস শুনেছেন তাদের হাদীস গ্রহণযোগ্য। হাকিম বলেন: তিনি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলতেন না, তবে তার পাণ্ডুলিপিগুলো পুড়ে যাওয়ার পরে মুখস্থ হাদীস বলতেন এজন্য তার ভুল হতো। আবু জা' ফর তাবারী বলেন : শেষ জীবনে ইবনু লাহী ' য়ার জ্ঞান ও স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায়। আব্দুল গনী ইবনু সাঈদ, যাকারিয়া ইবনু ইয়াহইয়া আস-সাজী প্রমুখ মুহাদ্দিস বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব ও আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযিদ আল-মুক্বরী এ 'তিন আব্দুল্লাহ' যে হাদীসগুলো ইবনু লাহী 'য়া থেকে বর্ণনা করেছেন সেগুলোই শুধু গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

তৃতীয় মত : তাকে সার্বিকভাবে দুর্বল বলে গণ্য করা।

অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাকে সর্বাবস্থায় দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। তাঁদের মতে আজীবনই তিনি অনেক হাদীস বলতেন এবং অনেক ভুল করতেন। যে হাদীস শুধুমাত্র ইবনু লাহী 'য়া বর্ণনা করেছেন, অন্য কোনো মুহাদ্দিস ইবনু লাহী 'য়ার উস্তাদদের থেকে বা অন্য কোনো সূত্রে বর্ণনা করেন নি, সে সকল হাদীস দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য।

ইমাম বুখারী বলেন: ইবনু লাহী 'য়াকে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ পরিত্যাগ করেছেন। আব্দুর রাহমান ইবনু মাহদী বলেন: আমি ইবনু লাহী 'য়া বর্ণিত একটি হাদীসও গ্রহণ করতে রাজি নই। আহমদ ইবনু হাম্বাল বলেন: ইবনু লাহী 'য়ার বর্ণিত হাদীস নির্ভরযোগ্য নয়, তবে আমি তাঁর হাদীস সংকলিত করি অন্যান্য হাদীসের সাথে মিলিয়ে দেখার জন্য। নাসাঈ বলেন : ইবনু লাহী 'য়া নির্ভরযোগ্য নন। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেন: তিনি দুর্বল ছিলেন, তাঁর বর্ণিত হাদীস নির্ভরযোগ্য নয়। জূযজানী বলেছেন: তাঁর হাদীস নির্ভরযোগ্য নয় এবং তার হাদীস দেখে ধোঁকাগ্রস্থ হওয়া যাবে না।
ইবনু আবী হাতিম বলেন: আমি আমার পিতা আবু হাতিম রাযী ও আবু যুর 'আ রাযীকে ইবনু লাহী 'য়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তাঁরা বলেন: তিনি দুর্বল। তার হাদীস বিক্ষিপ্ত ও পরস্পর বিরোধী তথ্যে ভরা। শুধুমাত্র তুলনা ও নিরীক্ষার জন্য তার হাদীস লেখা যাবে। তিনি আরো বলেন: আমি আমার পিতাকে বললাম: যদি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের মত কোনো মানুষ ইবনু লাহী 'য়া থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তাহলে কি সে বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে? তিনি বলেন: না। ইবনু খুযাইমা বলেন: যে হাদীস শুধুমাত্র ইবনু লাহী 'য়া বর্ণনা করেছেন য হাদীস আমি আমার গ্রন্থে সংকলিত করিনি।

বাইহাকী বলেন: ইবনু লাহী ‘য়ার বর্ণিত হাদীস যয়ীফ। তার বর্ণিত হাদীস প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায় না।

তাঁর একটি বিশেষ দুর্বলতা হলো তাদলীস বা সনদের দোষ যাপন করা। অনেক সময় মুহাদ্দিস তাঁর কোনো প্রসিদ্ধ উস্তাদ থেকে অল্প কিছু হাদীস শোনেন বা লিখেন। এরপর অন্য কোনো দুর্বল বা অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তাকে উক্ত উস্তাদের নামে আরো কিছু হাদীস বলেন। মুহাদ্দিসগণের নিয়ম হলো যে হাদীসটি তিনি যার কাছে থেকে শুনেছেন তার নাম স্পষ্ট বলা। কিন্তু কোনো কোনো মুহাদ্দিস উপরের দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দুর্বল বা অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তির নাম উহ্য করে সরাসরি প্রসিদ্ধ উস্তাদের নামে হাদীস বর্ণনা করেন। এতে বাহ্যত হাদীসটিকে সহীহ মনে হয়, অথচ হাদীসটি মূলত একজন দুর্বল ব্যক্তির বর্ণনা। এ প্রকারের দোষ যাপন করাকে “তাদলীস” বলা হয়।

আব্দুর রাহমান ইবনু মাহদী বলেন, ইবনু লাহী ‘য়া আমার কাছে কিছু হাদীস লিখে পাঠান, তিনি হাদীসগুলো আমর ইবনু শু ‘আইব থেকে বর্ণনা করেছেন বলে লিখেন। আমি হাদীসগুলো আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের কাছে নিয়ে পড়ে শুনাই। তিনি তখন ইবনু লাহী ‘য়া থেকে তার নিজের শোনা হাদীসের লিখিত পাণ্ডুলিপি ঘর থেকে বের করে আনেন। দেখা যল যখানে ইবনু লাহী ‘য়া হাদীসগুলো অন্য ব্যক্তির মাধ্যমে আমর ইবনু শু ‘আইব থেকে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ হাদীসগুলো ইবনু লাহী ‘ য়া মূলত অন্য ব্যক্তিদের কাছে থেকে আমর ইবনু শু ‘আইবের সূত্রে শুনেছেন ও লিখেছেন এবং এভাবেই তিনি তা আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারকের কাছে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু পরে তিনি আব্দুর রাহমান ইবনু মাহদীর কাছে তার উস্তাদদের নাম উহ্য রেখে সরাসরি আমর ইবনু শু ‘আইবের নামে বর্ণনা করেছেন। উভয়ের বর্ণনা মিলিয়ে তার এ “তাদলীস” বা আংশিক মিথ্যা ধরা পড়েছে। তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে এ ধরনের অনেক প্রমাণ মুহাদ্দিসগণ ইবনু লাহী ‘য়া বর্ণিত হাদীসের মধ্যে পেয়েছেন।

তাঁর দুর্বলতার সবচেয়ে বড় একটি দিক ছিল, যে হাদীস তিনি কোনো উস্তাদ থেকে শোনেননি বা লেখেননি সেরূপ কোনো বানোয়াট বা ভুল হাদীস যদি কেউ তাকে পড়ে শুনাতো তিনি সে হাদীস নিজের কোনো উস্তাদ থেকে শোনা হাদীস বলে বর্ণনা করতেন। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় একে “তালকীন” বলা হয়। তাঁর তালকীন গ্রহণের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ অনেক ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

চতুর্থ মত: তাঁর সব হাদীসই দুর্বল, শেষ জীবনের হাদীসে বেশি দুর্বল।

এ মতটি অনেকটা তৃতীয় ও দ্বিতীয় মতের মিশ্রণ। কোনোকোনো মুহাদ্দিস বলেছেন যে, ইবনু লাহী ‘ য়া আগাগোড়াই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যয়ীফ বা দুর্বল, তবে শেষ জীবনে তিনি বেশি বেখেয়াল, দুর্বল ও স্মৃতিশক্তিহীন অথর্ব হয়ে পড়েন। কাজেই যারা প্রথম জীবনে তাঁর হাদীস শুনেছেন ও লিখেছেন তাদের বর্ণনাগুলো নিরীক্ষা ও বাছাইয়ের জন্য গ্রহণ করা যাবে। আর তিনি শেষ জীবনে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন তা যাচাই ছাড়াই বাতিল বলে গণ্য হবে। মুহাম্মাদ ইবনু সা’ দ বলেন : ইবনু লাহী ‘য়া দুর্বল। তবে প্রথম জীবনে তাঁর কাছে থকে যারা হাদীস শুনেছেন তাদের অবস্থা শেষ জীবনের ছাত্রদের চেয়ে একটু ভাল। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি তাদলীস করতেন এবং তালকীন গ্রহণ করতেন। প্রথম জীবনে যারা তার কাছে থেকে হাদীস শুনেছেন ও লিখেছেন তাদের বর্ণনাগুলো বাছাই করতে হবে, কারণ সেগুলোর মধ্যেও অনেক তাদলীস করা হাদীস রয়েছে, যাতে তিনি দুবল ও মিথ্যাবাদি উস্তাদের নাম উহ্য করে পরবর্তী প্রসিদ্ধ উস্তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। আর যারা তার শেষ জীবনে তার কাছে হাদীস শিক্ষা করেছেন তাদের সকল বর্ণনাই দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য।

এ হলো ইবনু লাহী ‘য়ার বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের মতামত। এ সকল মতামতের আলোকে আমাদেরকে তার বর্ণিত ঈদের ১২ তাকবীর বিষয়ক বর্ণনাগুলোর মূল্যায়ন করতে হবে। আমরা দেখেছি, কোনো

কোনো মুহাদ্দিস ইবনু লাহী ‘য়ার প্রথম জীবনের হাদীস গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন: তাঁর প্রথম জীবনের ছাত্র তিন আব্দুল্লাহর বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করা যাবে। তাঁদের মতানুসারে ইবনু লাহী ‘য়া থেকে আয়েশার (রা) সূত্রে বর্ণিত দ্বিতীয় বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য। কারণ এ বর্ণনাটি তার থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহব শুনেছেন। এ বর্ণনায় “দুই রুকুর তাকবীর ছাড়াও ১২ তাকবীরের কথা” বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে তাকবীরে তাহরীমা সহ ১২ তাকবীর বা অতিরিক্ত ১১ তাকবীর। ইমাম বাইহাকী বলেন: এ বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য, কারণ আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহব ইবনু লাহী ‘য়ার প্রথম জীবনের ছাত্র।”

এভাবে এ হাদীসের ক্ষেত্রে বাইহাকী প্রথম ও শেষ জীবনের বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তবে অন্যত্র তিনি ইবনু লাহী ‘য়াকে সার্বিকভাবে দুর্বল বলে ঘোষণা করেছেন, যা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

অপরদিকে অন্য অনেক মুহাদ্দিস ইবনু লাহী ‘য়া বর্ণিত এ বিষয়ক সকল হাদীসকে যয়ীফ ও অগ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন। ইমাম বুখারী এ মত পোষণ করতেন। ইমাম তিরমিযী বলেন :

سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيْثِ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ عَقِيْلٍ... رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ... فَضَعَّفَ هَذَا الْحَدِيْثَ. قُلْتُ لَهُ: رَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ لَهِيْعَةَ؟ قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ.

আমি তাঁকে (ইমাম বুখারীকে) ঈদের ১২ তাকবীর বিষয়ক ইবনু লাহী ‘য়ার হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, যে হাদীস তিনি আকীল থেকে বর্ণনা করেছেন। আর কারো কারো বর্ণনায় খালিদ ইবনু ইয়াযিদ থেকে বর্ণনা করেছেন।… তখন তিনি এ হাদীসকে যয়ীফ বা অনির্ভরযোগ্য বলে জানালেন। আমি বললাম: ইবনু লাহী ‘য়া ছাড়া অন্য কেউ কি এ হাদীস বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন: আমার জানা নেই।”

আল্লামা শাওকানী ইবনু লাহী ‘য়া বর্ণিত হাদীসগুলো উল্লেখ করে বলেন:

فِيْ إِسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيْعَةَ وَهُوَ ضَعِيْفٌ.

“এর সনদে ইবনু লাহী ‘য়া রয়েছেন, যিনি দুর্বল বর্ণনাকারী।”

অষ্টম হিজরী শতকের অন্যতম ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ আয- যাইলায়ী (৭৬২ হি) লিখেছেন:

وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "عِلَلِهِ" أَنَّ فِيهِ اضْطِرَابًا، فَقِيلَ: عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَقِيلَ: عَنْهُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَقِيلَ: عَنْهُ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، وَقِيلَ: عَنْهُ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَالاضْطِرَابُ فِيهِ مِنْ ابْنِ لَهِيعَةَ.

ইমাম দারাকুতনী তাঁর ইলাল গ্রন্থে লিখেছেন যে, এ হাদীসটির মধ্যে ইদতিরাব বা বিক্ষিপ্ততা রয়েছে। কখনো বলা হচ্ছে ইবনু লাহী ‘য়া ইয়াযিদ ইবনু আবী হাবীব থেকে। কখনো বলা হচ্ছে: আকীল থেকে। কখনো বলা হচ্ছে: আবুল আসওয়াদ থেকে উরওয়া থেকে আয়েশা থেকে। কখনো বলা হচ্ছে আ’ রাজ থেকে আবু হুরাইরা থেকে। দারাকুতনী বলেন: এ বিক্ষিপ্ততা ও বৈপরীত্য সবই ইবনু লাহী ‘য়ার নিজের।

আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী এসকল বৈপরীত্য ও বিক্ষিপ্ততার উল্লেখ করে বলেন : একেতো ইবনু লাহী ‘য়া যয়ীফ বা দুর্বল, তদুপরি এতে রয়েছে ইদতিরাব বা বিক্ষিপ্ততা ও বৈপরীত্য।

হাম্বালী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবুল ফারাজ আব্দুর রাহমান ইবনু আলী, ইবনুল জাউযী (৫৯৭হি) বিভিন্ন মাযহাবের মতবিরোধীয় মাসআলার হাদীস সমূহ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন:

مَسْأَلَة التَّكْبِيرَات الزَّوَائِد فِي الأولَى سِتّ وَفِي الثَّانِيَة خمس وَقَالَ أَبُو حنيفَة ثَلاث فِي الأولَى وَثَلاث فِي الثَّانِيَة وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الأولَى سبع وَفِي الثَّانِيَة خمس لنا سِتَّة أَحَادِيث

ঈদের সালাতের অতিরিক্ত তাকবীরের মাসআলা : প্রথম রাক ‘আতে ৬ ও দ্বিতীয় রাক ‘আতে ৫ তাকবীর। আবু হানীফার মতে প্রথম রাক ‘আতে ৩ ও দ্বিতীয় রাক ‘আতে ৩। শাফি ‘য়ী বলেছেন: প্রথম রাক ‘আতে ৭ ও দ্বিতীয় রাক ‘আতে ৫ আমাদের পক্ষে ৬ টি হাদীস রয়েছে।”

এরপর তিনি ১২ তাকবীর বিষয়ক উপরের হাদীসগুলো আলোচনা করেন, যেগুলো হাম্বলী ও শাফি ‘য়ী মাযহাবের অনুসারীগণ ১১ ও ১২ তাকবীরের পক্ষে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। সকল হাদীস আলোচনার পরে তিনি বলেন:

أصلح هَذِه الأَحَادِيث الأول وَهُوَ حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب وفِي إِسْنَاده عبد الله بن عبد الرَّحْمَن وَهُوَ الطَّائِفِي وَقد ضعفه يَحْيَى وَقَالَ مرّة لَيْسَ بِهِ بَأْس وَقَالَ مرّة صُوَيْلِح وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَعَائِشَة ففيهما ابْن لَهِيعَة وَهُوَ ضَعِيف جدا وَأما حَدِيث كثير بن عبد الله فقد قَالَ التِّرْمِذِيّ هُوَ أحسن شَيْء فِي هَذَا الْبَاب وَقد تَعَجَّبْتُ من قَوْله هَذَا ... وَأما الحَدِيث الْخَامِس فَفِيهِ فرج بن فضَالة قَالَ يَحْيَى ضَعِيف ... وأما السَّادِس فَفِيهِ عبد الله بن مُحَمَّد بن عمار قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْء.

এ সকল হাদীসের মধ্যে কোনোরকমে গ্রহণ করার উপযুক্ত হলো আমর ইবনু শু ‘আইবের হাদীস। এ হাদীসের সনদেও আব্দুল্লাহ তায়েফী রয়েছেন। ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন তাকে যয়ীফ বা দুর্বল বলেছেন। একবার বলেছেন: অসুবিধা নেই বা মোটামুটি চলনসই। আর আবু হুরাইরা ও আয়েশার হাদীসের সনদে রয়েছেন ইবনু লাহী ‘য়া। তিনি অত্যন্ত দুর্বল। কাসীর ইবনু আব্দুল্লাহর হাদীস উল্লেখ করে তিরমিযী বলেছেন: এ বিষয়ে এ হাদীসটিই সবচেয়ে উত্তম। আমি তার এ কথায় অত্যন্ত আশ্চার্যান্বিত হয়েছি।… পঞ্চম হাদীসের সনদে রয়েছেন ফারাজ ইবনু ফুদালাহ। তার বিষয়ে ইয়াহইয়া বলেছেন: দুর্বল। আর ষষ্ঠ হাদীসের সনদে রয়েছেন আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আম্মার। ইয়াহইয়া বলেছেন: লোকটি একেবারেই বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য।

৬ষ্ঠ হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস ও ফকীহ আলী ইবনু আহমাদ ইবনু হাযম যাহিরী (৪৫৬ হি) এ বিষয়ক হাদীসগুলো উল্লেখ পূর্বক বলেন :

وَهَذَا كُلُّهُ لاَ يَصِحُّ, وَمَعَاذَ اللهِ أَنْ نَحْتَجَّ بِمَا لاَ يَصِحُّ كَمَنْ يَحْتَجُّ بِابْنِ لَهِيعَةَ وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِذَا وَافَقَا هَوَاهُ ... وَيَرُدُّ رِوَايَتَهُمَا إِذَا خَالَفَا هَوَاهُ!

এ সকল হাদীসের মধ্যে একটিও সহীহ হাদীস নেই। নাঊযু বিল্লাহ! আমরা আল্লাহর আশ্রয় চাই যে, সহীহ নয় এরূপ হাদীসকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করব। যেমন অনেকে ইবনু লাহী ‘য়া ও আমর ইবনু শু ‘আইবের বর্ণিত হাদীস যদি তার মতের পক্ষে হয় তাহলে গ্রহণ করে, আর যদি মতের বিপরীত হয় তাহলে প্রত্যাখ্যান করে।”

এগুলোই ১২ তাকবীর বিষয়ক সকল মারফূ’ বা রাসূলুল্লাহ -এর কর্ম বা কথা হিসাবে বর্ণিত হাদীস। যয়ীফ-মিথ্যবাদী বর্ণনাকারী ও দুর্বল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাদিতে এবিষয়ক আরো দুই একটি বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলো উল্লেখ করে আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। কারণ সকল মুহাদ্দিস একমত যে, সেগুলো একেবারেই বাতিল।

ইমাম মালিক, আহমদ ও শাফি ‘য়ী রহিমাহুমুল্লাহ ও তাঁদের অনুসারীগণ এ সকল হাদীসকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। তবে ইমাম আহমদ তাকবীরে তাহরীমাকে ১২ তাকবীরের মধ্যে গণ্য করেছেন।

এজন্য তাঁর মতে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা ১১ আমরা দেখেছি যে, উপরের হাদীসগুলোর অধিকাংশই সাধারণভাবে ১২ সংখ্যা উল্লেখ করেছে। ইবনু লাহী 'য়ার বর্ণিত দুই একটি হাদীসে "দুই রুকুর দুই তাকবীর বাদে" বা "তাকবীরে তাহরীমা বাদে" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনুল জাউযী উল্লেখ করেছেন যে, এ বর্ণনাগুলো একেবারেই দুর্বল, বাতিল ও ভিত্তিহীন। অপরদিকে তিনি দুই একটি বর্ণনার কথা উল্লেখ করেছেন যাতে দেখা যায় যে তাকবীরে তাহরীমা ১২ তাকবীরের অন্তর্ভুক্ত।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, এ বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীসই য়ঈফ। এককভাবে একটি সহীহ হাদীসও এ বিষয়ে বর্ণিত হয় নি। আমর ইবনু শু 'আইবের বর্ণনাকে হাসান পর্যায়ের বলে গণ্য করা যেতে পারে, যা আমরা পরে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। তার আগে আমরা এ বিষয়ক মাউকূফ বা সাহাবীগণের কর্ম বা কথা হিসাবে বর্ণিত হাদীসগুলো আলোচনা করতে চাই। মহান আল্লাহর তাওফীক প্রার্থনা করছি।

খ. মাউকূফ হাদীস

ইতোপূর্বে আমরা সাহাবীগণের কর্মের গুরুত্ব আলোচনা করেছি। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পাব যে, সালাতুল ঈদের তাকবীরের বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ মূলত সাহাবীগণের কর্ম ও মতামতের উপরেই নির্ভর করেছে। সালাতুল ঈদের ১২ তাকবীর বিষয়ে উপরে বর্ণিত মারফূ' বা রাসূলুল্লাহ ( )-এর কর্ম ও কথা বিষয়ক হাদীসের পাশাপাশি কয়েকজন সাহাবী থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা ঈদের সালাতে তাকবীরে তাহরীমা সহ বা তাকবীরে তাহরীমা বাদে ১২ তাকবীর প্রদান করেছেন।

এগুলো যদিও সাহাবীগণের কর্ম, তবে প্রকৃতপক্ষে তা রাসূলুল্লাহ -এর শিক্ষা ও নির্দেশনা হিসাবে গণ্য। কারণ, এ কথাতো কল্পনা করা যায় না যে, একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা বা নির্দেশনা ছাড়া সালাতের মধ্যে নিজের ইচ্ছামত কমবেশি তাকবীর প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে আমরা দু' টি সম্ভাবনা কল্পনা করতে পারি।

প্রথম সম্ভাবনা : সংশ্লিষ্ট সাহাবী রাসূলুল্লাহ -কে এভাবে তাকবীর প্রদান করতে দেখেছেন, তাই তিনি এভাবে তাকবীর বলে সালাত আদায় করেছেন। সম্ভবত রাসূলুল্লাহ বিভিন্ন ঈদে বিভিন্নভাবে তাকবীর প্রদান করেছেন এজন্য সাহাবীগণ বিভিন্নভাবে তা পালন করেছেন।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা : রাসূলুল্লাহ -এর ১০ বছরের কর্মের আলোকে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ঈদের সালাতের তাকবীর প্রদানের জন্য কোনো বিশেষ সংখ্যা ও পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্ধারণ করে দেন নি। বিষয়টিতে পদ্ধতি ও সংখ্যার ক্ষেত্রে কমবেশি করার সুযোগ রয়েছে। এজন্য তাঁরা এ বিষয়ে ইজতিহাদ করেছেন এবং তাদের কর্মের মধ্যে বিভিন্নতা এসেছে। আমরা দেখতে পাব যে, একই সাহাবী থেকে বিভিন্ন সংখ্যা ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। ১২ তাকবীর বিষয়ক মাউকূফ হাদীসগুলোর মধ্যে কিছু হাদীস অত্যন্ত সহীহ বা বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে। আর কিছু হাদীস দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে।

১. আবু হুরাইরার (রা) কর্ম

ইমাম মালিক ইবনু আনাস (১৭৯হি) তাঁর মুআত্তা গ্রন্থে বলেন :

عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ الأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

আমি আব্দুল্লাহ ইবনু উমরের মাওলা নাফি' থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আমি আবু হুরাইরার সাথে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাত আদায় করেছি। তিনি প্রথম রাক 'আতে কুরআন পাঠের পূর্বে ৭ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক 'আতে কুরআন পাঠের পূর্বে ৫ তাকবীর বলেন।

আবু হুরাইরার (রা) এ হাদীসটির সনদ সর্বোচ্চ পর্যায়ের সহীহ। ইমাম মালিক মুসলিম উম্মাহর হাদীস ও ফিকহ বিষয়ক অন্যতম ইমাম ও বিশুদ্ধতম হাদীস-বর্ণনাকারীগণের অন্যতম। অনুরূপভাবে তাঁর উস্তাদ নাফি তাবেয়ীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিস, ফকীহ ও আবিদ। এজন্যই ইবনু হাযম বলেন: "এ সনদটি সূর্য্যরে মতই উজ্জল।"

২. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের (রা) কর্ম

আমরা ইতোপূর্বে বিশুদ্ধ সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে দেখেছি যে, তিনি সালাতুল ঈদে ১৩ বার তাকবীর বলতেন। অন্যান্য অনেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সালাতুল ঈদে ১২ বার তাকবীর বলতেন। আবার অনেক হাদীসে তাকবীরের সংখ্যা ১৩ বলা হলেও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীর এ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত। ফলে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা হলো ১১ বা ১০ এখানে এ অর্থের হাদীসগুলো উল্লেখ করছি।

ক. প্রথম হাদীস

আবু বকর ইবনু আবী শাইবা বলেন:

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ، فِي الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ، وَفِي الآخِرَةِ سِتًّا بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ، كُلُّهُنَّ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

আমাদেরকে ইবনু ইদরীস, ইবনু জুরাইজ থেকে, আতা থেকে ইবনু আব্বাস থেকে বলেন যে, তিনি (ইবনু আব্বাস) ঈদের সালাতে প্রথম রাক 'আতে তাকবীরে তাহরীমা সহ ৭ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক 'আতে রুকুর তাকবীর সহ ৬ তাকবীর বলতেন। সবগুলোই কুরআন পাঠের পূর্বে বলতেন।

এ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ। অর্থাৎ এ হাদীসটি "মুত্তাফাক আলাইহি" হাদীসের পর্যায়ের সহীহ মাউকুফ হাদীস। কারণ এ হাদীসের সকল রাবী বা বর্ণনাকারীর হাদীস তাঁরা উভয়ে গ্রহণ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু ইদরীস ইবনু ইয়াযিদ, আব্দুল মালিক ইবনু আব্দুল আযীয ইবনু জুরাইজ, আতা ইবনু আবী রাবাহ আসলাম সকলেই প্রসিদ্ধ হাদীসের ইমাম ও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী। তাঁদের সকলের হাদীস ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও অন্য সকল ইমাম ও মুহাদ্দিস একবাক্যে সহীহ হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

এ হাদীসে তাকবীরের সংখ্যা ১৩ বলা হয়েছে, তবে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে প্রথম রাক ' আতের তাকবীরে তাহরীমা ও দ্বিতীয় রাক 'আতের রুকুর তাকবীর এ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত। প্রথম রাক 'আতের রুকুর তাকবীরের কথা কিছু বলা হয় নি। প্রথম রাক 'আতের রুকুর তাকবীর উল্লিখিত সংখ্যার মধ্যে না ধরলে এ হাদীস অনুসারে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা ১১ আর প্রথম রাক ' আতের রুকুর তাকবীরকে প্রথম রাক 'আতের ৭ তাকবীরের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করলে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা হবে ১০।

খ. দ্বিতীয় হাদীস

৩য় শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আব্দুর রাযযাক (২১১ হি) বলেন :

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: التَّكْبِيْرُ فِيْ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ تَكْبِيْرَةً يُكَبِّرُهُنَّ وَهُوَ قَائِمٌ. سَبْعَةٌ فِيْ الرَّكْعَةِ الأُوْلَى مِنْهُنَّ تَكْبِيْرَةُ اسْتِفْتَاحٍ لِلصَّلاَةِ وَمِنْهُنَّ تَكْبِيْرَةُ الرَّكْعَةِ وَمِنْهُنَّ سِتٌّ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَمِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ بَعْدَهَا. وَفِيْ الأُخْرَى سِتُّ تَكْبِيْرَاتٍ مِنْهُنَّ تَكْبِيْرَةٌ لِلرَّكْعَةِ وَمِنْهُنَّ خَمْسٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَوَاحِدَةٌ بَعْدَهَا.

ইবনু জুরাইজ থেকে, আতা থেকে ইবনু আব্বাস থেকে, তিনি বলেছেন: ঈদুল ফিতরের দিনে সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় ১৩ বার তাকবীর বলতে হবে। প্রথম রাক ‘আতে ৭ বার। এ সাত তাকবীরের মধ্যে রয়েছে তাকবীরে তাহরীমা, যদ্বারা সালাত শুরু করতে হবে এবং এগুলোর মধ্যে রয়েছে রুকুর তাকবীর। এ ৭ তাকবীরের ৬টি কুরআন পাঠের পূর্বে এবং একটি কুরআন পাঠের পরে। আর দ্বিতীয় রাক ‘আতে ৬ তাকবীর, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে রুকুর তাকবীর। এ ৬ তাকবীরের ৫ তাকবীর কুরআন পাঠের পূর্বে এবং ১ তাকবীর কুরআন পাঠের পরে।

এ হাদীসের সনদও পূর্বের হাদীসটির সনদের ন্যায় “মুত্তাফাক আলাইহি” পর্যায়ের সহীহ। আমরা ইতোপূবে দেখেছি যে, ইবনু জুরাইয এবং আতা ইমাম বুখারী ও মুসলিমের মনোনিত ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। এ হাদীস পূর্বের হাদীসের অর্থের অস্পষ্টতা দূর করছে এবং এথেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে জানতে পারছি যে, ইবনু আব্বাসে কর্ম অনুযায়ী অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা ১০ তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীর সহ প্রথম রাক ‘আতে ৭ তাকবীর আর রুকুর তাকবীর সহ দ্বিতীয় রাকআতে ৬ তাকবীর। তাহলে উভয় রাক ‘আতের শুরুতে ৫ বার অতিরিক্ত তাকবীর বলতে হবে।

গ. তৃতীয় হাদীস

উপরের দু’ টি হাদীস ইবনু আব্বাসের কর্ম। এ বিষয়ে তার একটি বাণীও সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন:

التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ: يُكَبِّر وَاحِدَةً يفْتتح بِهَا الصَّلاَةُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ خَمْسًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ.

“ঈদুল ফিতরের তাকবীর হলো: প্রথমে একটি তাকবীর বলে সালাত শুরু করবে (তাকবীরে তাহরীমা)। এরপর ৫ বার তাকবীর বলবে। এরপর কুরআন পাঠ করবে। এরপর তাকবীর বলে রুকুতে যাবে। এরপর দ্বিতীয় রাক ‘আতে দাঁড়িয়ে ৫ বার তাকবীর বলবে। এরপর কুরআন পাঠ করবে। এরপর তাকবীর বলে রুকুতে গমন করবে।”

আল্লামা আহমদ ইবনু আবী বাকর আল-বুসীরী (৮৪০ হি) বলেন :

رَوَاهُ مُسَدَّدٌ مَوْقُوْفاً وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

এ হাদীসটি মুসাদ্দাদ ইবনু মুসারহাদ আল-আসাদী আল-বাসরী (২২৮ হি) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে সংকলিত করেছেন এবং হাদীসটির সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

এ হাদীসটিও উপরের হাদীসের মত নিশ্চিত করছে যে, প্রত্যেক রাক ‘আতে ৫ বার করে মোট ১০ বার অতিরিক্ত তাকবীর বলতে হবে।

এভাবে আমরা উপরের হাদীসগুলো থেকে জানতে পারছি যে, ইবনু আব্বাস (রা) ঈদের সালাতে ১২ বা ১৩ তাকবীর বলতেন এবং বলতে বলেছেন, েসগুলোর মধ্যে ৩ টি মূলত সালাতের তাকবীর এবং ১০ টি অতিরিক্ত তাকবীর। ইবনু আব্বাস থেকে আরো কতগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে ১২ বা ১৩ তাকবীরের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় নি।

এছাড়া উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনু আফ্ফান, আব্দুল্লাহ ইবনু উমর, আবু সাঈদ খুদরী, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা ঈদের সালাতে ১২ তাকবীর বলতেন। এসকল হাদীসের অধিকাংশই অত্যন্ত দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে। অত্যন্ত দুর্বল বা অজ্ঞাত পরিচয় বর্ণনাকারীগণ এগুলো বর্ণনা করেছেন। উপরের সহীহ হাদীসগুলোই যথেষ্ট।

তৃতীয় : ৯, ৮ ও ৪ তাকবীরের হাদীসসমূহ

উপরের হাদীসগুলোতে ১৩ ও ১২ তাকবীরের কথা বলা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এক্ষেত্রে দাঁড়ানো অবস্থায় যে তাকবীরগুলো বলা হয় তা গণনা করতেন। এজন্য তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীরকেও এ সংখ্যার মধ্যে গণ্য করতেন। ফলে ১৩ বলতে অনেক সময় অতিরিক্ত ১০ তাকবীর বুঝানো হতো।

অপরদিকে কিছু মারফূ ও মাউকূফ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যেগুলোতে তাকবীরের সংখ্যা ৪, ৮ বা ৯ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্তারিত বর্ণনায় দেখা যায় যে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীর সহ এ সংখ্যা গণনা করা হয়েছে। সেগুলো বাদ দিলে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা থাকে ৬ টি। এখানে আমরা এ অর্থের হাদীসগুলোর সনদ ভিত্তিক আলোচনা করতে চাই। মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে তাওফীক প্রার্থনা করছি।

ক. মারফূ' হাদীস

রাসূলুল্লাহ থেকে এ অর্থে দু' টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

১. প্রথম হাদীস

ইমাম আবু জা' ফর আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ তাহাবী (৩২১হি) বলেন:

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَيَحْيَي بْنُ عُثْمَانَ قَدْ حَدَّثَانَا قَالا ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ يَوْمَ عِيدٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا ثُمَّ ?قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ? أَنَّ الْقَاسِمَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِينَ انْصَرَفَ قَالَ لا تَنْسَوْا كَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ ، وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ

আমাদেরকে আলী ইবনু আব্দুর রাহমান ও ইয়াহইয়া ইবনু উসমান বলেছেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু হামযা থেকে, তিনি বলেন: আমাকে ওয়াদীন ইবনু আতা বলেছেন, তাকে আবু আব্দুর রাহমান কাসেম বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্য থেকে কেউ তাকে বলেছেন: নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের দিনে আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তখন তিনি ৪ বার এবং ৪ বার তাকবীর বললেন। এরপর সালাত শেষে আমাদের দিকে তাঁর চেহারা মুবারক ফিরিয়ে আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: তোমরা ভুলে যেয়ো না, জানাযার তাকবীরের মত: এ বলে তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলো (৪ আঙ্গুল) দিয়ে ইশারা করলেন এবং তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি গুটিয়ে রাখলেন।

ইমাম তাহাবী এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন :

فَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ الإِسْنَادِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، وَيَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، وَالْوَضِينُ وَالْقَاسِمُ كُلُّهُمْ أَهْلُ رِوَايَةٍ مَعْرُوفُونَ بِصِحَّةِ الرِّوَايَةِ

"এ হাদীসটির সনদ হাসান। আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ, ইয়াহইয়া ইবনু হামযা, ওয়াদীন, কাসেম সকলেই প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীস বর্ণনাকারী।"

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইমাম তাহাবী হাদীসটিকে হাসান বলে এবং সনদের সকল বর্ণনাকারীকে নির্ভরযোগ্য বলে দাবি করছেন। আমরা এ বিষয়ে অন্যান্য সকল মুহাদ্দিসের মতামত আলোচনা করতে চাই। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাহাবীর উল্লেখিত সনদে ৬ ব্যক্তি রয়েছেন।

১. তাহাবীর প্রথম উস্তাদ আলী ইবনু আব্দুর রাহমান। তিনি হলেন আলী ইবনু আব্দুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল মুগীরাহ ইবনু নাশীত আল-মাখযূমী। তিনি কুফার অধিবাসী ছিলেন এবং পরে মিশরে গমন করেন। তাঁর বিষয়ে ইবনু আবী হাতিম বলেন : সত্যপরায়ন গ্রহণযোগ্য। ইবনু ইউনূস বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। ইবনু হিব্বানও তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

২. তাহাবীর দ্বিতীয় উস্তাদ ইয়াহইয়া ইবনু উসমান। তিনি হলেন ইয়াহইয়া ইবনু উসমান ইবনু সালিহ ইবনু সাফওয়ান, আবু যাকারিয়া। তিনি সত্যপরায়ন গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী। কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাঁকে কিছুটা দুর্বল বলেছেন, কারণ তিনি নিজে কানে শ্রবণ না করে অন্যের পাণ্ডুলিপি থেকে হাদীস বলতেন। ইবনু আবী হাতিম বলেন : আমি তার হাদীস লিখেছি এবং আমার আব্বাও তার থেকে হাদীস লিখেছেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাঁর বিষয়ে আপত্তি করেছেন।

৩. উপরে দুই ব্যক্তির উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ আত-তান্নীসী, আবু মুহাম্মাদ আল-কিলা ‘ঈ। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। আবু হাতিম বলেন : নির্ভরযোগ্য। ইজলী বলেন : নির্ভরযোগ্য। বুখারী বলেন : সিরিয়ার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। ইবনু হাজার বলেন : অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী।

৪. আব্দুল্লাহর উস্তাদ ইয়াহইয়া ইবনু হামযা ইবনু ওয়াক্কিদ আল-হাদরামী, আবু আব্দুর রাহমান। সিরিয়ার রাজধানী দামেশকের কাযী ছিলেন। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণের একজন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়েই তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন, নাসাঈ, ইজলী, আবু দাউদ, ইবনু হাজার ও অন্যান্য সকল মুহাদ্দিস তাঁকে নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ বর্ণনাকারী রূপে ঘোষণা দিয়েছেন।

৫. ইয়াহইয়ার উস্তাদ ওয়াদীন ইবনু আতা ইবনু কিনানা ইবনু আব্দুল্লাহ খুযায়ী, আবু কিনানাহ। তিনিও দামেশকের অধিবাসী ছিলেন। আমরা ইতোপূবে উল্লেখ করেছি যে, নির্ভরযোগ্যতা বিচারে মুহাদ্দিসগণের মূল মাপকাঠি হলো সকল বর্ণনার তুলনামূলক নিরীক্ষা। ওয়াদীনের বর্ণিত সকল হাদীস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ও নিরীক্ষা করে মুহাদ্দিসগণ দেখেছেন যে, তাঁর বর্ণিত অধিকাংশ হাদীস বিশুদ্ধতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ। তবে কিছু হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ভুল করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। এজন্য প্রায় সকল মুহাদ্দিস তাঁকে নির্ভরযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। কয়েকজন মুহাদ্দিস তাকে দুর্বল বলে গণ্য করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু সা’ দ ও জূযজানী বলেন : তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী। আবু হাতিম রাযী বলেন : তাঁর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে আবার ভুলও রয়েছে।

অপরদিকে ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল, ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন ও দুহাইম বলেন : ওয়াদীন পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। ইমাম আবু দাউদ বলেন : তিনি গ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী। ইবনু হিব্বান বলেন : সিরিয়ার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারীগণের অনত্যম হচ্ছেন ওয়াদীন। ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যনির্ভর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি, তবে তাঁর স্মৃতিশক্তি কিছুটা দুর্বল।

যাকারিয়াহ সাজী বলেন: ওয়াদীনের বর্ণিত সকল হাদীস নিরীক্ষা করে একটিমাত্র হাদীস পাওয়া যায় যা অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার ব্যতিক্রম, যা অন্য কোনো সূত্রে পাওয়া যায় না।

তাহলো তিনি মাহফূয ইবনু আলকামা থেকে আব্দুর রাহমান ইবনু আইয থেকে আলী থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন :

اَلْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ

"দু চোখ হলো মানুষের পশ্চাৎদেশের বাঁধন স্বরূপ, কাজেই যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়বে তাকে ওযু করতে হবে।" সাজী বলেন: আবু দাউদ এ হাদীসটিকেও সহীহ বলে গ্রহণ করে তাঁর সুনানে সংকলিত করেছেন। এতে বুঝা যায় যে আবু দাউদ ওয়াদীনের সকল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, পরবর্তী প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ, যেমন আল্লামা তাকীউদ্দীন উসমান ইবনুস সালাহ (৬৪৩ হি), আল্লামা আব্দুল আযীম ইবনু আব্দুল কাবী আল-মুনযিরী (৬৫৬ হি), আল্লামা আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ আন-নাবাবী (৬৭৬ হি), আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী ওয়াদীনের বর্ণিত হাদীসকে "হাসান" বা গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন।

৬. ওয়াদীনের উস্তাদ আবু আব্দুর রাহমান কাসেম ইবনু আব্দুর রাহমান। তিনিও দামেশকের অধিবাসী তাবেয়ী ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনু সা' দ বলেন : তিনি অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ৪০ জন বদরী সাহাবীকে দেখেছেন বলে বর্ণিত আছে।

কাসেম থেকে বর্ণিত হাদীসের মধ্যেও কিছু ভুল দেখা যায়। এজন্য ইমাম আহমদ তাকে যয়ীফ বলেছেন। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। তাঁরা বলেন তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের দুর্বলতার কারণ তাঁর ছাত্ররা। ইমাম বুখারী বলেন: নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ তাঁর থেকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে কতিপয় দুর্বল ব্যক্তি তার থেকে কিছু ভুল ও বিক্ষিপ্ততাযুক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু হাতিম বলেন : নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ তাঁর থেকে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন তা সবই বিশুদ্ধ ও তুলনামূলক বিচারে পরিপূর্ণভাবে সঠিক বলে প্রমাণিত। শুধুমাত্র দুর্বল ছাত্ররা যখন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করে তখন সেগুলোতে ভুলভ্রান্তি দেখা যায়। তাহলে বুঝা যায় যে, ভুলভ্রান্তিগুলো তাঁর নয় বরং তাঁর দুর্বল ছাত্রদের। ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন বলেন: কাসেম পরিপূর্ণ নির্ভরযোগ্য। ইজলী বলেন: মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। ইয়াকুব ইবনু সুফিয়ান ও তিরমিযী বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য। ইয়াকুব ইবনু শাইবা বলেন: তিনি পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী, তবে অনেক হাদীস এরূপ বলেন যা অন্য সূত্রে জানা যায় না।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এ হাদীসের সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য, শুধুমাত্র ওয়াদীন ও তাঁর উস্তাদ কাসেমের বিষয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ মুহাদ্দিস এদেরকে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। যারা তাঁদের দুর্বলতা বর্ণনা করেছেন তাঁরাও শুধুমাত্র স্মরণশক্তিগত কিছু দুর্বলতার কথা বলেছেন। মুহাদ্দিসগণের মানদণ্ড অনুসারে তাদের বর্ণিত হাদীস কোনো অবস্থাতেই "হাসান" পর্যায়ের নিচে নয়। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, হাদীসটির "হাসান" হওয়ার বিষয়ে ইমাম তাহাবীর দাবি সঠিক বলেই মনে হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন।

২. দ্বিতীয় হাদীস

ইমাম আবু দাউদ বলেন:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ وَابْنُ أَبِي زِيَادٍ، الْمَعْنَى قَرِيبٌ، قَالا: حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ جَلِيسٌ لأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ. فَقَالَ أَبُو رَسُولُ اللَّهِ مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ. وقَالَ أَبُو عَائِشَةَ وَأَنَا حَاضِرٌ: سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ.

আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনুল আলা' ও ইবনু আবী যিয়াদ বলেন- উভয়ের বর্ণনার অর্থ কাছাকাছি- তাঁরা উভয়ে বলেন: আমাদেরকে যাইদ ইবনু হুবাব, আব্দুর রাহমান ইবনু {সাবিত ইবনু} সাওবান থেকে, তাঁর পিতা থেকে, মাকহুল থেকে, তিনি বলেন : আমাকে "আবু আয়েশা" নামক আবু হুরাইরার মাজলিসের একব্যক্তি বলেন : সাহাবী সা 'ঈদ ইবনুল 'আস অপর দুই সাহাবী আবু মূসা আশ 'আরী ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামানকে (রা) প্রশ্ন করেন: রাসূলুল্লাহ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে কিভাবে তাকবীর বলতেন? আবু মূসা (রা) বলেন : তিনি ৪ বার তাকবীর বলতেন, জানাযার তাকবীরের মত। তখন হুযাইফা (রা) বলেন : তিনি সত্য বলেছেন। তখন আবু মূসা বলেন : আমি যখন বসরায় গভর্নর ছিলাম তখন এভাবেই তাকবীর প্রদান করতাম।

আবু দাউদ হাদীসটি সংকলিত করে হাদীসের কোনো দুর্বলতা উল্লেখ করেননি। অনুরূপভাবে আল্লামা আব্দুল আযীম মুনযিরীও হাদীসটি উল্লেখ করে এর কোনো দুর্বলতা উল্লেখ করেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের উভয়ের কাছে হাদীসটি হাসান বা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের। কারণ তাঁদের রীতি হলো, কোনো হাদীস যয়ীফ বা একেবারে অগ্রহণযোগ্য হলে তা উল্লেখ করা। ইমাম আবু দাউদ বলেছেন:

وَمَا كَانَ فِيْ كِتَابِيْ مِنْ حَدِيْثٍ فِيْهِ وَهْنٌ شَدِيْدٌ فَقَدْ بَيَّنْتُهُ وَمِنْهُ مَالاَ يَصِحُّ سَنَدُهُ، مَا لَمْ أَذْكُرْ فِيْهِ شَيْئاً فَهُوَ صَالِحٌ وَبَعْضُهَا أَصَحُّ مِنْ بَعْضٍ.

আমার গ্রন্থে যদি এমন কোনো হাদীস থাকে যা অত্যন্ত দুর্বল তাহলে আমি তা উল্লেখ করেছি, এর মধ্যে কিছু আছে যার সনদ সহীহ নয়। আর যে সকল হাদীস সংকলিত করে আমি কিছুই বলিনি সেগুলো গ্রহণযোগ্য। এগুলোর মধ্যে কোনোটি থেকে কোনোটি বেশি সহীহ হতে পারে।"

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইমাম আবু দাউদ হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু অন্য অনেক মুহাদ্দিস তার সাথে একমত হতে পারেননি। তাঁর দুই দিক থেকে হাদীসটির দুর্বলতা লক্ষ্য করেছেন : প্রথম: হাদীসটির সনদে দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন এবং দ্বিতীয় : হাদীসটির ভাষ্য অধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার বিপরীত। আমরা এ দু' টি বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

প্রথম বিষয় : সনদের দুর্বলতা

আমরা দেখছি যে, আবু দাউদ থেকে সাহাবীগণ পর্যন্ত সনদের মাঝে ৬ পর্যায়ে ৭ ব্যক্তি রয়েছেন: ১. মুহাম্মাদ ইবনুল আলা' , ২. ইবনু আবী যিয়াদ, ৩. যাইদ ইবনু হুবাব, ৪. আব্দুর রাহমান, ৫. তার পিতা সাবিত ইবনু সাওবান, ৬. মাকহুল ৭. আবু আয়েশা।

১. সর্বপ্রথম ব্যক্তি আবু আয়েশা। এ ব্যক্তির নাম জানা যায়নি। শুধুমাত্র এটুকু জানা যায় যে, তিনি আবু হুরাইরার একজন সহচর ছিলেন। সিরিয়ার প্রখ্যাত দুই তাবেয়ী মুহাদ্দিস মাকহুল ও খালিদ ইবনু মা' দান এ "আবু আয়েশা" থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। কোনো মুহাদ্দিস তাঁর বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো মন্তব্য করেননি। কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেও ঘোষণা দেননি। আবার তিনি অনির্ভরযোগ্য তাও কেউ বলেননি। এ জন্য ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর বিষয়ে বলেন: "তিনি মাকবূল বা শর্তসাপেক্ষ গ্রহণযোগ্য।" ইবনু হাজারের পরিভাষায় এ হলো সর্বনি¤œ পর্যায়ের গ্রহণযোগ্যতা। এ পর্যায়ের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন

مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْحَدِيْثِ إلاَّ الْقَلِيْلُ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيْهِ مَا يُتْرَكُ حَدِيْثُهُ مِنْ أَجْلِهِ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ "مَقْبُوْل" حَيْثُ يُتَابَعُ، وَإِلاَّ فَلَيِّنُ الْحَدِيْثِ.

যে ব্যক্তি অতি অল্প হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং যার বিষয়ে এমন কিছু প্রমাণিত হয়নি যে, তাঁর বর্ণিত হাদীস পরিত্যাগ করতে হবে। এ প্রকার বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে আমি বলেছি "মাকবূল" অর্থাৎ যদি অন্য কোনো দুর্বল সূত্রে এ অর্থে হাদীস পাওয়া যায় তাহলে এ ব্যক্তির বর্ণনা সে দুর্বল সূত্রের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করবে। তা নাহলে তাকে দুর্বল বলে গণ্য করা হবে।

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, কোনো হাদীস যদি শুধুমাত্র আবু আইশা বর্ণিত হয় তাহলে তা দুর্বল বলে গণ্য হবে। আর যদি এ মর্মে অন্য কোনো হাদীস পৃথক কোনো সূত্রে বর্ণিত হয় তাহলে দ্বিতীয় সূত্র এরূপ দুর্বল হলেও উভয় সূত্রের বর্ণনা একত্রে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হবে। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় এরূপ হাদীসকে "হাসান লিগাইরিহী" বা "একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য " বলা হয়।

২. আবু আইশা থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবু আব্দুল্লাহ মাকহূল শামী। তিনি সিরিয়ার প্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

৩. মাকহুল থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সাবিত ইবনু সাওবান আল-আনাসী। তিনি পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হাদীসবর্ণনাকারী ছিলেন।

৪. তার পুত্র আব্দুর রাহমান ইবনু সাবিত ইবনু সাওবান সিরিয়ার একজন নামকরা আবিদ ও বুজুর্গ ছিলেন। তবে তাঁর বর্ণিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের মতবিরোধ রয়েছে। কারণ তিনি যদিও অত্যন্ত বড় আবিদ ও বুজুর্গ ছিলেন, কিন্তু তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলো মধ্যে কিছু ভুলভ্রান্তি দেখা যায়। ভুলভ্রান্তি পরিমান সীমিত হওয়াতে অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। তবে কেউ কেউ তাকে দুর্বল বলে গণ্য করেছেন।

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল বলেন: তার হাদীস ভুলে ভরা, তিনি হাদীস বর্ণনায় শক্তিশালী নন, যদিও তিনি বড় আবেদ ছিলেন। ইজলী, আবু যুর'আ ও নাসাঈও তাঁকে দুর্বল বলে গণ্য করেছেন। ইবনু মা'য়ীন বলেন: তিনি দুর্বল, তবে (দুর্বলতা কম হওয়াতে) তাঁর হাদীস লেখা যায়। অপরদিকে আলী ইবনুল মাদীনী বলেন: ইবনু সাওবান সত্যপরায়ন গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী। তাঁর বর্ণিত হাদীস চলনসই। অনুরূপভাবে আমর ইবনু আলী ফাল্লাস, দুহাইম, আবু হাতিম রাযী, আবু দাউদ, ইবুন হিব্বান প্রমুখ ইমাম তাকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন।

উপরের সকল মতের সারসংক্ষেপ হিসাবে ইবনু হাজার বলেন: "তিনি সত্যপরায়ন ব্যক্তি। তবে কিছু ভুল করেন। শেষ জীবনে তাঁর স্মৃতিশক্তি কম হয়ে যায়।"

৫. তাঁর ছাত্র যাইদ ইবনু হুবাব, আবুল হুসাইন আল-'উকালী সত্যপরায়ন গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী। ইমাম মুসলিম তাঁর হাদীসকে সহীহ হিসাবে তাঁর সহীহ গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

৬. যাইদ ইবনু হুবাবের দুইজন ছাত্র, ইমাম আবু দাউদের দুই উস্তাদ। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা' ইবনু কুরাইব অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনুল হাকাম ইবনু আবী যিয়াদও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, হাদীসটি আব্দুর রাহমান উবনু সাবিত ইবনু সাওবান থেকে শুধু যাইদ ইবনু হুবাবই বর্ণনা করেননি। অন্যান্য মুহাদ্দিসও তাঁর থেকে হাদীসটি শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন। এথেকে

আমরা বুঝতে পারি যে, আব্দুর রাহমান ইবনু সাবিত ইবনু সাওবান পর্যন্ত হাদীসটির সনদ সহীহ হলেই হাদীসটি সহীহ বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় বিষয় : নির্ভরযোগ্য বর্ণনার বিপরীত

এ হাদীসের দুর্বলতার দ্বিতীয় দিক হলো তা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলোর বিপরীত। এ হাদীসে আমরা দেখছি যে, সাঈদ ইবনুল আস আবু মুসা আশআরীকে (রা) প্রশ্ন করলে তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ নিজে ৪ তাকবীর বলতেন। কিন্তু অন্যান্য সহীহ বর্ণনায় দেখা যায় যে, আবু মুসা আশআরী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদকে (রা) উত্তর দিতে অনুরোধ করেন এবং ইবনু মাসঊদ তাঁকে ৪ তাকবীর শিক্ষা দেন। এ বিষয়ে ইমাম বাইহাকী বলেন: এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ বিবরণ হলো আবু মুসা ও হুযাইফার (রা) কাছে প্রশ্ন করা হলে তাঁরা ইবনু মাসঊদকে উত্তর দিতে অনুরোধ করেন। তখন ইবনু মাসঊদ (রা) তাঁকে ৪ তাকবীর বলতে নির্দেশ দেন। তিনি বিষয়টিকে রাসূলুল্লাহ -এর কর্ম বা নির্দেশ বলে উল্লেখ করেননি।

৩. উপরের হাদীসদ্বয়ের পর্যালোচনা

প্রথম : সনদ ও নির্ভরযোগ্যতা

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবু দাউদ সংকলিত এ হাদীসের সনদে দু' জন বর্ণনাকারীর গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে প্রশ্ন রয়েছে। প্রথম আবু আয়েশা ও দ্বিতীয় আব্দুর রাহমান। উভয়ের বর্ণনার মধ্যেই কিছু দুর্বলতা রয়েছে। আবু আয়েশার বিষয়ে ইবনু হাজার উল্লেখ করেছেন যে, অন্য কোনো সূত্রে হাদীস বর্ণিত হলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আর আব্দুর রাহমান ইবনু সাবিত ইবনু সাওবানকে অধিকাংশ মুহাদ্দিসই গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। যাঁরা তাঁর দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন তাঁরাও তাঁকে পরিত্যক্ত বলেননি। শুধুমাত্র হাদীস মুখস্থ করার ক্ষেত্রে তাঁর কিছু দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। এ প্রকারের দুর্বল বর্ণনাকারীর হাদীসের অর্থে যদি অন্য কোনো দুর্বল সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয় তাহলে তা একাধিক সনদের কারণে গ্রহণযোগ্য বা "হাসান লিগাইরিহী" বলে গণ্য হবে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, অনেক মুহাদ্দিসের মতেই এ হাদীসটি হাসান বা গ্রহণযোগ্য। কারণ তাঁরা আবু আইশা ও আব্দুর রাহমানের হাদীস গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। আর যাঁরা তাঁদের হাদীস যয়ীফ বা দুর্বল বলে গণ্য করেছেন তাঁদের মতানুসারেও হাদীসটি "হাসান লি গাইরিহী" বা "একাধিক সূত্রের কারণে গ্রহণযোগ্য" । কারণ প্রথম হাদীসটি পৃথক সূত্রে একই অর্থে বর্ণিত হয়েছে। এজন্য উভয় হাদীস পৃথকভাবে গ্রহণযোগ্য বা "হাসান লিযাতিহী" বলে গণ্য না হলেও উভয়ে একত্রে "হাসান লিগাইরিহী" পর্যায়ের গ্রহণযোগ্য হাদীস বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় : ৪ তাকবীর বনাম ৮ তাকবীর

দ্বিতীয় হাদীসে বলা হয়েছে ঈদের সালাতের তাকবীরের সংখ্যা জানাযার তাকবীরের মত ৪ তাকবীর। এ কথার দুই প্রকার অর্থ হতে পারে:

প্রথম সম্ভাবনা : ঈদের দু রাক 'আত সালাতে মোট ৪ বার তাকবীর বলতে হবে। এগুলো সবই অতিরিক্ত হতে পারে বা এর মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীর অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। যক্ষেত্রে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা হবে ১, ২ বা ৩ তাকবীর। অতিরিক্ত তাকবীরটি বা তাকবীরগুলো এক রাক'আতে হতে পারে বা দু রাক 'আতে হতে পারে।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা হলো, প্রত্যেক রাক ‘আতে ৪ তাকবীর বলতে হবে। এতে দু রাক ‘আতে মোট আট তাকবীর বলা হবে।

প্রথম হাদীসে দিকে লক্ষ্য করলে এ অস্পষ্টতা দূর হয়ে যায়। প্রথম হাদীসে সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক রাক ‘আতে ৪ তাকবীর বলা হবে। সাথে সাথে “জানাযার মত ৪ তাকবীর” দিতে হবে বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক রাক ‘আত সালাতকে পৃথকভাবে জানাযার সালাতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এজন্য প্রত্যেক রাক ‘আতে ৪ তাকবীরের কথা উল্লেখ করার পরে বলা হয়েছে ‘জানাযার মত ৪ তাকবীর’ দিতে হবে।

তৃতীয় : ৮ তাকবীর বনাম ৬ তাকবীর

উপরের আলোচনা থেকে আমরা মনে করতে পারি যে, উপরের দু’ টি হাদীস একত্রে হাসান লি গাইরিহী পর্যায়ের মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হাদীস, যা থেকে আমরা জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের সালাতে দুই রাক ‘আতে ৪ তাকবীর হিসাবে মোট আট তাকবীর বলতেন। এখন প্রশ্ন হলো এ ৮ তাকবীর সবই কি অতিরিক্ত? অথবা তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীর সহ এ ৮ সংখ্যা গণনা করা হয়েছে? তাহলে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা হবে ৭, ৬ অথবা ৫।

উপরের দু’ টি বর্ণনায় এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। তবে ইমাম বাইহাকী এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদের যে হাদীসের কথা উল্লেখ করেছেন সে হাদীসে এবং এ বিষয়ক অনেক মাউকূফ (সাহাবীগণের কর্ম বিষয়ক) হাদীসে এ ৮ তাকবীরের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও সুস্পষ্ট বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। আমরা এখন এ সকল মাউকূফ হাদীস আলোচনা করতে চাই। মহান আল্লাহর দরবারে তাওফীক ও কবুলিয়্যত প্রার্থনা করছি।

খ. মাউকূফ হাদীস

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, ১২ তাকবীর বিষয়ে মারফূ বা রাসূলুল্লাহ –এর কর্ম বা কথা হিসাবে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে প্রায় সবই দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা। দুই একটি হাসান পর্যায়ের বর্ণনা রয়েছে। পক্ষান্তরে এ বিষয়ক মাউকূফ বা সাহাবীগণের কর্ম বা কথা হিসাবে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে বেশ কিছু অত্যন্ত বিশুদ্ধ বা সহীহ হাদীস রয়েছে।

৮ বা ৯ তাকবীর বিষয়ক হাদীসের ক্ষেত্রেও আমরা একই অবস্থা দেখতে পাই। আমরা দেখতে পেলাম যে এ বিষয়ে দু’ টি মারফূ হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং দু’ টির সনদেই দুর্বলতা রয়েছে। পক্ষান্তরে এ বিষয়ক মাউকূফ হাদীসগুলোর মধ্যে অধিকংশই অত্যন্ত সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। নি েœর আলোচনা থেকে আমরা তা বুঝতে পারব, ইনশা আল্লাহ। নি েœ আমরা এ বিষয়ে ৮ জন সাহাবীর কর্ম বা কথা আলোচনা করব: ১. ইবনু মাসঊদ, ২. হুযাইফা, ৩. আবু মূসা আশ ‘আরী, ৪. আবু মাসঊদ আনসারী, ৫. ইবনু আব্বাস, ৬. মুগীরা ইবনু শু’ বা, ৭. আনাস ইবনু মালিক ও ৮. আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর, রদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

১. ইবনু মাসঊদ, হুযাইফা, আবু মূসা ও আবু মাসউদের (রা) মত ও কর্ম

ক. প্রথম হাদীস

ইবনু আবী শাইবা বলেন:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُوسَى، وَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَمِيرًا مِنْ أُمَرَاءِ الْكُوفَةِ قَالَ سُفْيَانُ أَحَدُهُمَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَقَالَ: الآخَرُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ بَعَثَ إِلَى عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ حَضَرَ فَمَا تَرَوْنَ؟ فَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: تُكَبِّرُ تِسْعًا؛ تَكْبِيرَةٍ تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاَةَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ ثَلاَثًا، ثُمَّ تَقْرَأُ سُورَةً، ثُمَّ تُكَبِّرُ، ثُمَّ تَرْكَعُ، ثُمَّ تَقُومُ فَتَقْرَأُ سُورَةً، ثُمَّ تُكَبِّرُ أَرْبَعًا، تَرْكَعُ بِإِحْدَاهُنَّ.

আমাদেরকে ওকী’ বলেছেন, সুফিয়ান থেকে, তিনি দু’ জন উস্তাদ থেকে: ১. আবু ইসহাক সুবাইয়ী থেকে, আব্দুল্লাহ ইবনু আবী মূসা থেকে এবং ২. হাম্মাদ থেকে ইবরাহীম থেকে, তাঁরা উভয়ে বলেছেন কুফার এক গভর্নর- সুফিয়ান বলেন আমার দু’ জন উস্তাদের একজন বলেছেন : গভর্নরের নাম সাঈদ ইবনুল আস আর অপরজন বলেছেন : তাঁর নাম ওয়ালীদ ইবনু উকবাহ- তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ও আব্দুল্লাহ ইবনু কাইস- আবু মূসা আশআরী (রা) তিনজনের কাছে দূত প্রেরণ করে জানতে চান: ঈদ তো এসে যল? তাহলে ঈদের সালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্মন্ধে আপনাদের কি মত? তখন তাঁরা সকলে মিলে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদকে দায়িত্ব প্রদান করলেন। তিনি বলেন: ৯ বার তাকবীর বলবে। এক তাকবীর বলে সালাত শুরু করবে (তাকবীরে তাহরীমা) এরপর তিনবার তাকবীর বলবে। এরপর কুরআন পাঠ করবে। এরপর তাকবীর বলে রুকু করবে। এরপর (রুকু-সাজদা থেকে) উঠে দাঁড়াবে। তখন কুরআনের সূরা পাঠ করবে। এরপর ৪ বার তাকবীর বলবে। চার তাকবীরের এক তাকবীর বলে রুকুতে যাবে।

এ হাদীসের সনদ সহীহ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। ওকী ‘য় ইবনুল জাররাহ অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাফেযে হাদীস ও বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী। সুফিয়ান ইবনু সাঈদ আস-সাওরী হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম ইমাম ও বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারীগণের অন্যতম। সুফিয়ান সাওরী হাদীসটি দু’ টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। প্রথম সূত্রে আবু ইসহাক আব্দুল্লাহ ইবনু মূসা থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু ইসহাক সুবাইয়ী আমর ইবনু আব্দুল্লাহ পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী। আব্দুল্লাহ ইবনু আবী মূসা আবুল আসওয়াদও পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী। তাঁদের সকলের হাদীসই ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম সহ সকল মুহাদ্দিস সহীহ হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের বর্ণনা সহীহাইনে সংকলিত হয়েছে। শুধুমাত্র সর্বশেষ ব্যক্তি আবু মূসা বর্ণিত হাদীস ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে সংকলিত করেননি। তবে ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে তাঁর হাদীস সংকলিত করেছেন। দ্বিতীয় সনদে সুফিয়ান সাওরী হাদীসটি হাম্মাদের মাধ্যমে ইবরাহীম নাখয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন। আমরা পরবর্তী হাদীসের আলোচনায় দেখব যে, তাঁরাও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এ হাদীসটি অত্যন্ত বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে, যা সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসের মানসম্পন্ন।

উপরের হাদীস থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় বুঝতে পারি:

প্রথম : এ হাদীস উপরের হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করছে। আমরা বুঝতে পারছি যে, সাহাবী যখন বলেন: ৮ তাকবীর বা ৯ তাকবীর তখন তিনি বুঝান, মুসাল্লী সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় কতগুলো তাকবীর বলবেন। এজন্য তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীরও সেগুলোর মধ্যে গণনা করেন। আবার কখনো শুধুমাত্র একত্রে পঠিত তাকবীরগুলো গণনা করেন। ফলে তাকবীরের সংখ্যার বর্ণনায় কমবেশি হয়।

এ বর্ণনায় আমরা দেখছি যে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ৯ তাকবীর বলার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তাঁর বিস্তারিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমরা দেখছি যে সেগুলোর মধ্যে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা ৬ বাকী তিনটি তাকবীর সালাতের মূল তাকবীর : তাকবীরে তাহরীমা ও দুই রাক ‘আতে দুই রুকুর তাকবীর।

৮ তাকবীর বলতেও একই অর্থ গ্রহণ করা হয়। যক্ষেত্রে প্রথম রাক ‘আতের রুকুর তাকবীর বাদ দিয়ে গণনা করা হয়, কারণ এ তাকবীরটি পৃথকভাবে বলা হয়। প্রথম রাক ‘আতে তাকবীরে তাহরীমা ও তিনটি অতিরিক্ত তাকবীর একত্রে বলা হয়। আর দ্বিতীয় রাক ‘আতে তিনটি অতিরিক্ত তাকবীর ও রুকুর তাকবীর একত্রে বলা হয়। এ দিকে লক্ষ্য রেখে অনেক সময় বর্ণনাকারী সাহাবী বা তাবেয়ী ৮ তাকবীর বলেন। উভয় সংখ্যার উদ্দেশ্য একই। পরবর্তী হাদীসগুলো থেকে আমরা বিষয়টির আরো ব্যাখ্যা পাব।

দ্বিতীয় : আমরা এ হাদীস থেকে বুঝতে পারছি যে, ঈদের তাকবীরের বিষয়টি মুসলিম সমাজে সে সময়ে কিছুটা অস্পষ্ট ছিল। প্রশ্নকারী সাঈদ ইবনুল আস (মৃত্যু ৫৯ হি) বা ওয়ালীদ ইবনু উকবা (মৃত্যু ৬১ হি) উভয়েই মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণকারী শেষ পর্যায়ের অল্পবয়স্ক সাহাবী ছিলেন। তাঁরা উসমান (রা) ও মু ‘আবিয়ার (রা) শাসনামলে কিছু সময় কুফার গভর্ণর ছিলেন। স্বভাবতই প্রশ্নের সময় ছিল উসমানের শাসনামলে (২৩-৩৫ হি), কারণ আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ উসমানের খেলাফতের শেষ দিকে ৩২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

এ সময়ে এ সাহাবী প্রশাসকের প্রশ্ন থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, মুসলিম সমাজে সুস্পষ্টই জানা ছিল যে ঈদের সালাতে অতিরিক্ত কিছু তাকবীর বলতে হয়। কিন্তু সেগুলোর সংখ্যা ও পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা অস্পষ্টতা ছিল। এজন্য এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ -এর সঠিক শিক্ষা ও নির্দেশনা জানার জন্য তাঁরা এ সকল প্রাচীন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচার্যে জীবন কাটানো সাহাবীগণকে প্রশ্ন করেছেন।

তৃতীয়ত : এ হাদীসটি যদিও মাউকূফ, অর্থাৎ সাহাবীর কর্ম বা মত হিসাবে বর্ণিত, তবে তাকে মারফূ বা রাসূলুল্লাহ -এর শিক্ষা হিসাবে গণ্য করা উচিত। কারণ, আমরা মনে করতে পারি না যে, প্রশ্নকারী সাহাবী ও কুফার গভর্ণর সালাতুল ঈদের বিষয়ে এ সকল সাহাবীর কাছে তাঁদের নিজস্ব মতামত জানার জন্য প্রশ্ন করেছেন। বরং একথা সুস্পষ্ট যে, তাঁরা এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ -এর শেখানো ও আচরিত পদ্ধতি জানার জন্যই প্রশ্ন করেছেন।

অনুরূপভাবে আমরা মনে করতে পারি না যে, এ সকল সাহাবী সমবেতভাবে ঈদের সালাতের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের মধ্যে পালনীয় কোনো কর্মের বিষয়ে মনগড়াভাবে কিছু বলবেন। স্বভাবতই আমরা মনে করি যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ -এর শিক্ষার আলোকেই প্রশ্নকারী সাহাবীকে উপরের পদ্ধতি ও সংখ্যা শিক্ষা দান করেছেন। পরবর্তী আলোচনায় আমরা বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট দেখতে পাব।

খ. দ্বিতীয় হাদীস

তৃতীয় শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম ইসমাঈল ইবনু ইসহাক আল-কাযী (২৮২হি) বলেন :

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ الدَّسْتُوائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ يَوْماً، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ (٢)، ثُمَّ تَدْعُو وَ تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاَةَ، وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ (١) تُكَبِّرُ وَتَرْكَعُ ، ثُمَّ تَقُومُ وَتَقْرَأُ وَتَحْمَدُ (٥) تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَقْرَأُ، ثُمَّ (٤) تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ (٣) تُكَبِّرُ (٨) تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ (٧) تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ (٦) ثُمَّ تَدْعُو، رَبَّكَ وَتُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَرْكَعُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ وَأَبُوْ مُوْسَى: صَدَقَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمنِ.

আমাদেরকে মুসলিম ইবনু ইবরাহীম বলেছেন, আমাদেরকে হিশাম ইবনু আবু আব্দুল্লাহ দাসতুয়াঈ বলেছেন, আমাদেরকে হাম্মাদ ইবনু আবু সুলাইমান বলেছেন, ইবরাহীম থেকে, আলকামা থেকে, তিনি

বলেন: ইবনু মাসঊদ, আবু মূসা আশ ‘আরী, হুযাইফা (রা) তিনজনের কাছে ওয়ালীদ ইবনু উকবা ঈদের আগের দিন আগমন করেন। তিনি তাঁদেরকে বলেন : ঈদ তো নিকটে এসে যল, ঈদের তাকবীর কিভাবে বলতে হবে? তখন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ বলেন : ১. একটি তাকবীর বলে সালাত শুরু করবে। তোমার প্রভুর হামদ-সানা বলবে এবং নবী মুহাম্মাদের ( ) উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করবে। এরপর দোয়া করবে এবং ২. তাকবীর বলবে ও পূর্বের মত (হামদ-সানা, দরুদ ও দোয়া) করবে। এরপর ৩. তাকবীর বলবে এবং অনুরূপ করবে। এরপর ৪. তাকবীর বলবে এবং অনুরূপ করবে। এরপর কুরআন পাঠ করবে। এরপর ৫. তাকবীর বলবে এবং রুকু করবে। এরপর উঠে দাঁড়াবে এবং কুরআন পাঠ করবে, তোমার প্রভুর হামদ-প্রশংসা করবে এবং নবী মুহাম্মাদের ( ) উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করবে। এরপর দোয়া করবে। ৬. তাকবীর বলবে এবং অনুরূপ করবে। এরপর ৭. তাকবীর বলবে এবং অনুরূপ করবে। এরপর ৮. তাকবীর বলবে এবং অনুরূপ করবে। এরপর রুকু করবে। তখন হুযাইফা ও আবু মূসা (রা) বলেন: ইবনু মাসঊদ সত্য বলেছেন।

এ হাদীসটিও সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসের পর্যায়ে সহীহ বলে গণ্য। কারণ এর সনদে উল্লেখিত সকল বর্ণনাকারীর হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে সংকলিত হয়েছে, শুধুমাত্র হাম্মাদ ইবনু আবু সুলাইমানের হাদীস সহীহ মুসলিমে সংকলিত হয়েছে, সহীহ বুখারীতে সংকলিত হয়নি।

মুসলিম ইবনু ইবরাহীম আযদী ফারাহীদী, হিশাম ইবনু আবু আব্দুল্লাহ সানবার আবু বাকর দাসতুয়াঈ, উভয়েই অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী। বুখারী ও মুসলিমে তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন।

হাম্মাদ ইবনু আবু সুলাইমান কুফার অন্যতম ফকীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী। ইমাম মুসলিম তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন।

তাবেয়ী ইবরাহীম ইবনু ইয়াযিদ আন-নাখয়ী কূফার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ফকীহ ও বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারীগণের অন্যতম। আলকামা ইবনু কাইস ইবনু আব্দুল্লাহ প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আবেদ ও হাদীস বর্ণনায় অন্যতম নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস। তাঁদের উভয়ের হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম সহ অন্যান্য সকল হাদীস গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, এ মাউকূফ হাদীসটি অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান সাখাবী (৯০২হি) বলেন : “হাদীসটির সনদ সহীহ।”

উপরের হাদীস থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় বুঝতে পারছি:

প্রথম: দ্বিতীয় হাদীসের ঘটনাটি প্রথম হাদীসে বর্ণিত ঘটনা থেকে পৃথক হওয়া সম্ভব। তবে বাহ্যত দুটি হাদীসই একই ঘটনার বর্ণনা। সম্ভবত উপস্থিত তাবেয়ীগণ প্রত্যেকে নিজের পদ্ধতিতে পুরো ঘটনার আংশিক বর্ণনা দিয়েছেন। এজন্য উভয় বর্ণনার মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। তবে তাকবীরের সংখ্য ও সময় সর্ম্পকে উভয় হাদীস একই বর্ণনা প্রদান করেছে।

দ্বিতীয়: এ বর্ণনা থেকে আমরা আরো সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি যে, ঈদের সালাতের তাকবীর প্রদানের বিষয়ে ইবনু মাসঊদের এ নির্দেশ তাঁর নিজের মত নয়, বরং রাসূলুল্লাহ -এর শিক্ষার কথাই তিনি জানিয়েছেন। কারণ, যদি তা ইবনু মাসঊদের নির্দেশ হতো তাহলে অপর দুই সাহাবী “ইবনু মাসঊদ সত্য বলেছেন” বলতেন না। কোনো নির্দেশ বা মতামতকে সাধারণত সত্য বা মিথ্যা বলা হয় না। তাঁদের কথা থেকে বুঝা যায় যে, তাঁরা বুঝতে পেরেছিনে, প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উদ্দেশ্য এ

ইবাদতের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ -এর সুন্নাত, কর্ম ও নির্দেশ জানা। আর এ জন্য তাঁরা প্রশ্নকারীর প্রশান্তি ও নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য এ কথা বলেন। তাঁদের কথার স্বাভাবিক অর্থ: ইবনু মাসঊদ সঠিকভাবেই বর্ণনা করেছেন, এভাবেই রাসূলুল্লাহ ঈদের তাকবীর প্রদান করেছেন বা করতে শিক্ষা দিয়েছেন।

গ. তৃতীয় হাদীস

ইমাম সুলাইমান ইবনু আহমদ তাবারানী বলেন:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ثَنَا مَسْرُوْقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ ثَنَا ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ كُرْدُوْسٍ قَالَ: أَرْسَلَ الْوَلِيْدُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَحُذَيْفَةَ وَأَبِيْ مَسْعُوْدٍ وَأَبِيْ مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا عِيْدُ الْمُسْلِمِيْنَ فَكَيْفَ الصَّلاَةُ؟ فَقَالُوْا: سَلْ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يَقُوْمُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعاً ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ فَتِلْكَ خَمْسٌ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً يَرْكَعُ فِيْ آخِرِهِنَّ فَتِلْكَ تِسْعٌ فِيْ الْعِيْدَيْنِ فَمَا أَنْكَرَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ.

আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ হাদরামী বলেছেন, আমাদেরকে মাসরূক ইবনুল মারযূবান বলেছেন, আমাদেরকে ইবনু আবী যাইদা বলেছেন, আশ ‘আস থেকে কুরদূস থেকে, তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, হুযাইফা, আবূ মাসঊদ ও আবূ মূসা আশ ‘আরীর (রা) কাছে ওয়ালীদ সন্ধ্যার পরে দূত প্রেরণ করে। তিনি বলেন : মুসলিমদের ঈদ তো এসে যল, ঈদের সালাত কিভাবে আদায় করতে হবে? তাঁরা সকলেই বললেন: ইবনু মাসঊদকে জিজ্ঞাসা করুন। তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তরে বলেন: দাঁড়িয়ে ৪ বার তাকবীর বলবে। এরপর সূরা ফাতিহা ও মুফাসসাল সূরাগুলো থেকে একটি সূরা পাঠ করবে। এরপর তাকবীর বলবে এবং রুকু করবে। এ হলো ৫ টি তাকবীর। এরপর দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা ও মুফাসসাল সূরাগুলোর একটি সূরা পাঠ করবে। এরপর ৪ বার তাকবীর বলবে। শেষ তাকবীরে রুকু করবে। এ হলো ৯ তাকবীর। উপস্থিত সাহাবীগণ কেউ তাঁর এ কথার কোনো প্রতিবাদ বা আপত্তি করলেন না।

এ হাদীসটির সনদ সহীহ। হাফিজ হাইসামী (৮০৭ হি) বলেন: (رجاله موثوقون) “এ সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।”

ঘ. চতুর্থ হাদীস

উপরের হাদীসটি ইবনু আবী শাইবা অন্য সনদে সংকলন করে বলেন:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ كُرْدُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ الْعِيدِ أَرْسَلَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَقَالَ لَهُم: إِنَّ الْعِيدَ غَدًا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَقُومُ فَتُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَتَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ لَيْسَ مِنْ طِوَالِهَا وَلاَ مِنْ قِصَارِهَا ثُمَّ تَرْكَعُ ثُمَّ تَقُومُ فَتَقْرَأُ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كَبَّرْتَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ تَرْكَعُ بِالرَّابِعَةِ.

আমাদেরকে হুশাইম বলেছেন, আশ ‘আস থেকে কুরদূস থেকে ইবনু আব্বাস (রা) থেকে: ঈদের রাতে ইবনু মাসঊদ, আবূ মাসঊদ, হুযাইফা ও আবূ মূসা আশ ‘আরীর (রা) কাছে ওয়ালীদ ইবনু উকবা দূত প্রেরণ করে। তিনি তাঁদেরকে বলেন: আগামী কাল তো ঈদ, তাকবীর কিভাবে বলতে হবে? তখন ইবনু মাসঊদ বলেন: (সালাতে) দাঁড়িয়ে ৪ বার তাকবীর বলবে। এরপর সূরা ফাতিহা এবং মুফাস্সাল সূরাগুলোর মধ্য থেকে একটি সূরা পাঠ করবে। সূরাটি খুব বেশি বড়ও হবেনা আবার ছোটও হবেনা। এরপর রুকু করবে। এরপর উঠে দাঁড়াবে এবং কুরআন পাঠ করবে। যখন কুরআন পাঠ শেষ হবে তখন ৪ বার তাকবীর বলবে। এরপর চতুর্থ তাকবীরের সাথে রুকু করবে। ”

ঙ. পঞ্চম হাদীস

ইমাম তাবারানী বলেন :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الأَزْدِيُّ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ كُرْدُوْسٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ يُكَبِّرُ فِيْ الأَضْحَى وَالْفِطْرِ تِسْعاً تِسْعاً يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعاً ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً فَيَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَقُوْمُ فِيْ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ فَيَبْدَأُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً يَرْكَعُ بِإِحْدَاهُنَّ.

আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনুন নাদর আল-আযদী বলেছেন, আমাদেরকে মু ‘আবিয়া ইবনু আমর বলেছেন, আমাদেরকে যাইদা বলেছেন, আব্দুল মালিক ইবনু উমাইর থেকে, কুরদাউস থেকে, তিনি বলেছেন: আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) ঈদুল ফিতরে ও ঈদুল আযহায় ৯ বার ৯ বার করে তাকবীর বলতেন। শুরুতে ৪ বার তাকবীর বলতেন। এরপর কুরআন পাঠ করতেন। এরপর একটি তাকবীর বলে রুকু করতেন। এরপর দ্বিতীয় রাক ‘আতে উঠে দাঁড়াতেন। দ্বিতীয় রাক ‘আত শুরু করে প্রথমে কুরআন পাঠ করতেন। এরপর ৪ বার তাকবীর বলতেন। ৪ তাকবীরের এক তাকবীরের সাথে রুকু করতেন।

হাদীসটির সনদ সহীহ। আল্লামা নূরুদ্দীন হাইসামী বলেন : (رجاله ثقات) “হাদীসটির সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।”

চ. ষষ্ঠ হাদীস

ইমাম তাবারানী বলেন :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ عَنْ أَبِيْ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: التَّكْبِيْرُ فِيْ الْعِيْدَيْنِ أَرْبَعاً، كَالصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ.

আমাদেরকে আলী ইবনু আব্দুল আযীব বলেছেন, আমাদেরকে আবু নু ‘আইম বলেছেন, আমাদেরকে সুফিয়ান বলেছেন, আলী ইবনুল আকমার থেকে আবু আতিয়্যাহ থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ থেকে, তিনি বলেছেন: দুই ঈদের তাকবীর ৪ বার করে, ঠিক মৃতের উপর (জানাযার) সালাতের মত।

এ হাদীসটির সনদও সহীহ। আল্লামা নূরুদ্দীন হাইসামী বলেন: (رجاله ثقات) “এ হাদীসের সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ থেকে এ অর্থে আরো অনেক হাদীস সহীহ সনদে বর্ণনা ও সংকলন করেছেন। সেগুলোর কোনোটিতে বলা হয়েছে, ঈদের তাকবীরের সংখ্যা ৮, প্রথম রাক ‘আতের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমা সহ ৪ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক ‘আতের শেষে রুকুর তাকবীর সহ ৪ তাকবীর। অন্য হাদীসগুলোতে বলা হয়েছে তাকবীরের সংখ্যা ৯ প্রথম রাক ‘আতে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীর সহ ৫ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক ‘আতে রুকুর তাকবীর সহ ৪ তাকবীর। সকল হাদীসের অর্থ একই। তাহলো ঈদের সালাতের অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা ৬।

২. ইবনু আব্বাস ও মুগীরাহ ইবনু শু ‘বার (রা) মত ও কর্ম

ক. প্রথম হাদীস

ইমাম আব্দুর রাযযাক ইবনু হাম্মাম সান ‘আনী (২১১ হি) বলেন :

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِيْ الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ فِيْ صَلاَةِ الْعِيْدِ بِالْبَصْرَةِ تِسْعَ تَكْبِيْرَاتٍ، وَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ. قَالَ: وَشَهِدْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْضاً. فَسَأَلْتُ خَالِداً كَيْفَ فَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَفَسَّرَ لَنَا كَمَا صَنَعَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فِيْ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ سَوَاءً.

আমাদেরকে ইসমাঈল ইবনু আবুল ওয়ালীদ বলেছেন, আমাদেরকে খালিদ আল-হাযযা বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস থেকে, তিনি বলেন: আমি বসরায় ইবনু আব্বাসের (রা) সাথে ঈদের সালাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি ঈদের সালাতে ৯ বার তাকবীর বলেন। তিনি প্রথম রাক 'আতের শুরুতে ও দ্বিতীয় রাক 'আতের শেষে তাকবীর বলেন। এভাবে দুই রাক 'আতের কুরআন পাঠের মাঝে কোনো অতিরিক্ত তাকবীর থাকে না। আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস আরো বলেন : আমি মুগীরা ইবনু শু 'বাকেও (রা) অনুরূপ করতে দেখেছি। ইসমাঈল বলেন: আমি খালিদ আল-হাযযাকে ইবনু আব্বাসের কর্মের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি ইবনু আব্বাসের তাকবীর পদ্ধতির যে ব্যাখ্যা দিলেন তা অবিকল ইবনু মাসঊদের তাকবীর পদ্ধতির সাথে মিলে যল। আবু ইসহাক আস-সুবাইয়ী ইবনু মাসঊদের যে তাকবীর পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন (ইবনু মাসঊদের প্রথম হাদীস) খালিদের বর্ণনায় ইবনু আব্বাসের তাকবীর পদ্ধতি অবিকল একই।

এ হাদীসটি ইবনু আবী শাইবাও সংকলিত করেছেন। তিনি বলেন:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ عِيدٍ فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ؛ خَمْسًا فِي الأُولَى وَأَرْبَعًا فِي الآخِرَةِ ، وَوَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ

আমাদেরকে হুশাইম বলেছেন, আমাদেরকে খালিদ বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস থেকে, তিনি বলেন: ইবনু আব্বাস আমাদেরকে নিয়ে ঈদের সালাত আদায় করলেন। তিনি ৯ বার তাকবীর বললেন: প্রথম রাক 'আতে ৫ বার ও দ্বিতীয় রাক 'আতে ৪ বার। তিনি দুই রাক 'আতের কুরআন পাঠের মধ্যে কোনো অতিরিক্ত তাকবীর বলেন না। অর্থাৎ তিনি প্রথম রাক 'আতের প্রথমে ও শেষ রাক ' আতের শেষে তাকবীর বলেন।

ইবনু আব্বাসের এ হাদীসটির সনদ অত্যন্ত বিশুদ্ধ। হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসের পর্যায়ের সহীহ। কারণ এ হাদীসের সনদের সকল বর্ণনাকারীর হাদীস এ গ্রন্থদ্বয়ে সংকলিত হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও মুগীরা ইবনু শু 'বা থেকে যিনি বিষয়টি বর্ণনা করেছেন তিনি হলেন আবুল ওয়ালীদ আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস আল-আনসারী। তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য তাবেয়ী মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্য সকল গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাঁর থেকে হাদীসটি যিনি বর্ণনা করেছেন, খালিদ ইবনু মিহরান আল-হাযযাও সুপ্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসও ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম সহীহ হিসাবে তাঁদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে সংকলিত করেছেন। তাঁর ছাত্র (ইবনু আবী শাইবার উস্তাদ) হুশাইম ইবনু বাশীর ইবনুল কাসিমও অনুরূপভাবে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তাঁর বর্ণিত হাদীসকে সহীহ হিসাবে নিজেদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে সংকলিত করেছেন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইবনু আব্বাস থেকে বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনিও ইবনু মাসঊদ ও অন্যান্য সাহাবীগণের ন্যায় ঈদের সালাতে অতিরিক্ত ৬ তাকবীর বলতেন। উপরে উল্লেখিত ইবনু মাসঊদের হাদীস ও ইবনু আব্বাসের হাদীসের বিশুদ্ধতার বিষয়ে ইবনু হাযম যাহিরী বলেন:

وَهَذَانِ الإِسْنَادَانِ فِيْ غَايَةِ الصِّحَّةِ

"এ দুটি সনদ বিশুদ্ধতার চূড়ান্ত পর্যায়ে।"

খ. দ্বিতীয় হাদীস

ইমাম আবু জা' ফর তাহাবী বলেন :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ ثنا رَوْحٌ قَالَ ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَاءَ كَبَّرَ سَبْعًا، وَمَنْ شَاءَ كَبَّرَ تِسْعًا، وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَثَلاثَ عَشْرَةَ.

আমাদেরকে আবু বাকরাহ বলেছেন, আমাদেরকে রূহ বলেছেন, আমাদেরকে সাঈদ বলেছেন, কাতাদাহ থেকে, ইকরিমাহ থেকে, ইবনু আব্বাস থেকে, তিনি বলেছেন: যে চাইবে ৭ বার তাকবীর বলবে, যে চাইবে ৯ বার তাকবীর বলবে অথবা ১১ বার বা ১৩ বার তাকবীর বলবে।

এ হাদীসের সনদও সহীহ। শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন :

وَعِكْرِمَةُ ثِقَةٌ احْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ. وَسَائِرُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، فَالإِسْنَادُ صَحِيْحٌ.

ইকরিমাহ নির্ভরযোগ্য, বুখারী তাঁর বর্ণনার উপর নির্ভর করেছেন। সনদের বাকী বর্ণনাকারীগণও নির্ভরযোগ্য। কাজেই এ সনদটি সহীহ।"

৩. আনাস ইবনু মালিকের (রা) কর্ম

ইবনু আবী শাইবা বলেন :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ تِسْعًا، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ.

আমাদেরকে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ বলেছেন, আশ 'আস থেকে, মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন থেকে আনাস (রা) থেকে, তিনি ঈদের সালাতে ৯ বার তাকবীর বলতেন। ইবনু আবী শাইবা বলেন : এরপর তিনি তাকবীরের বর্ণনা দেন ইবনু মাসঊদের (রা) হাদীসের অনুরূপ।

এ হাদীসটির সনদ "সহীহ" অথবা অন্তত "হাসান" ইবনু আবী শাইবার শিক্ষক ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ ইবনু ফাররূখ আল-কাত্তান হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম ইমাম। তিনি শুধু বিশুদ্ধতম হাদীস বর্ণনাকারীই ছিলেন না, উপরন্তু হাদীসের সনদ বিচারের অন্যতম ইমাম ছিলেন। তিনি "আশ 'আস" থেকে হাদীসটি শুনেছেন। আশআসের পিতার নাম এখানে উল্লেখ করা হয়নি। ফলে অস্পষ্টতা এসেছে। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদের উস্তাদ পর্যায়ে যাদের নাম আশ 'আস তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন আশ ' আস ইবনু আব্দুল মালিক আল-হুমরানী। তিনি পূর্ণ নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। দ্বিতীয় সম্ভাবনা হলো যে এখানে আশ 'আস বলতে আশ 'আস ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু জাবির। তিনি সত্যপরায়ন গ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। আর মুহাম্মাদ ইবনু সীরীনের কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি তাবেয়ীগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিদ, ফকীহ ও মুহাদ্দিস।

এভাবে আমরা দেখছি যে, আশ 'আস যদি আশ 'আস ইবনু আব্দুল মালিক হন, তাহলে হাদীসটির সনদ সহীহ। আর যদি আশ 'আস ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু জাবির হন তাহলে হাদীসটির সনদ হাসান।

৪. আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের (রা) কর্ম

আব্দুর রাযযাক সান 'আনী বলেন:

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: ... إِنَّ يُوْسُفَ بْنَ مَاهِكٍ أَخْبَرَنِيْ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ لاَ يُكَبِّرُ إِلاَّ أَرْبَعاً فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَوَاءً يُكَبِّرُهُنَّ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْهُ.

ইবনু জুরাইজ থেকে, তিনি আতাকে বলেছেন: .... ইউসূফ ইবনু মাহিক আমাকে বলেছেন : আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর প্রত্যেক রাক ‘আতে ৪ তাকবীর ছাড়া বলতেন না, তিনি দু রাক ‘আতেই এভাবে ৪ তাকবীর বলতেন। আমরা তাঁর থেকে তা শুনেছি।

এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উভয় গ্রন্থে সংকলিত হাদীসের পর্যায়ের সহীহ হাদীস। ইউসূফ ইবনু মাহিক ইবনু বাহযাদ মাক্কী পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। আব্দুল মালিক ইবনু আব্দুল আযীয ইবনু জুরাইজ মাক্কী প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিস ও ফকীহ। তাঁদের উভয়ের হাদীসই ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম সহীহ হিসাবে সংকলিত করেছেন।

বাহ্যত মনে হয় ৪ তাকবীর বলতে ইবনু মাসঊদ ও অন্যান্য সাহাবীর অনুরূপ প্রথম রাক ‘আতে তাকবীরে তাহরীমা সহ ৪ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক ‘আতে রুকুর তাকবীরসহ ৪ তাকবীর বুঝানো হয়েছে। এ অর্থে ইবনু যুবাইরের কর্ম উপরোক্ত সাহাবীগণের কর্মের সাথে মিলে যায় এবং ৮ তাকবীরের মধ্যে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা হবে ৬ এখানে আরো দুটি সম্ভাবনা আছে। প্রথম সম্ভাবনা হলো ৪ তাকবীর বলতে প্রথম রাক ‘আতে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীরসহ ৪ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক ‘আতে রুকুর তাকবীর সহ ৪ তাকবীর বুঝানো হবে। তাহলে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা হবে প্রথম রাক ‘আতে ২ ও দ্বিতীয় রাক ‘আতে ৩ মোট ৫ দ্বিতীয় সম্ভাবনা হলো ৪ তাকবীর বলতে প্রত্যেক রাক ‘আতে অতিরিক্ত ৪ তাকবীর বুঝানো হবে। তাহলে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা হবে ৮ উপরের বিভিন্ন হাদীসের আলোকে প্রথম সম্ভাবনাই অধিক গ্রহণযোগ্য। এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন।

তৃতীয় পর্ব:

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

পূর্বের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা সালাতুল ঈদের তাকবীর বিষয়ক প্রায় সকল হাদীস আলোচনা করছি। এ আলোচনা থেকে আমরা নি◌েœর বিষয়গুলো বুঝতে পারছি :

১. কোনো মারফূ হাদীসই পরিপূর্ণ সহীহ নয়

আমরা দেখছি যে, ১৩, ১২, ৯, ৮, ৪ বিভিন্ন সংখ্যার তাকবীরের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ -এর কর্ম বা কথা হিসাবে বর্ণিত একটি হাদীসও এককভাবে সহীহ নয়। এ বিষয়ক প্রত্যেকটি মারফূ হাদীসের সনদেই দুর্বলতা রয়েছে, যা আমরা পূর্বের আলোচনায় দেখেছি। কোনো কোনো মুহাদ্দিস আপেক্ষিকভাবে দু-একটি হাদীস সহীহ বলেছেন বলে আমরা দেখেছি। তবে নিরপেক্ষ বিচার ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের সিদ্ধান্তের আলোকে আমরা সুস্পষ্টই বুঝতে পারছি যে, এ বিষয়ক কোনো হাদীসকে এককভাবে সহীহ বলা সম্ভব নয়। এজন্যই তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর ইমাম ও ফকীহগণ এ বিষয়ে সাহাবীগণের কর্ম ও মতামতের উপর নির্ভর করতেন। কারণ এ বিষয়ে সাহাবীগণ থেকে বিশুদ্ধ সনদে অনেক মাউকূফ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল বলেন:

لَيْسَ يُرْوَى فِيْ التَّكْبِيْرِ فِيْ الْعِيْدَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ إِنَّمَا أَخَذَ مَالِكٌ فِيْهَا بِفِعْلِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ.

"দুই ঈদের তাকবীরের বিষয়ে নবী ( ) থেকে একটি সহীহ হাদীসও বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়ে মালিক আবু হুরাইরার (রা) কর্ম গ্রহণ করেছেন।" হাকিম নাইসাপুরী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসও অনুরূপ কথা বলেছেন।

ষষ্ঠ শতকের প্রখ্যাত ফকীহ আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু রুশদ আল-কুরতুবী (৫৯৫ হি) বলেন:

سَبَبُ اخْتِلاَفِهِمْ (فِيْ التَّكْبِيْرَاتِ فِيْ صَلاَةِ الْعِيْدِ) اخْتِلاَفُ الآثَارِ الْمَنْقُوْلَةِ فِيْ ذَلِكَ عَنِ الصَّحَابَةِ ... وَإِنَّمَا صَارَ الْجَمِيْعُ إِلَى الأَخْذِ بِأَقَاوِيْلِ الصَّحَابَةِ فِيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيْهَا عَنِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام شَيْءٌ وَمَعْلُوْمٌ أَنَّ فِعْلَ الصَّحَابَةِ فِيْ ذَلِكَ هُوَ تَوْقِيْفٌ إِذْ لاَ مَدْخَلَ لِلْقِيَاسِ فِيْ ذَلِكَ.

"ঈদের সালাতের তাকবীরের বিষয়ে ফকীহগণের মতভেদের কারণ হলো এ বিষয়ে বর্ণিত সাহাবীগণের কর্মের বিভিন্নতা।··· এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো কিছুই সহীহরূপে বর্ণিত হয় নি, যজন্যই সকল ফকীহকে সাহাবীগণের কথার উপর নির্ভর করতে হয়েছে। একথা সর্বজনজ্ঞাত যে, এ বিষয়ে সাহাবীগণের মতামতও মূলত রাসূলুল্লাহ ( )-এর নির্দেশ বলে গণ্য; কারণ এ বিষয়ে কিয়াস করে কিছু বলার কোনো অবকাশ নেই। (কোনো সাহাবী কিয়াস করে কিছু বলেছেন বলে মনে করার কোনো সম্ভাবনা নেই, কাজেই সাহাবীর কথাকেও মারফূ হাদীসের পর্যায়ের মনে করতে হবে।)"

২. দুটি মারফূ হাদীস মোটামুটি গ্রহণযোগ্য

মারফূ হাদীসগুলোর প্রত্যেক হাদীসের সনদে কমবেশি দুর্বলতা থাকলেও, সার্বিক বিচারে দুটি হাদীস "সহীহ লিগাইরিহী" বা "হাসান" বলে বিবেচিত:

প্রথম হাদীস: আমর ইবনু শু 'আইব বর্ণিত ১২ বা ১১ তাকবীর বিষয়ক হাদীস। আমরা দেখেছি যে, এ হাদীসটির সনদ অনেক মুহাদ্দিসের কাছে দুর্বল, তবে ইমাম যাহাবী, ইবনু হাজার প্রমুখ এ সনদকে হাসান বলে গ্রহণ করেছেন। আমর ইবনু শু 'আইব থেকে হাদীসটি বর্ণনাকারী "তায়েফী" কোনোকোনো মুহাদ্দিসের মতে দুর্বল, আবার কেউ কেউ তাকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হিসাবে গণ্য করেছেন। এ বিষয়ে ইবনু লাহী 'য়ার হাদীস ও অন্যান্য দুর্বল সনদের হাদীস এ হাদীসের অর্থের সমর্থন করে। কাজেই সার্বিক বিচারে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয় হাদীস: ৪ তাকবীর বিষয়ক আবু মুসা আশ 'আরীর হাদীস। আমরা দেখেছি যে, এ হাদীসকে ইমাম আবু দাউদ হাসান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিসের মতে এ হাদীসের সনদে কিছু দুর্বলতা আছে। তবে ইমাম তাহাবী বর্ণিত অন্য হাদীসটি এ হাদীসের সমর্থন করে। ফলে উভয় হাদীস একত্রে হাসান বা গ্রহণযোগ্য হিসাবে গণ্য করতে হবে।

নিরপেক্ষ সনদভিত্তিক বিচারের ফলাফল এর বাইরে যেতে পারে না বলেই আমরা মনে করি। এখন যদি কেউ দাবি করেন যে, এ বিষয়ে আমর উবনু শু 'আইবের হাদীসটি অথবা ইবনু লাহী 'য়ার হাদীসটি সহীহ, কারণ অমুক অমুক একে সহীহ বলেছেন, আর ওয়াদীনের হাদীস বা ইবনু সাওবানের হাদীস বাতিল, কারণ অমুক তাকে বাতিল বলেছেন; অথবা ইবনু লাহী 'য়াকে অমুক দুর্বল বলেছেন ও আমর ইবনু শু 'আইবকে অমুক দুর্বল বলেছেন, এজন্য ১২ তাকবীরের সব হাদীস যয়ীফ, আর ওয়াদীনকে বা ইবনু সাওবানকে অমুক নির্ভরযোগ্য বলেছেন কাজেই ৪ বা ৮ তাকবীরের হাদীস সহীহ তাহলেও তা গবেষণা নয়, ব রং প্রবৃত্তি ও মনমর্জির অনুসরণ করায় পরিণত হবে।

৩. ১২, ১১, ১০ ও ৬ তাকবীর সাহাবীগণ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত

আমরা দেখেছি যে, অতিরিক্ত ১২, ১১ বা ১০ তাকবীর বিষয়ক মাউকূফ হাদীস আবু হুরাইরা, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস প্রমুখ সাহাবীর কর্ম হিসাবে সহীহ সনদে বর্ণিত ও প্রমাণিত। অপরদিকে অতিরিক্ত ৬ তাকবীর বিষয়ক মাউকূফ হাদীস আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান, আবু মুসা আশ 'আরী, মুগীরা ইবনু শু 'বা, আবু মাসঊদ আনসারী, আনাস ইবনু মালিক প্রমুখ সাহাবী থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত ও প্রমাণিত।

৪. সাহাবীগণের কর্মের বৈপরীত্যের কারণ

সম্ভবত এ বিষয়ে কোনো একক কর্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে না থাকাই সাহাবীগণের মতভেদের কারণ। এখানে দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়:

প্রথম : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচার্যে সর্বদা সময় কাটিয়েছেন এমন প্রথম কাতারের সাহাবীগণও এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। যেমন আবু হুরাইরা (রা) একপ্রকারে তাকবীর বলেছেন এবং ইবনু মাসঊদ (রা) অন্যভাবে তাকবীর বলেছেন। সংখ্যা ও স্থান উভয়ভাবেই তাঁদের কর্মের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অথচ তাঁরা দুজনেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আজীবন থেকেছেন। ঈদের সালাতের বিষয় একজন সাধারণ সাহাবীর কাছেও অস্পষ্ট থাকার কথা নয়, এ সকল সাহাবী তো দূরের কথা। মদীনার সকল মুহাজির ও আনসার সাহাবী প্রতি বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে দুই ঈদের সালাত আদায় করতেন। যদি ঈদের সালাতের তাকবীরের বিষয়ে তাঁর কোনো সুনির্ধারিত পদ্ধতি থাকত তাহলে নিশ্চয় তাঁরা তা জানতেন। আমরা কল্পনাও করতে পারি না যে, আবু হুরাইরা, ইবনু মাসঊদ বা অন্য কোনো সাহাবী এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো শিক্ষা, নির্দেশ, কর্ম বা পদ্ধতি জানবেন অথচ তা পালন করবেন না বা তার বিপরীত কোনো কর্ম করবেন বা শিক্ষা দিবেন। এজন্য আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, তাঁদের মতভেদের কারণ দুটি বিষয়ের একটি: হয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন সময়ে ঈদের সালাতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাকবীর প্রদান করতেন। এজন্য একেক সাহাবী একেক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। অথবা এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ﷺ কোনো বিশেষ পদ্ধতি শিক্ষা দেননি। তাঁর কর্ম ও শিক্ষার আলোকে তাঁরা বুঝেছেন যে, এ বিষয়ে ব্যক্তিগত ইজতিহাদ বা বিচারের অবকাশ রয়েছে। এজন্য তাঁরা এবিষয়ে ইজতিহাদ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ও সাহাবীগণের জীবনপদ্ধতির আলোকে প্রথম সম্ভাবনাই একমাত্র গ্রহণীয় ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয় : আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে, একই সাহাবী বিভিন্নভাবে তাকবীর বলেছেন। ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বিশুদ্ধ সনদে দুভাবে তাকবীর প্রমাণিত: তাকবীরে তাহরীমা ও দুই রুকুর তাকবীর সহ ১৩ ও ৯ তাকবীর বা অতিরিক্ত ১০ ও ৬ তাকবীর। অর্থাৎ তিনি কখনো প্রতি রাক 'আতে অতিরিক্ত ৫ তাকবীর বলতেন এবং এবং উভয় রাক 'আতের শুরুতে সূরা পাঠের পূর্বেই তাকবীর বলতেন। আর কখনো প্রতি রাক 'আতে অতিরিক্ত ৩ তাকবীর বলতেন এবং প্রথম রাক 'আতের শুরুতে ও শেষ রাক 'আতের শেষে অতিরিক্ত তাকবীরগুলো বলতেন। এতে উপরের বিষয়টিই প্রমাণিত হয়। আমরা বুঝতে পারি যে, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্ধারিত কোনো পদ্ধতি সর্বদা অনুসরণ করেননি। এজন্য সাহাবীগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।

৫. ফকীহগণের মতভেদ স্বাভাবিক

যেহেতু এ বিষয়ে এককভাবে সহীহ সনদে কোনো হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত নয় এবং যেহেতু এ বিষয়ে সাহাবীগণ মতভেদ করেছেন এবং বিভিন্ন সাহাবী বিভিন্ন প্রকারে তাকবীর প্রদান করেছেন, যহেতু স্বভাবতই মুসলিম উম্মাহর ফকীহগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। যারা ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের বিকাশ সম্পর্কে সামান্য ধারণা রাখেন তারা সহজেই বুঝতে পারবেন যে, ইমাম মালিক, শাফিয়ী প্রমুখ

হিজাযবাসী ফকীহ স্বভাবতই আবু হুরাইরা ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা)-এর মত গ্রহণ করেছেন। কারণ এদের মতই হিজাযে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ছিল।

অপরদিকে ইমাম আবু হানীফা, সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ কুফাবাসী ফকীহ স্বভাবতই আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদের কর্ম ও মত গ্রহণ করেছেন। কারণ প্রথম হিজরী শতকের প্রথমার্ধ থেকেই কুফার ফিকহ ও ইলমের জগত মূলত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদের ছাত্রগণ কতৃক নিয়ন্ত্রিত ছিল। কুফায় তাঁর বর্ণিত হাদীস ও তাঁর মতামতই প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ছিল। এ মতভেদ খুবই স্বাভাবিক এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ইসলামী ফিকহ বা ব্যবহার শাস্ত্রের মূলনীতিই হলো, যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ থেকে কোনো বিশুদ্ধ একক বর্ণনা পাওয়া যায় না য বিষয়ে প্রত্যেক এলাকার মুসলিমগণ তাঁদের এলাকার সুপ্রসিদ্ধ সাহাবীগণের অনুসরণ করেন।

৬. ইমাম আবু হানীফার (রাহ) মত

এ স্বাভাবিক মতবিরোধের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (রাহ) অত্যন্ত প্রশস্ত মত প্রদান করেছেন। কুফায় অগণিত তাবেয়ী- তাবে-তাবেয়ীর মাধ্যমে ইবনু মাসঊদ (রা) থেকে প্রমাণিত ও সুপ্রসিদ্ধ মত তিনি গ্রহণ করেছেন। তবে অন্যান্য সাহাবীর অনুসরণ নিষেধ করেননি। বরং সাহাবীগণ থেকে সহীহরূপে বর্ণিত যে কোনো মতের অনুসরণ করা ভাল বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ (১৮৯হি) বলেন:

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فِيْ الْعِيْدَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ تِسْعِ تَكْبِيْرَاتٍ أَيَنْبَغِيْ لِمَنْ خَلْفَهُ أَنْ يُكَبِّرُوا مَعَهُ قَالَ نَعَمْ، يَتَّبِعُوْنَهُ إِلاَّ أَنْ يُكَبِّرَ مَا لاَ يُكَبِّرُ أَحَدٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَمَا لَمْ تَجِئْ بِهِ الآثَارُ.

আমি বললাম: বলুন তো, যদি ইমাম দু ঈদের সালাতে নয় তাকবীরের বেশি তাকবীর প্রদান করে তাহলে মুক্তাদীগণের জন্য কি তাঁর সাথে সাথে তাকবীর বলা উচিত হবে? তিনি বলেন: হাঁ, মুক্তাদীগণ নয় তাকবীরের অধিক তাকবীরগুলোতেও ইমামের অনুসরণ করবেন। তবে যদি ইমাম এরূপভাবে তাকবীর বলে যা কোনো ফকীহ বলেননি বা যে পদ্ধতি কোনো হাদীস বা সাহাবীগণের কর্ম দ্বারা প্রমাণিত নয় তাহলে সে তাকবীরের ক্ষেত্রে মুক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণ করবে না।

ইমাম মুহাম্মাদ অন্যত্র বলেছেন:

اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْ التَّكْبِيْرِ فِيْ الْعِيْدَيْنِ، فَمَا أَخَذْتَ بِهِ فَهُوَ حَسَنٌ. وَأَفْضَلُ ذَلِكَ عِنْدَنَا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ.... وَهُوَ قَوْلُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ

দু ঈদের তাকবীরের বিষয়ে মানুষের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যে পদ্ধতিই তুমি গ্রহণ কর তা ভাল (সব পদ্ধতিই ভাল কাজেই তুমি যে কোনো পদ্ধতি অনুসারে চলতে পার)। তবে সকল পদ্ধতির মধ্যে আমাদের দৃষ্টিতে উত্তম ইবনু মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত পদ্ধতি। ... এ আবু হানীফার কথা।"

৭. বিভক্তি, দলাদলি ও বিদ্ধেষ

এ বিষয়ে সবচেয়ে আপত্তিকর সালাতুল ঈদের তাকবীর নিয়ে মুসলিম সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করা। আমরা প্রায়ই দেখি যে, ধার্মিক মুসলিমগণ নফল-মুসতাহাব মতভেদীয় বিষয় নিয়ে হারাম পর্যায়ের দলাদলি ও বিদ্বেষে লিপ্ত হন। ঈদের তাকবীর এমন একটি বিষয়। উপরের আলোচনা থেকে আশা করি পাঠক একমত হবেন যে, "১২ তাকবীর" -কে "না-জায়েয" , মাযহাব বিরোধী বা ওহাবী মত বলে গণ্য করা অথবা "৬ তাকবীর" ভিত্তিহীন, দলিলবিহীন বা এতে নামায হবে না বলে দাবি করা বা একে অপরকে চ্যালেঞ্জ করা সমান ঘৃণ্য অপরাধ। এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

(১) দীন অনুধাবনের জন্য আমাদের মূল আদর্শ সাহাবীগণ। মহান আল্লাহ তাঁদের, বিশেষত প্রথম অগ্রগামী মুহাজির ও আনসারগণের অনুসরণকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের পথ বলে উল্লেখ করেছেন (সূরা তাওবা: ১০০) রাসূলুল্লাহ () বিভিন্ন হাদীসে সাহাবীগণের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া প্রথম তিন ও চার প্রজন্মের মুমিনগণকে উত্তম বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

তাঁদের কর্মধারা থেকে আমরা দেখি যে, দীনের কর্মকাণ্ড দুভাগে বিভক্ত: (ক) উসূল বা মূল বিষয় এবং (খ) ফুরু বা শাখাপ্রশাখা। ঈমান, আকীদা, সুন্নাত, বিদআত ইত্যাদি বিষয় তারা উসূল হিসেবে গণ্য করেছেন। এ সকল ক্ষেত্রে মতভেদ বা নতুন উদ্ভাবনকে তারা কঠিনভাবে নিন্দা করেছেন। পক্ষান্তরে কর্মগত বিষয়গুলোকে "ফরু" হিসেবে গণ্য করেছেন। এ সকল বিষয়ে অনেক মতভেদ তাঁদের মধ্যে ছিল। কখনো তারা এগুলো নিয়ে বিতর্ক এড়িয়ে বলেছেন, তিনিও ফকীহ। কখনো তাঁরা এগুলো নিয়ে দলিলভিত্তিক আলোচনা-বির্তক করেছেন এবং নিজের মতকে অগ্রগণ্য বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কখনোই তারা অন্য মত এবং অন্য মতের অনুসারীকে "বাতিল" , "খারাপ" বা "বিভ্রান্ত" বলে গণ্য করেন নি। বরং কর্মের মতভেদ-সহই একে অপরকে সর্বোচ্চ সম্মান করেছেন ও ভালবেসেছেন। হাদীসের গ্রন্থগুলো ও প্রথম যুগের ইমাম, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের জীবনী ও কর্ম নিয়ে পড়াশোনা করলে এ বিষয়ে অগণিত তথ্য পাওয়া যাবে।

(২) সমাজে প্রচলিত মতভেদীয় বিষয়গুলোকে আমরা দু ভাগে ভাগ করতে পারি: (ক) প্রথম যুগগুলোতে ছিল না, পরবর্তী সময়ে উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং (খ) প্রথম যুগ থেকেই বিদ্যমান। প্রথম পর্যায়ের বিষয়গুলোকে দীনের অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধিতা করা সাহাবী-তাবিয়ীগণের পথ। দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়গুলো কখনোই হক্ক-বাতিল পর্যায়ের নয়, বরং উত্তম-অনুত্তম পর্যায়ের। এ জাতীয় মতভেদীয় বিষয়ে আমরা অধিকতর সহীহ নির্ণয় করার জন্য "দলিলভিত্তিক" আলোচনা বা গবেষণা করতে পারি। কিন্তু এ সকল বিষয়কে কেন্দ্র করে মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করা, মুসলিমকে বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা করা কঠিন পাপ এবং ঘৃণ্য বিদআত। যেমন, অমুক মুসলিম বুকে বা পেটে হাত রাখেন কাজেই তিনি আমার দলের নন, জোরে বা আস্তে আমীন বলেন কাজেই তিনি বাতিল-পন্থী, ১২ বা ৬ তাকবীরে ঈদের সালাত আদায় করেন কাজেই তিনি "আহলুস সুন্নাত" নন··· ইত্যাদি।

(৩) অনেক মুমিন ইমামগণের উত্তম-অনুত্তম পছন্দকে ফরয-হারাম বলে ভুল করেন। এ বিষয়ে শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী বলেন: "অনেক এমন মাসাইল আছে েসগুলোতে ইমামগণের মতপার্থক্য হলো উত্তম-অনুত্তম নিয়ে। জায়েয-নাজায়েয আর হালাল-হারামের বিরোধ নয়। যেমন- নামাযে রুকুতে যাবার সময় এবং রুকু থেকে ওঠার সময় হাত তোলা হবে কি হবে না, আমীন উচ্চস্বরে বলা হবে না নিম্নস্বরে? হাত বুকের উপর বাঁধা হবে না নাভীর নিচে? এসব ক্ষেত্রে ইমামগণের মতপার্থক্য আছে। কেউ এটাকে উত্তম বলেছেন কেউ অন্যটাকে উত্তম বলেছেন। কিন্তু এর সবগুলো পন্থাই সকলের কাছেই জায়েয আছে। সুতরাং এগুলোকে হালাল-হারাম পর্যন্ত টেনে নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর দূরত্ব-সংঘাত ও লড়াই বাঁধানো কোনোভাবেই জায়েয হতে পারে না।"

(৪) এক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা দলিলভিত্তিক আলোচনার পরিবর্তে মাযহাবকে ফরয-ওয়াজিব বা হারাম-বিদআত বলে দাবি করা। মাযহাবকে ফরয-ওয়াজিব বা হারাম-বিদআত বলা আর মাদ্রাসাকে ফরয-ওয়াজিব বা হারাম-বিদআত বলা একই পর্যায়ের ভুল। নববী যুগে কোনোটিই ছিল না এবং দুটিই দীনের গুরুত্বপূর্ণ উপকরন।

মাদ্রাসার ক্ষেত্রে সুন্নাতের নির্দেশনা হলো, ইলম শিক্ষাই মূল ইবাদত। মাদ্রাসা এর উপকরণ। সাধারণভাবে এ উপকরণের মাধ্যমে এ ইবাদত পালন সহজ; এজন্যই আমরা এর গুরুত্ব প্রদান করি। কেউ যদি এর বাইরেও ইলম শিক্ষা করেন তিনিও একইরূপ সাওয়াব ও মর্যাদা লাভ করবেন।

এক্ষেত্রে বিদআত হলো এরূপ মনে করা যে, কুরআন-সুন্নাহর ইলম শিক্ষা যেমন ইবাদত, তেমনি "মাদ্রাসা" য় পড়াও ইবাদত। কেউ যদি মাদ্রাসায় না পড়ে বাড়িতে, মসজিদে বা অন্যভাবে ইলম শিক্ষা করে তাহলে যত বড় আলিম থেকেই শিখুক এবং তার ইলম যত বেশিই হোক তার দীন, ইবাদত বা সাওয়াব অপূর্ণ থাকবে বা কবুল হবে না। আলিমের বিচার হবে "মাদ্রাসা" দিয়ে, তার "ইলম" দিয়ে নয়! এরূপ মানসিকতার অধিকারী অপরাধী ও বিদআতে নিপতিত, তবে তার অপরাধের কারণে ঢালাওভাবে মাদ্রাসা ব্যবস্থাকে অপরাধী করা যায় না।

মাযহাবের ক্ষেত্রে সুন্নাতের নির্দেশনা হলো, কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে জীবন পরিচালনা করা মুমিনের দায়িত্ব। নিজে সরাসরি জানতে না পারলে কোনো আলিমের অনুসরণ করতে পারেন। এরূপ অনুসরণ বা তাকলীদের বৈধ ও অবৈধ পর্যায় সম্পর্কে শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী বলেন: "দীন বিকৃত হওয়ার একটি কারণ যিনি মা' সূম (নবী) নন তার তাকলীদ করা। এরূপ তাকলীদের হাকীকত হলো, কোনো একজন আলিম ইজতিহাদ করবেন, আর তার অনুসারিগণ ধারণা করবেন যে, তিনি নিশ্চিতরূপে অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, ফলে তারা এ সিদ্ধান্তের কারণে একটি সহীহ হাদীস প্রত্যাখ্যান করবে। মুসলিম উম্মাহ যে তাকলীদের বৈধতার বিষয়ে একমত হয়েছেন তা এ তাকলীদ নয়। তাঁরা একমত হয়েছেন যে, মুজতাহিদগণের তাকলীদ করা বৈধ, সাথে সাথে একথার জ্ঞান রাখতে হবে যে, মুজতাহিদ ভুল করতে পারেন আবার সঠিক মতও দিতে পারেন। এবং সাথে সাথে য মাসআলায় নবী ( )-এর বক্তব্য জানার জন্য আগ্রহ-উদ্দীপনা থাকবে এবং দৃঢ় সিদ্ধান্ত থাকবে যে, যদি তাকলীদ-কৃত বিষয়ের খেলাফ কোনো সহীহ হাদীস প্রকাশ পায় তবে তাকলীদ বর্জন করবে এবং হাদীস অনুসরণ করবে।"

(৫) মাযহাবের ক্ষেত্রে বিদআত হলো এরূপ মনে করা যে, কুরআন-সুন্নাহ মান্য করা যেমন ইবাদত, তেমনি মাযহাব মান্য করা অতিরিক্ত একটি ইবাদত। কেউ যদি কুরআন-সুন্নাহ মান্য করে কিন্তু মাযহাব মান্য না করে তাহলে তার কুরআন-সুন্নাহ মান্য করা যত ভালই হোক, তার ইবাদত অসম্পূর্ণ থাকবে বা কবুল হবে না। কুরআন-সুন্নাহ কতটুকু মান্য করল তা বিবেচ্য নয়, বরং মাযহাব কতটুকু মান্য করল তাই বিবেচ্য! কেউ যদি এরূপ চিন্তা করেন তবে তিনি অপরাধী। তবে তার অপরাধের জন্য ঢালাওভাবে মাযহাব ব্যবস্থাকে দায়ী করা যায় না। মাযহাব অনুসারী আলিমগণও এরূপ বাড়াবাড়ির নিন্দা করেছেন। শাইখ তাকী উসমানী বলেন: "তাকলীদের বিপরীতে শর 'ঈ মাসাইলের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারে লিপ্ত হওয়া যেমন তিরস্কারযোগ্য অপরাধ তেমনি অন্ধ তাকলীদ ও তাকলীদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করাও নিন্দনীয় অপরাধ। ... যথা: আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীনকে সরাসরি শরীয়তের বিধান প্রণেতা, নিষ্পাপ ও নবীগণের মত ভুলত্র "টির উর্ধ্বে মনে করা। কোনো সহীহ হাদীসের উপর শুধু এ কারণে আমল করতে অস্বীকার করা যে, আমাদের ইমামের এ মর্মে কোনো নির্দেশ নেই। .... শুধু স্বীয় ইমামের মাযহাব রক্ষা করার জন্য হাদীস শরীফের ... আকাশ-পাতাল ব্যাখ্যা করা···।

এভাবে আমরা দেখছি যে, মাযহাবের অযুহাতে দলিলভিত্তিক গবেষণা পরিত্যাগ করা, লোকটি মাযহাব অনুসরণ করে অথবা করে না- এ অযুহাতে কাউকে হক্কপন্থী বা বাতিল-পন্থী অথবা "আহলুস সুন্নাতের" অন্তর্ভুক্ত বা বর্হিভূত বলে গণ্য করা, কোনো নির্দিষ্ট কর্ম বা মতের দলিলভিত্তিক আলোচনা না করে ঢালাওভাবে মাযহাব মান্য বা অমান্য করার নিন্দা বা প্রশংসা করা, মুকাল্লিদ বা গাইর

মুকাল্লিদ কিছু মানুষদের অন্যায়কে সবার উপর চাপিয়ে দেয়া-সবই কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা ও সালফে সালেহীনের মত-পথের সাথে সাংঘর্ষিক।

সালাতুল ঈদের তাকবীর বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ও সাহাবীগণের কর্ম ও নির্দেশনা সঠিকভাবে বুঝার লক্ষ্যে ও আমাদের দেশের মুসলিম সমাজের মধ্যে এ বিষয়ে প্রচলিত বিসংবাদ, হিংসা ও গালাগালি দূর করার লক্ষ্যে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার এখানেই ইতি টানছি। সালাত ও সালাম মহান আল্লাহর মহান রাসূল মুহাম্মাদ ( ), তাঁরা পরিজন ও সঙ্গীগণের উপর। আর প্রথমে ও শেষে সর্বদা ও সর্বত্র সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর নিমিত্ত।

গ্রন্থপঞ্জি

এ গ্রন্থ রচনায় যে সকল গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে য সকল গ্রন্থের একটি মোটামুটি তালিকা নি েœ প্রদান করা হলো। পাঠক ও গবেষকদের সুবিধার্থে গ্রন্থাকারগণের মৃত্যুতারিখের ভিত্তিতে যতিহাসিক ক্রম অনুসারে সাজানো হলো। মহান আল্লাহ এসকল ইমাম, আলেম ও গ্রন্থাকারকে অফুরন্ত রহমত, মাগফিরাত ও মর্যাদা প্রদান করুন, যাঁদের রেখে যাওয়া জ্ঞান-সমূদ্র থেকে সামান্য কিছু নুড়ি কুড়িয়ে এ গ্রন্থে সাজিয়েছি।

১. মালিক ইবনু আনাস (১৭৯হি), আল-মুআত্তা (কাইরো, মিশর, দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী)

২. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (১৮৯হি), আল-মাবসূত (করাচী, পাকিস্তান, এদারাতুল কুরআন)

৩. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (১৮৯হি), মুআত্তা ইমাম মালিক (বৈরুত, লেবানন, দারুল কলম)

৪. আব্দুর রাযযাক সান 'আনী (২১১হি), আল-মুসান্নাফ (বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩হি)

৫. ইবনু আবী শাইবা, আবু বাকর আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ (২৩৫ হি), আল-মুসান্নাফ (রিয়াদ, যৌদি আরব, মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি)

৬. আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১হি), আল-মুসনাদ (কাইরো, মিশর, মুআসসাসাতু কুরতুবাহ, ও দারুল মা 'আরিফ, ১৯৫৮)

৭. দারিমী, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান (২৫৫ হি.) আস-সুনান (বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১ম প্রকাশ ১৪০৭ হি.)

৮. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (২৫৬ হি), আত-তারীখুল কাবীর (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর)

৯. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (২৫৬ হি), আস-সহীহ (বৈরুত, দারু কাসীর, ইয়ামাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৭)

১০. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১হি), আস-সহীহ (কাইরো, মিশর, দারু এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা)

১১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১হি), কিতাবুত তামযীয (রিয়াদ, যৌদি আরব, মাকতাবাতুল কাউসার, ৩য় প্রকাশ ১৯৯০)

১২. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনু আশ 'আস (২৭৫হি), আস-সুনান (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর)

১৩. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনু আশ 'আস (২৭৫হি) রিসালাতু আবী দাউদ ইলা আহলি মাক্কা ফী ওয়াসটি সুনানিহী (বৈরুত, লেবানন, দারুল আরাবিয়্যাহ)

১৪. ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৭৫ হি.), আস-সুনান (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর)

১৫. তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা (২৭৯ হি), আস-সুনান (বৈরুত, লেবানন, দারু এহইয়াইত তুরাস আল-আরাবী)

১৬. তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা (২৭৯ হি) ইলালুত তিরমিযী আল-কাবীর (বৈরুত, লেবানন, আলামুল কুতুব, আবু তালিব কাযী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৯)

১৭. ইসমাঈল ইবনু ইসহাক (২৮২হি), ফাদলুস সালাত আলান নাবী (দাম্মাম, যৌদি আরব, রামাদী লিন-নাশর, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)

১৮. হারিস ইবনু আবী উসামাহ (২৮২হি), আল-মুসনাদ, যাওয়াইদুল হাইসামী (মদীনা মুনাওয়ারা, যৌদি আরব, মারকায খিদমাতিস সুন্নাহ ওয়াস সীরাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৩হি)

১৯. বাযযার, আবু বকর আহমদ ইবনু আমর (২৯২ হি) আল-মুসনাদ (বৈরুত, লেবানন, মদীনা মুনওয়ারা, যৌদি আরব, মুআসসাসাতু উলুমিল কুরআন, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি)

২০. তাহাবী, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৩২১ হি), শারহু মা 'আনীল আসার (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৯ হি)

২১. উকাইলী, মুহাম্মাদ ইবনু উমর (৩২২ হি.) আদ-দু 'আফা আল-কাবীর (বৈরুত, লেবানন, দারুল মাকতাবাতিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪)

২২. ইবনু আবী হাতিম, আব্দুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ (৩২৭ হি), ইলালু ইবনি আবী হাতিম (বৈরুত, লেবানন, দারুল মা' রিফাহ, ১৪১৫ হি)

২৩. ইবনু আবী হাতিম, আব্দুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ (৩২৭ হি), আল-জারহু ওয়াত তা' দীল (বৈরুত, লেবানন, দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী ১ম প্রকাশ ১৯৫২)

২৪. ইবনু হিব্বান, মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান (৩৫৪হি), মাশাহীরু উলামাইল আমসার (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৫৯)

২৫. ইবনু হিব্বান, মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান (৩৫৪ হি.), আস-সিকাত (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৫ হি.)

২৬. তাবারানী, সুলাইমান ইবনু আহমদ (৩৬০হি.) আল-মু 'জামুল কাবীর (মাওসিল, ইরাক, ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, ১৯৮৫)

২৭. তাবারানী, সুলাইমান ইবনু আহমদ (৩৬০ হি), আল-মু 'জামুল আউসাত (কাইরো, মিশর, দারুল হারামাইন, ১৪১৫হি)

২৮. তাবারানী, সুলাইমান ইবনু আহমদ, মুসনাদুশ শামিয়ীন (বৈরুত, লেবানন, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪)

২৯. ইবনু আদী, আব্দুল্লাহ ইবনু আদী আল-জুরজানী (৩৬৫ হি) আল-কামিল ফী দু 'আফাইর রিজাল (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৮)

৩০. দারাকুতনী, আলী ইবনু উমর (৩৮৫ হি.) আস-সুনান (মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, সাইয়িদ আব্দুল্লাহ হাশিত, ১৯৬৬)

৩১. দারাকুতনী, আল-ইলাল (রিয়াদ, যৌদি আরব, দারু তাইবা, ১ম প্রকাশ ১৯৮৫)

৩২. হাকিম নাইসাপূরী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪০৫হি), মা' রিফাতু উলুমিল হাদীস (মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৭৭)

৩৩. হাকিম নাইসাপুরী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪০৫হি), আল-মুসতাদরাক (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০)

৩৪. ইবনু হাযম, আলী ইবনু আহমদ (৪৫৬হি), আল-মুহাল্লা (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)

৩৫. বাইহাকী, আহমদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮হি.), আস-সুনানুল কুবরা (মাক্কা মুকাররামা, যৌদি আরব, মাকতাবাতু দারিল বায, ১৯৯৪)

৩৬. খতীব বাগদাদী, আহমাদ ইবনু আলী ইবনু সাবিত (৪৬৩ হি), আল-কিফাইয়াতু ফী ইলমির রিওয়াইয়া (মদীনা মুনাওয়ারা, যৌদি আরব, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ)

৩৭. খাতীব বাগদাদী, আহমদ ইবনু আলী (৪৬৩ হি) তারীখ বাগদাদ (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)

৩৮. সারাখসী, আবু বাকর, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৪৯০ হি.), আল-মাবসূত (বৈরুত, দারুল মা' রিফাহ, ১৯৮৯)

৩৯. কাসানী, আলাউদ্দীন (৫৮৭হি) বাদাইউস সানাইয় (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)

৪০. ইবনু রুশদ, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৫৯৫হি), বিদাইয়াতুল মুজতাহিদ (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর)

৪১. ইবনুল জাউযী, আব্দুর রাহমান ইবনু আলী (৫৯৭হি), আত-তাহকীক ফী আহাদীসিল খিলাফ (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৪১৫ হি)

৪২. ইবনুল জাউযী, আব্দুর রাহমান ইবনু আলী (৫৯৭ হি), আদ-দুআফা ওয়াল মাতরূকীন (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬হি)

৪৩. ইবনুল জাউযী, আল-মাউযূ 'আত (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫)

৪৪. নববী, ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ (৬৭৬হি), শারহু সাহীহ মুসলিম (বৈরুত, লেবানন, দারু এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ২য় প্রকাশ, ১৩৯২হি)

৪৫. ইবনুল হুমাম, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ (৬৮১) শারহু ফাতহিল কাদীর (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫)

৪৬. মুযযী, আবুল হাজ্জাজ ইউসূফ ইবনুয যাকী (৭৪২ হি), তাহযীবুল কামাল (বৈরুত, লেবানন, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৮০) ৩৪/১৭।

৪৭. যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৭৪৮ হি.), মীযানুল ই' তিদাল (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫)

৪৮. যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৭৪৮ হি), সিয়ারু আ' লামিন নুবালা (বৈরুত, লেবানন, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৯ম প্রকাশ ১৪১৩ হি)

৪৯. ইবনুল কাইয়িম, মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর (৭৫১ হি), জালাউল আউহাম (মক্কা মুকাররামা, যীদি আরব, মাকতাবাতু নিযার বায, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)

৫০. যাইলায়ী, আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ (৭৬২ হি), নাসবুর রাইয়াহ (কাইরো, মিশর, দারুল হাদীস, ১৩৫৭ হি.)

৫১. ইরাকী, যাইনুদ্দীন আব্দুর রাহীম ইবনুল হুসাইন (৮০৬হি), আত-তাকয়ীদ ওয়াল ঈদাহ (বৈরুত, লেবানন, মুআসসাসাতুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ৫ম প্রকাশ, ১৯৯৭)

৫২. ইরাকী, যাইনুদ্দীন আব্দুর রাহীম ইবনুল হুসাইন (৮০৬ হি), ফাতহুল মুগীস (কাইরো, মিশর, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৯৯০)

৫৩. হাইসামী, নূরুদ্দীন আলী ইবনু আবী বাকর (৮০৭হি.) মাজমাউয যাওয়াইদ (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮২)

৫৪. বুসীরী, আহমদ ইবনু আবী বাকর (৮৪০ হি), যাওয়াইদু ইবনি মাজাহ (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩)

৫৫. বুসীরী, আহমদ ইবনু আবী বাকর (৮৪০ হি), মুখতাসারু ইতহাফিস সাদাতিল মাহারা বি যাওয়াইদিল মাসানীদিল আশারা (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)

৫৬. ইবনু হাজার আসকালানী, আহমদ ইবনু আলী (৮৫২ হি), লিসানুল মীযান (বৈরুত, লেবানন, মুআস্সাসাতু আল-আ' লামী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৬) ৩/২৫৩।

৫৭. ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.) তাকরীবুত তাহযীব (হালাব, সিরিয়া, দারুর রাশীদ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৬)

৫৮. ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হি), তালখীসুল হাবীর (মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, সাইয়িত হাশিম ইয়ামানী, ১৯৬৪)

৫৯. ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হি), তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪)

৬০. ইবনু হাজার আসকালানী, (৮৫২ হি) ফাতহুল বারী শারহু সাহীহিল বুখারী (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর)

৬১. বদরুদ্দীন আইনী, মাহমূদ ইবনু আহমদ (৮৫৫হি), মাগানীল আখইয়ার ফী শারহি আসামী রিজালি মা 'আনীল আসার (মক্কা মুকাররামা, যৌদি আরব, মাকতাবাতু নিযার মুসতাফা বায, ১ম প্রকাশ ১৯৯৭)

৬২. সাখাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান (৯০২হি) আল-কাউলুল বাদী ফিস সালাতি আলাশ শাফী' (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৭৭)

৬৩. সাখাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান (৯০২হি), ফাতহুল মুগীস (কাইরো, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৫)

৬৪. সুয়ূতী, জালালুদ্দীন আব্দুর রাহমান ইবনু আবী বকর (৯১১হি), তাদরীবুর রাবী (রিয়াদ, যৌদি আরব, মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীসাহ)

৬৫. শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী, নাইলুল আউতার (বৈরুত, লেবানন, দারুল জীল, ১৯৭৩)

৬৬. শামসুল হক আযীমাবাদী, আউনুল মা' বুদ (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪১৫ হি)

৬৭. আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, আরবাউ রাসাইল ফী উলুমিল হাদীস (হালাব, সিরিয়া, মাকতাবুল মাতবু 'আত আল-ইসলামিয়্যাহ, ৫ম প্রকাশ, ১৯৯০)

৬৮. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, ইরওয়াউল গালীল (বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ ১৯৭৯)

৬৯. খালদূন আল-আহদাব, যাওয়াইদু তারীখ বাগদাদ (দেমাশক, সিরিয়া, দারুল কলম, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)

৭০. ড. মাহমূদ তাহহান, তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা' আরিফ, ৮ম প্রকাশ, ১৯৮৭)

৭১. ড. মুহাম্মাদ মুসতাফা আ' যামী, মানহাজুন নাকদ ইনদাল মুহাদ্দিসীন (রিয়াদ, মাকতাবাতুল কাউসার, ৩য় প্রকাশ ১৯৯০)।

৭২. শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, মাযহাব কী ও কেন (ঢাকা, মাকতাবাতুল আশরাফ, ১৪২৬ হি/ ২০০৫ খৃ)

৭৩. ড. খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত: গুরুত্ব ও প্রয়োগ (ঢাকা, বাইতুল হিকমা পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ২০০৩)

৭৪. ড. খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ ' আতের বিসর্জন (ঢাকা, ইশা 'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ২য় প্রকাশ, ২০০৩)

Filename:	Salater Otirikto takbir.docx
Directory:	C:\Users\Asad\Documents
Template:	C:\Users\Asad\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:	
Subject:	
Author:	asad azad
Keywords:	
Comments:	
Creation Date:	13-09-18 8:11:00 AM
Change Number:	24
Last Saved On:	13-09-18 9:30:00 AM
Last Saved By:	asad azad
Total Editing Time:	77 Minutes
Last Printed On:	13-09-18 9:31:00 AM

As of Last Complete Printing

Number of Pages:	67
Number of Words:	24,751 (approx.)
Number of Characters:	141,087 (approx.)